ব্রহ্মতেজ

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

আর, এইচ্, শ্রীমানী এণ্ড সন্স্
২০৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শ্রাবণ—১৩৪৩

পাঁচসিকা

শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্ত্তৃক ২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত
এবং বাণী প্রেস ১৬ নং হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে
শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

(শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বি.এ. কর্ত্তৃক লিখিত)

কিছুদিন পূর্ব্বের কথা। আমার পরম শ্রদ্ধেয় প্রথিতযশা নাট্যকার শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে একখানি নাটক লিখিতে অনুরোধ করি এবং আমার অনুরোধেই রাজা পরীক্ষিতের প্রতি ব্রাহ্মণের অভিশাপ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মতেজ নাম দিয়া এই নাটকটি তিনি রচনা করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে একটি নাটক রচনা করিয়া তিনি যখন আমাকে পড়িতে দিলেন, তখন ভাবিলাম, শক্তিমান নাট্যকারের রচনা হইলেও এত দ্রুত লেখনীচালনে নিশ্চয় তাহা ব্যর্থ হইয়াছে কিন্তু নাটক পাঠ করিয়া আমার সে ভ্রম ঘুচিল। 'ব্রহ্মতেজ' ব্রাহ্মণ নাট্যকারের শক্তিকে আরও উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাঁহাকে ব্যর্থতা বরণ করিতে দেয় নাই।

এ যুগে পৌরাণিক আখ্যায়িকা লোকে ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বহুদিক দিয়া আমরা প্রগতিসম্পন্ন হইয়া জাতির সাহিত্যকে ও সম্পদকে হারাইতে বসিয়াছি,—কিন্তু তাহা ভাবিয়া দেখিনা। পৌরাণিক

শ্রাবণ—১৩৪৩

পাঁচসিকা

শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্ত্তৃক ২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত
এবং বাণী প্রেস ১৬ নং হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে
শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

(শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বি.এ. কর্ত্তৃক লিখিত)

কিছুদিন পূর্ব্বের কথা। আমার পরম শ্রদ্ধেয় প্রথিতযশা নাট্যকার শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে একখানি নাটক লিখিতে অনুরোধ করি এবং আমার অনুরোধেই রাজা পরীক্ষিতের প্রতি ব্রাহ্মণের অভিশাপ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মতেজ নাম দিয়া এই নাটকটি তিনি রচনা করেন। অতি অল্পদিনের মধ্যে একটি নাটক রচনা করিয়া তিনি যখন আমাকে পড়িতে দিলেন, তখন ভাবিলাম, শক্তিমান নাট্যকারের রচনা হইলেও এত দ্রুত লেখনীচালনে নিশ্চয় তাহা ব্যর্থ হইয়াছে কিন্তু নাটক পাঠ করিয়া আমার সে ভ্রম ঘুচিল। 'ব্রহ্মতেজ' ব্রাহ্মণ নাট্যকারের শক্তিকে আরও উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাঁহাকে ব্যর্থতা বরণ করিতে দেয় নাই।

এ যুগে পৌরাণিক আখ্যায়িকা লোকে ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বহুদিক দিয়া আমরা প্রগতিসম্পন্ন হইয়া জাতির সাহিত্যকে ও সম্পদকে হারাইতে বসিয়াছি,—কিন্তু তাহা ভাবিয়া দেখিনা। পৌরাণিক

আখ্যায়িকার সহিত সমস্ত জাতির সংস্কার ও ভাবধারা যে কিরূপ ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতেও চাহিনা। তাই এযুগে পৌরাণিক কোন কিছুর নামে নাসিকা সঙ্কুচন করা আমাদেরই তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের অনেক বড় বড় লোকের মধ্যে একটা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু একথা জোর করিয়া বলিতে পারা যায় যে, যাহাদের নিকট হইতে ধার করিয়া আমরা শিক্ষা লাভ করি, আজ যদি তাহাদের মধ্যে এরূপ বিরাট গ্রন্থসমূহ বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে তাহারা আজ এই লইয়া সমগ্র পৃথিবীতে প্রচারকার্য্য চালাইতে দ্বিধা করিত না। যে জাতি হোমারকে লইয়া এখনও মাতামাতি করে সে জাতি ব্যাস, বাল্মীকিকে পাইলে কি করিত তাহা সহজে অনুমেয়।

এখন পৌরাণিক নাটক চলেনা,—ইহাও অত্যন্ত যুক্তিহীন কথা। আর্ট থিয়েটার, নাট্যমন্দির, মিনার্ভা,—প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চ এই পৌরাণিক নাটক প্রদর্শন করিয়া যে অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। পৌরাণিক আখ্যায়িকার মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ যেমন আছে, তেমনি তাহার ভিতর নাটকীয়তাও যথেষ্ট বর্ত্তমান। তবে সেই নাট্যরসটুকু ফুটাইতে হইলে এ বিষয়ে যতখানি জ্ঞান ও লোকের রুচি উপযোগী যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করা দরকার, তাহা হয়তো অনেক নাট্যযশ-প্রার্থীর নাই,—তাই পৌরাণিক নাটকের যথোপযুক্ত কদর হইতেছে না। সুখের বিষয় ব্রহ্মতেজের নাট্যকার আধুনিক তরুণ লেখক নন,—তাই এই মহা অবিশ্বাসের যুগে পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর মনে আনন্দ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। প্রাচীন প্রথিতযশা নাট্যকারদের মধ্যে এখন শিবরাত্রির সলিতার মত ভূপেন্দ্রনাথই বর্ত্তমান। পুরাণের কাহিনী এ যুগের বহু নাট্যকার জোর করিয়া বিস্মৃতির গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, অতএব এ বিষয়ের উপর মমত্ব বোধ তাঁহার ন্যায়

প্রাচীন নাট্যকারের পক্ষে স্বাভাবিক এবং তিনি যতখানি অনুভূতির সাহায্যে লেখনী চালনা করিবেন, তাহা অপর কাহারও নিকট হইতে প্রত্যাশা করা আমাদের পক্ষে দুরাশা। সেই হিসাবে পৌরাণিক নাটক তাঁহার নিকটে আর যাহাই লাভ করুক না কেন,—মর্য্যাদা যে পাইবে, তাহা সর্ব্বসাধারণ বিশ্বাস করিতে পারেন।

কিন্তু নাট্যকার যাহাই রচনা করুন না কেন,—নাটকের উপযুক্ত প্রযোজনা না হইলে,—তাঁহার রচনার উপযুক্ত সমাদর হইতে পারে না। শিশিরকুমার-প্রযোজিত সীতা, অপরেশচন্দ্রের কর্ণার্জ্জুন, বোধ হয় উপযুক্ত-ভাবে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হইলে কাহারও স্মৃতিপটে ইহাদের নাম থাকিত না। নাট্যকার উপাদান যোগাইবেন, কিন্তু রসের বিকাশ করিবেন অভিনেতৃসঙ্ঘ। তাহাকে রূপে রসে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবেন প্রযোজক। দুঃখের বিষয়,—শুনিলাম, ব্রহ্মতেজের প্রযোজনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে এবং যাঁহারা আগ্রহ দেখাইয়া নাটকটি অভিনয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সহিত কোন রকমে প্ল্যাকার্ড ঘোষণার মর্য্যাদা রাখিতে কাজ সারিয়া দিয়াছিলেন। একজন নাট্যকারকে অপদস্থ করিবার এই বিরাট আয়োজন যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার কতখানি ক্ষতি করিলেন জানিনা,—কিন্তু নিজেদের যে ক্ষতি সংসাধিত করিলেন তাহার বিষয় চিন্তা করিলে অনুতপ্ত হইতেন।

রাজা পরীক্ষিতের প্রতি মুনির অভিশাপ ও তক্ষকদংশনে তাঁহার মৃত্যু,—ইহার উপর ভিত্তি করিয়া বহু বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া নাট্যকার যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। মহাভারতে যে আখ্যায়িকা আছে, তাহার অপেক্ষা হরিবংশকে অনুকরণ করিয়া নাট্যকার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন বেশী। হাস্য, বীর, করুণ,—সকল রকমের সমন্বয়ে

ব্রহ্মতেজ নাটকটি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তবে নাটকটি একটু দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। ইহাই যা ত্রুটী।

সুবিধার কথা এই যে সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের প্রযোজকরা নিজেদের রুচিমত ইহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া অভিনয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবেন। ব্রহ্মতেজকে অবলম্বন করিয়া নাটকপ্রযোজনায় যদি সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায় রঙ্গমঞ্চ অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন,তাহা হইলে নাট্য-প্রযোজনায় তাঁহাদের খ্যাতি তো বৃদ্ধি পাইবেই,—উপরন্তু সর্ব্বসাধারণকেও পৌরাণিক নাটক শুনাইয়া তাঁহারা আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিবেন।

-ঃ*ঃ-

উৎসর্গ-পত্র

বাল্যবন্ধু—

শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার

করকমলেষু—

ভাই নেপেন—

সংসারে প্রকৃত বন্ধু হিসাবে এ'জীবনে অতি—অতি অল্প যে কয়জন পেয়েছি, তাদের মধ্যে তুমি একজন। সেই ছেলেবেলা থেকে আজ জীবনের সায়াহ্নে এসে পৌছে তোমার কাছে থেকে একটানা অকৃত্রিম ভালবাসা পেয়ে আস্‌ছি। বাংলাদেশে তুমি একজন উঁচ্‌দরের শিল্পী। তোমার বাঁশীর মোহন তানে এই বাংলাদেশ নয়,— আজ সারা ভারত মুগ্ধ। তোমার গুণমুগ্ধ বাল্যবন্ধুর এই অকিঞ্চিৎকর নাটক **"ব্রহ্মতেজ"** বন্ধুপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তোমার করে উৎসর্গীকৃত হইল। ইতি—

কলিকাতা।
শ্রাবণ—১৩৪৩

অভিন্নহৃদয়
শ্রীভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটকীয় চরিত্রপরিচয়

—পুরুষ—

ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম্ম		
অচিন্	...	ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ
শমীক	...	ঋষি
শৃঙ্গী	...	ঐ পুত্র
শুকদেব গোস্বামী	...	ব্যাসপুত্র
কৃশ	...	জনৈক তপস্বীকুমার, শমীক-শি
কৃপাচার্য্য	...	হস্তিনারাজের শস্ত্রগুরু
অশ্বত্থামা	...	দ্রোণাচার্য্যের পুত্র
পরীক্ষিৎ	...	হস্তিনার রাজা
জন্মেজয়	...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র
শ্রুতসেন, ভীমসেন, উগ্রসেন	...	ঐ অপর তিন পুত্র
দ্বাপর	...	যুগাধিপতি
কাশ্যপ	...	বিষৌষধিজ্ঞানসম্পন্ন দীন ব্রাহ্ম
তক্ষক	...	নাগেশ্বর
কলি	...	শূদ্ররাজ
অনৃত	...	ঐ সহকারী (অধর্ম্মের পুত্র)
বিরূপাক্ষ	...	জনৈক সুদব্যবসায়ী

ফঞ্চুকী, কাশ্যপের পঞ্চপুত্রগণ, দৌবারিক, কলির অনুচর, কলির পাপসহচরগণ, মুনিঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ, ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

ব্রাহ্মরূপিণী ধরিত্রী		
উত্তরা	...	হস্তিনার রাজমাতা
ইরাবতী	...	পরীক্ষিতের মহিষী
সুপ্রভা	...	কাশ্যপের পত্নী
নিকৃতি	...	অলক্ষ্মী

মঙ্গলাধাত্রী, মুনিকন্যাগণ, মায়াকুমারীগণ, নর্ত্তকীগণ,
কলির পাপসহচরীগণ, ইত্যাদি।

ব্রহ্মতেজ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শমীকের আশ্রম-সান্নিধ্য।

(উপবন)

শমীক ও তৎপুত্র শৃঙ্গী।

শমীক নিজ-কুটীর-সম্মুখস্থ এক বিল্বমূলে বেদিকার উপর বসিয়া পুত্র শমীককে "সন্ধ্যা" করাইতেছিলেন। দূরে মুনিকন্যাগণ স্নানান্তে গান গাহিতে গাহিতে বৃক্ষমূলে জল সেচন করিতেছিলেন।

মুনিকন্যাগণের গীত

অরুণ-সহচরী—তরুণী উষারাণী,
পূরব দ্বার খুলি পশিছে ধীরে।
হাসলো মাধবিকা
সোহাগী লতিকা
সিক্ত করি দেহ স্নিগ্ধ নীরে॥

গেছে সারা নিশি নীরবে আঁধারে,—
বিকশিত কলি, কুন্দ শেফালী
ভেসেছে কত আঁখিধারে ;
গোলাপ লতাটী, কয়না কথাটী,
ভয়ে দিশে-হারা ডুবে তিমিরে ;—
এবে, সোনালী পরশে মাতিয়া হরষে
'যাও যাও' বলে নিশির শিশিরে ॥

(বৃক্ষমূলে জল সেচন—আশ্রমের চারিদিকে জলের ছিটা ইত্যাদি কার্য্য সমাপনান্তে সূর্য্যপ্রণাম, সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানান্তর প্রস্থান)

শৃঙ্গী। (অর্ঘ্য লইয়া সুরে)

"ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে,
ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

(অর্ঘ্য প্রদান)

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

(প্রণাম)

শমীক। সন্ধ্যার্চ্চনা শেষ হ'ল,—এইবার এক গণ্ডুষ জল নিয়ে—

শৃঙ্গী। (শমীক বলিবার পুর্ব্বেই)

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ,
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি।

শমীক। এই তো তুমি দিব্য অভ্যাস করেছ বৎস,—সন্ধ্যা কর্ত্তে আর তো আমার সাহায্য তোমার প্রয়োজন হবে না।

শৃঙ্গী। না পিতা—আর আপনাকে প্রত্যহ সন্ধ্যা কর্ব্বার সময় আমার কাছে ধরে রাখ্‌ব না।

শমীক। শুন বৎস—কহি পুনঃ সেই কথা,—
অভ্যাসে বা সুকঠোর সাধনায়—
বহুকষ্টে যেই ব্রহ্মশক্তি—
ব্রাহ্মণ-সন্তান করে উপার্জ্জন,—
বহুযত্নে—অতি সাবধানে
সংযমের দ্বারা রক্ষণ তাহার প্রয়োজন।
জেনো পুত্র—
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মশক্তি করিতে বিলোপ
ক্রোধ সম শত্রু নাহি আর।
যেইক্ষণে এ দুর্ম্মদ রিপু—
আধিপত্য করে লাভ ব্রাহ্মণের দেহে,—
সেইক্ষণে—তার সাধনার রম্য অট্টালিকা
ধূলিসাৎ হয় চিরতরে।

শৃঙ্গী। জানি পিতা—
ইন্দ্রিয় মাত্রেই—মানবের শত্রু ভয়ঙ্কর। •
আমি ফল-মূল-আশী তপস্বীতনয়,—
নাহি ভয়,—রিপুগণে জয়
অনায়াসে পারিব করিতে।

শমীক। সেই আশা অন্তরে আমার—পুত্র!
ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী আমি আজীবন,—
আমার নন্দন তুমি—
ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যপালনে
কভু নাহি হবে পরাঙ্মুখ!
কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে—পরীক্ষায়
যতক্ষণ উত্তীর্ণ না হও,—
পরাক্রান্ত রিপুগণে না কর প্রত্যয়!
যাও তুমি,—
নিত্যপূজা হোমকার্য্য কর সমাধান—
যাই আমি তপঃ সাধনায়।

শৃঙ্গী। কত দূরে যাবে পিতা—তপঃ সাধনায়?

শমীক। গভীর অরণ্যে যাব আজি,—
খুঁজে লব মনোমত জনহীন স্থান,—
নাহি যেথা জনসমাগম-সম্ভাবনা।

শৃঙ্গী। কতদিন বিলম্ব হইবে?

শমীক। পক্ষমাত্র রব ধ্যানে—
অনশনে—মৌনব্রত করিয়া ধারণ।

শৃঙ্গী। যদি হয় প্রয়োজন—

শমীক। অন্য সব প্রয়োজন বর্জ্জনের তরে
নির্জ্জন অরণ্য মম প্রয়োজন এত!

[শমীকের প্রস্থান

শৃঙ্গী। সংশয় পিতার—
রিপুজয় আমা হতে হয় কিনা হয়!
ঋষিশ্রেষ্ঠ শমীক-তনয় আমি,—
হোক্ ব্রহ্মচর্য্য যতই কঠোর,—
একনিষ্ঠ সাধনার বলে—
ব্রহ্মশক্তি সুনিশ্চয় করিব সাধন!
এ জগতে আছে কেবা,—
কিবা আছে হেন ত্রিসংসারে—
বিঘ্ন উৎপাদন করে তার?
তুচ্ছ রিপুগণ—নগণ্য ইন্দ্রিয়চয়—
শমীকতনয় গ্রাহ্য নাহি করে!

[প্রস্থান]

ছদ্মবেশে শূদ্ররাজ কলি, অনৃত (অধর্ম্মের পুত্র) প্রবেশ করিল।

কলি। এর মধ্যে এত উতলা হলে চল্‌বে কেন বৎস—আর একটু ধৈর্য্য ধর—

অনৃত। আর কত ধৈর্য্য ধরে তোমার পেছনে পেছনে ফিঙের মত ঘুরবো বাবা শূদ্ররাজ? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে থেকে ধৈর্য্য ধরে ধরে ক্রমে বলবীর্য্য সব ক্ষয় হয়ে গেল!

কলি। আর দেরী নয়—হয়ে এসেছে—হয়ে এসেছে! এইবার আমার রাজত্ব হয়ে পোড়লো ব'লে!

অনৃত। তোমার রাজত্ব হবে—আমাদের মুণ্ডত্ব পাতত্ব হলে! বাপ্‌রে বাপ্—আশা দিয়ে দিয়ে আমাদের গুষ্টিবর্গের নাকে দড়ী

লাগিয়ে এতকাল ধরে চাদ্দিকে কি ঘোরপাকই না খাওয়াচ্ছো! নাঃ—আর তোমার সঙ্গে পোষাবে না বাবা! আমরা সব যে যার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে চল্লুম!

কলি। দেখ—ছেলেমানুষি কোরোনা অনৃত! এতদিন এত কষ্ট এতটা পরিশ্রম করে—শেষে ফলভোগের সময় সরে পড়বে? সেটা কি ভাল?

অনৃত। আর ধাপ্পাবাজী ঝেড়োনা বাবা কলিরাজ! যথেষ্ট হয়েছে! হুঁঃ—বলে ফল-লাভ হবে! ফল যা হবে তা বুঝ্‌তে পাচ্ছি—এই অষ্টরম্ভা! সেই যে এ দেশের একটা কথা আছে—সাত মন তেলও পুড়বে না—ও বেটী রাধাও নাচ্‌বে না! যতই আস্ফালন কর বাবা কলিরাজ—এখানে ধর্ম্মের রাজত্ব কস্মিন কালেও শেষ হবে না—আর তুমিও ধ্বজা গেড়ে গ্যাঁট্‌ হয়ে কস্মিন কালেও রাজা হয়ে ব'স্‌তে পার্ব্বে না!

কলি। পার্ব্বনা?

অনৃত। না।

কলি। নিশ্চয়ই পার্ব্ব! পার্ব্ব কি? পেরেছি!

অনৃত। সে তো কুরুক্ষেত্র লড়াইয়ের সূত্রপাত থেকেই শুন্‌ছি বাবা! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বেটা মহাপ্রস্থান কল্লে, কেষ্টা বেটা যদুবংশ ধ্বংস করিয়ে সরে পোড়লো; কিন্তু তুমি আমি যে ক্যাব্‌লারাম সেই ক্যাব্‌লারাম হয়ে ভ্যাবা গঙ্গারামের মত ফ্যা—ফ্যা—করে চাদ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

প্রথম অঙ্ক

কলি। তুমি মূর্খ—তুমি অন্ধ—তাই তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছনা যে ধীরে ধীরে কেমন আমাদের রাজত্ব বিস্তার হ'চ্ছে!

অনৃত। যে আজ্ঞে—আপনি তো খুব বিদ্বান—চক্ষুওয়ালা আছেন—তা হ'লেই যথেষ্ট! আচ্ছা—আমি তো অন্ধ—মুক্ষু, কিচ্ছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না—বুঝতে পাচ্ছি না! মশাই কি দেখ্‌ছেন বুঝচেন শুনি!

কলি। দেখতে পাচ্ছি—বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে, তোমাদের সাহায্যে আমি সেই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সূত্রপাত থেকেই কেমন এই ধর্ম্মরাজ্য ভারতভূমে, শনৈঃ শনৈঃ নিজের আধিপত্য বিস্তার কচ্ছি! এই যে কুরুক্ষেত্র সমরটা হ'ল—এই যে অকারণে জ্ঞাতিবিরোধ, হিংসা, দ্বেষ, হত্যা, হানাহানি, কাটাকাটী, মারামারী, ব্রহ্মহত্যা, শিশুহত্যা, নারীনির্য্যাতন ইত্যাদি এত সব কাণ্ডকারখানা হয়ে—ভারতরাজ্যটা শ্মশান হয়ে গেল,—এতে প্রভাব বিস্তারটা বোঝাচ্ছে কার? আমার নয় কি?

অনৃত। হ্যাঁ—তা—তা—কতকটা তাই বটে! কিন্তু—যুধিষ্ঠির মুধিষ্ঠির কেষ্টো—মেষ্টো গিয়েও তো বাবা ধর্ম্মের রাজত্ব চুলোয় যাচ্ছে না! আবার দেখনা—ঐ বেটা পরীক্ষিৎ,—ও বেটা অমন ব্রহ্মাস্ত্র খেয়েও গর্ভ থেকে বেঁচে গিয়ে—আবার জাঁক জমকে ঠাকুদ্দার সেই ধর্ম্মের রাজত্ব কেমন ফেঁদে বসেছে!

কলি। হ্যাঁ—তাতো দেখতে পাচ্ছি! ফেঁদে তো বসেছে—কিন্তু আমরা রাজ্য জয় কর্ত্তে এসে—শত্রুকে ফেঁদে বস্‌তে দোবো কেন? দিন কতক বসেছে—বসুক! চিরদিনের মত না বস্‌তে

পারে কায়মি হয়ে,—যাতে ধর্ম্মের রাজ্যটা তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়,—যাতে আমরা সে রাজ্য জয় করে—তাদের সমূলে উৎপাটন কর্ত্তে পারি—তার জন্যে চেষ্টা কর্ব্ব না?

অনৃত। চেষ্টার তো ক্রুটী এতটুকু কচ্ছি না বাবা—কিন্তু—আর যে এরকম বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারি না। যা হয়—একটা নিষ্পত্তি করে ফেলো না বাবা শূদ্ররাজ!

কলি। হয়ে এলো—হয়ে এলো—আর বছর কতক তোমরা একটু পরিশ্রম করো,—ব্যস্—তাহলেই শূদ্ররাজ কলির রাজত্ব—একেবারে চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর স্থায়ী দেখ্তে পাবে!

অনৃত। কি বাবা শূদ্ররাজ—ছেলে ভোলাচ্ছ রাঙ্গা চুষিকাঠি দেখিয়ে?

কলি। বিশ্বাস কল্লে না? আচ্ছা—আগে রাজ্যলাভ করি—তারপর দেখিয়ে দোবো! দেখ,—এদিকে একরকম সবই গোছগাছ্ হয়ে এসেছে,—এখন থেকে আমাদের লক্ষ্য হবে—ঐ ব্রাহ্মণ জাতিটার ওপোর!

অনৃত। এই—এই—এতক্ষণে প্রাণের কথা টেনে বার করেছ বাবা শূদ্ররাজ! তুমি এতদিন ধরে যত বেটা রাজা মহারাজাদের পেছনে পেছনে ধাওয়া কল্লে, তাইতে আমাদের কাজ হয়েও হচ্ছে না।—কিন্তু—আমি বরাবর দেখ্‌ছি কি না,—এ ধর্ম্মের রাজ্যের জড় মার্ত্তে হলে,—ঐ বামুন বেটাদের আগে কাত করা দরকার!

কলি। বুঝেছ তো? তাহ'লে—এবার থেকে ঐদিকপানটায় বেশী

লক্ষ্য রেখে কায করো। কার্য্য আরম্ভ হয়েছে,—এইবার একটু জোর দাও—তাহলেই আমাদের কার্য্যসিদ্ধি !

অনৃত। বেটা বামুন—ঐ শিড়িঙ্গে চেহারা—খালি ফলমূল নিরিমিষ্যি হবিষ্যি খেয়ে মরে, গলায় গাছ কতক ঘুঁড়ির সুতো,—আমি মনে কর্ত্তুম—এ বেটাদের কোন যুগ্যতা নেই,—এদের এত খাতীর কেন ? ও বাবা,—দু একবার নাড়াচাড়া কর্ত্তে গিয়ে দেখি—বাপ্ ! এক এক বেটা যেন লোহার শিক্ পোড়ানো ছেঁকা-বিশেষ !

কলি। কিচ্ছু ভাবনা নেই অনৃত—এই ব্রাহ্মণ হ'তেই ধর্ম্মরাজত্ব এত বেড়ে উঠেছিল,—আবার এই ব্রাহ্মণ হতেই কলির আধিপত্য বজ্রের মত সুদৃঢ় হবে ! আমি তাহলে এখন চল্লুম—

অনৃত। একেবারে ডুব মেরে থেকোনা—দোহাই বাবা ! মাঝে মাঝে আমাদের চাগাড় দেবার জন্যে দেখা দিও,—বুঝ্‌লে ?

কলি। যখুনি দরকার হবে—আমাকে স্মরণ কল্লেই আমি উপস্থিত হবো—

[কলির প্রস্থান]

অনৃত। মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়ে—মাঝে মাঝে মনে হয় বটে,—দূর্ হোক্—আর কাজ নেই,—কলির রাজত্ব টাজত্ব কিচ্ছুই হবে না—বৃথা চেষ্টা ! কিন্তু চাদ্দিকে রকম সকম যা দেখা যাচ্ছে,—নমুনা টমুনা সব যে রকম পাওয়া যাচ্ছে,—রাজ্য জয় হ'ল ব'লে ! তাইতো,—এইটেই শমীক মুনির আশ্রম না ? হঠাৎ এত জায়গা থাকতে প্রেয়সী নিকৃতি আমায় এখানে—

এই বেটা শমীক মুনির ছাঁচ্-তলায় আস্তে বল্লে কেন? মুনিবেটা এখানে কোথাও ঘাপ্টী মেরে বসে নেইতো? মুনি যখন—তখন নিশ্চয়ই বামুন,—কাজেই একটু ভয়-ভয় করে—ও মুনি-ঋষি বেটাদের দেখ্লে! আচ্ছা—এ আমার কি রোগ ধ'ল্ল? এ বামুন বেটাদের দেখ্লে আমার এত ভয় হয় কেন বল্তে পার? উঃ—কোনো উপায়ে বেটাদের একবার দলে ভিড়ুতে পারি,—একবার কলিরাজের খপ্পরে এনে ফেল্তে পারি—তাহ'লে—তা হ'লে বেটাদের নিয়ে একেবারে দিনরাত হাডু-ডু-ডু খেলে মনের আকিঞ্চনটা মেটাই! এই যে প্রাণপ্রেয়সী—

(নিকৃতির প্রবেশ)

অনৃত। ব্যাপার কি বল্ দিকি?

নিকৃতি। সব মাটী কল্লে—যা—এখান থেকে সর্—এখুনি আমার নাগর এসে পোড়লো বলে—

অনৃত। এঁ্যা—সে কি? এর মধ্যে নাগর জোটালি কি বল্—

নিকৃতি। জোটাবো না? নিশ্চয়ই জোটাব! জোটানোই তো আমার কাজ! নইলে এত ছুটোছুটী করে মচ্ছি কেন?

অনৃত। তাহ'লে—আমার দশা?

নিকৃতি। তোকে বর্খাস্ত্! আপাততঃ—আপাততঃ!

অনৃত। তাই বল্! নইলে এখুনি মার খেয়েছিলি আর কি! উঃ বড্ড সাম্লে গেছিস্!

নিকৃতি। আমায় মার্বি তুই?

অনৃত। মার্ব্বনা? আমি এত বড় রাজার বেটা—অধর্ম্মরাজের বেটা, —তুই নাগর জোটালি শুনে—তোকে মার্ব্ব না?

নিকৃতি। আর আমি পৃথিবীর মালক্ষীর বড় দিদি—অলক্ষী,— আমি নাগর জুটিয়েছি শুনে তুই আমায় মার্ত্তিস্?

অনৃত। মার্ত্তুমই তো—কি কর্ত্তিস্ তুই?

নিকৃতি। আমিও তোকে মার্ত্তুম—

অনৃত। মার্ত্তিস্?

নিকৃতি। হ্যাঁ—এই মাল্লুম—

(চপেটাঘাত)

অনৃত। মাল্লি?

নিকৃতি। হ্যাঁ—মাল্লুমই তো—এই আবার মাল্লুম—

অনৃত। আবার মাল্লি?

নিকৃতি। হ্যাঁ—ফের্ মাল্লুম!

অনৃত। ফের্ মাল্লি—?

নিকৃতি। হ্যাঁ—কি কর্ব্বি তুই?

অনৃত। কি কর্ব্ব?

নিকৃতি। হ্যাঁ—কি কর্ব্বি তুই?

অনৃত। এই মার খেয়ে চল্লুম! কিন্তু আর যদি মারিস্—

নিকৃতি। আর যদি মারি—কি কর্ব্বি তা'হলে?

অনৃত। মার খেয়ে চলে যাব—

[অনৃতের প্রস্থান]

নিকৃতি। ঐ যে নব নাগর আমার সন্ধানে আস্ছেন—

(কৃশের প্রবেশ)

কৃশ। তাইতো—কোথায় গেল? আহা—অবলা—তায় সুন্দরী—তায় হঠাৎ পা মচ্‌কে গেছে—

নিকৃতি। (এক পাশে বসিয়া) আঃ—উঃ—পা গেল—

কৃশ। এই যে—এই যে—সুন্দরী—তুমি এখানে? মোচ্‌কানো পায়ে এতটা হেঁটে কেন আস্‌তে গেলে? আমি তাড়াতাড়ি জল আন্‌তে গেলুম—

নিকৃতি। অতি কষ্টে হাতে ভর দিয়ে বসে বসে চলে এলুম!

কৃশ। আরে ছাই—চলে এলেই বা কেন?

নিকৃতি। আস্‌বো না? আমি শূদ্দুরের মেয়ে,—তুমি বামুনের ছেলে,—তুমি জল এনে আমার পায়ে দেবে—কে কোথা থেকে দেখ্‌বে—

কৃশ। দেখ্‌লেই বা! অবলা স্ত্রীলোক—বিপদে পড়েছ—হ'লেই বা শূদ্রানী—তোমাকে একটু জল এনে দোবো—তাতে দোষটাই বা কি—আর লোকের তাতে বল্‌বারই বা কি আছে? যাক্ —পায়ের ব্যথাটা একটু কমেছে কি?

নিকৃতি। কম্‌বে কি? তুমি যেই চলে গেলে—ব্যথাটা আবার পা থেকে—বুকে উঠে পোড়লো—আঃ—উঃ—প্রাণ গেল—

(শুইয়া পড়িল)

কৃশ। এঁ্যা—তাইতো—একেবারে শুয়ে পোড়লে যে?

নিকৃতি। এইবার বোধ হয় আমি মর্ব্ব—

কৃশ। এ্যাঁ—তাইতো—তাইতো! তোমার—তোমার সঙ্গিনীরা—তোমার লোকজন সব কে কে ছিল বল্লেনা?

নিকৃতি। আমার আর কে আছে—আমার আছ তুমি—

কৃশ। যাক্—যাক্—এ সব কথায় কাজ নেই! এখন কি করা যায়—

নিকৃতি। কি আর কর্ব্বে—আমার কাছে একটু বোসো—

কৃশ। এ্যাঁ—তা—তা—

নিকৃতি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি যে শূদ্দুরের মেয়ে—তুমি বামুন, তুমি কেন আমার সেবা কর্ব্বে? দাও—জল দাও—পিপাসায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে—একটু জল দাও আমার মুখে—

(কৃশ জল দিতে গেল, হঠাৎ নিকৃতি তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিল)

কৃশ। কি সর্ব্বনাশ—ছাড়ো—ছাড়ো! এতো ভারী বিপদে ফেল্লে!

নিকৃতি। বটে? আমায় নিয়ে তোমার বিপদ হ'ল? আচ্ছা—আমি চল্লুম,—তোমার জন্যে আমি ঐ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ কর্ত্তে চল্লুম! মরে পেত্নী হয়ে—তোমার কাঁধে ভর কর্ব্ব—তবে ছাড়বো—

[প্রস্থান]

কৃশ। শোনো—শোনো—সুন্দরি! ছুটোনা—শোনো! নাঃ! ঝড়ের মত চলে গেল! ভালই হয়েছে। আশ্রমের সুমুখে যুবতী সুন্দরী—মহা ফ্যাঁসাদে ফেলেছিল আর কি? তাই তো—কে এ স্ত্রীলোকটী? পরিচয় নেওয়া তো হোলো না! যাব

না কি? পায়ে ব্যথা—বুকে ব্যথা—আবার মাথা ব্যথা করে যদি ঘুরে পড়ে? যাব নাকি? নাঃ—হুঁ—একবার যাই! নাঃ—!

(মায়াকুমারীগণের প্রবেশ)

গীত

অভিমানে কমলিনী ডুব্‌লো হতাশ-প্রেম-নীরে।
কি দেখ হে নিঠুর কালা দাঁড়িয়ে কালিন্দীর তীরে॥
কোথা কোন্ কুঞ্জবনে, বসিয়ে সঙ্গোপনে,
কি স্বরে বাজালে বাঁশী ভুলালে কি গানে,—
রাধারে বধিতে প্রাণে;—
(বঁধু) প্রাণ চুরি করে, কেন যাবে সরে?
(চল) যার প্রাণ তারে দিতে ফিরে॥

(সঙ্গে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া মায়াকুমারীগণের নৃত্যগীত করিতে করিতে প্রস্থান)

কৃশ। নাঃ—যেতেই হ'ল! সেও মান করে প্রাণে ব্যথা দিয়ে চলে গেছে—এরা একেবারে প্রাণটা টান্ মেরে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল! না—না—কৃশ! এত পাষাণ হ'লে চল্‌বে না! হ'লেই বা শূদ্রাণী—হলুমই বা আমি ব্রাহ্মণ! মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার কল্লে—এতে কোনো দোষ নেই—

(অনৃতের প্রবেশ)

অনৃত। আসুন—চলে আসুন—সুন্দরী ঐ ওখানে—আপনার জন্যে মর্ত্তে বসেছে—

কৃশ। এঁ্যা—কে—কে—সুন্দরী কে? তুমি—তুমি—

অনৃত। আমি—আমি ঐ সুন্দরীদলের একজন—

কৃশ। তোমার তো দিব্যি গোঁপ্ রয়েছে,—তুমি সুন্দরী কি রকম?

অনৃত। আরে—আমরা হ'লুম প্রণয়রাজ্যের বাসিন্দে—আমাদের স্ত্রীপুরুষে কি কোনো ভেদ আছে? চলে আসুন—

কৃশ। কোথায় যাব?

অনৃত। ঐ যেখানে—যেখানে ইস্ত্রীলোক সব চরা কচ্ছে! নাঃ—ঐ দেখ—আবার তারা তোমাকে নিতে আস্‌ছে।

কৃশ। আবার আস্‌ছে?

(নিকৃতি ও মায়াকুমারীগণের প্রবেশ)

গীত

একি রঙ্গ খেলা ওহে প্রিয় অতিথি!
আসিয়ে দুয়ারে, কেন যাও ফিরে,
চরণে দলি মম প্রেম-প্রীতি॥
মধুর প্রভাতে করুণ তানে,
বাজালে বীণা বাজিল পরাণে,
আকুল আহ্বানে,—যতনে বুকে টেনে,
আশার বাণী কহি কানে কানে,
নিমেষে কেন বিপরীত রীতি?
(হে প্রিয় অতিথি)

[গাহিতে গাহিতে কৃশকে লইয়া প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনা—রাজোদ্যান।

কৃপাচার্য্য ও ছদ্মবেশে অশ্বত্থামা।

কৃপা। লজ্জাহীন তোমার সমান—
দেখি নাই এ তিন ভুবনে বৎস!
কোন্ মুখে—কিসের আশায়—
আসিয়াছ পাণ্ডব-আলয়ে—
মহারাজ পরীক্ষিৎ পাশে—
হয়ে তার বংশগত পিতৃপুরুষের অরি?
ডরি পাছে ছদ্মবেশ তব—
হয় প্রকাশিত।
অনর্থ ঘটিবে তায়—জানিহ নিশ্চয়।

অশ্ব। হে মাতুল—অবস্থার ফেরে—
সত্য বটে দীন হীন আজি আমি।
কিন্তু দেখি আমা হ'তে তুমি,
অতি হীন—অতি নীচ এ সংসারে;
আমি ভাগিনেয় তব—
জগৎ-বরেণ্য বীর দ্রোণাচার্য্যসুত,—
যাঁর পরিচয়ে তব পরিচয়,—
যাঁর সনে আত্মীয়তার কারণে,—
পাণ্ডুরাজবংশে প্রতিষ্ঠা লভেছ!

কৌরব-পাণ্ডব বিরোধী দু’কুলে,
অবহেলে চিরদিন পেয়েছ আশ্রয় ;
সেই বীর দ্রোণের তনয় আমি,—
আজি মোর দুর্গতির দিনে,
এত অনাদর মোরে—এত হেয় জ্ঞান ?
ছি—ছি—ছি ব্রাহ্মণ—
নহে লজ্জাহীন আমি !
অকৃতজ্ঞ নির্লজ্জ পামর তুমি—
তোষামোদকারী পরপদলেহী,
নাহি অন্ত পাপের তোমার !

কৃপা । মিটিয়াছে মনোসাধ তব ?
কিম্বা আরও কিছু আছে বিষ—
উদ্গারিতে মাতুলের প্রতি ?
থাকে যদি—করহ নিঃশেষ—
শ্লেষবাক্য প্রাণ ভরি করি উচ্চারণ,
নিবারণ কভু না করিব ।
সত্য বটে,—দুর্গতি তোমার,
মানব-ভাষায় না হয় প্রকাশ ;
কিন্তু—সে তো নিজ ইচ্ছাকৃত তব !
দুর্ম্মতিতাড়নে—নিজবুদ্ধিদোষে—
যেই পৈশাচিক কার্য্য করেছ সাধন,
ত্রিভুবন চিরদিন নিন্দিবে তোমায় !

ঘোর দুর্দ্দশায়,
ভুলেও সহানুভূতি—
কভু নাহি পাবে কারও কাছে !

অশ্ব। এ জগতে—অশ্বত্থামা—
কারও সহানুভূতিপ্রার্থী নহে কভু !
কিন্তু কহ মোরে—হে মাতুল—
কিবা পৈশাচিক কার্য্য সাধিয়াছি আমি,—
যে কারণে জগজনে নিন্দিবে আমারে ?

কৃপা। কোন্ পৈশাচিক কার্য্য ?
জিজ্ঞাসিছ মোরে তুমি অশ্বত্থামা ?
কিম্বা বিকারের ঘোরে—
এখনও সমাচ্ছন্ন মস্তিষ্ক তোমার,—
তাই বুঝি স্মরণ না হয় !
নাহি মনে—
সেই নিশাকালে একদিন,
হীন ঘৃণ্য হত্যাকারী-বেশে
পাণ্ডবশিবিরে পশি তস্করের প্রায়,
নিদ্রিত নিরীহ পঞ্চপাণ্ডব-শিশুর—
নিজ হস্তে করেছিলে মস্তক ছেদন ?
ওঃ—হেন পাপ আচরণ—
হিংস্র পশুতেও না হয় সম্ভব !
ছি—ছি—ভাগিনেয় ! হ'য়ে দ্রোণের তনয়,

ব্রাহ্মণ সন্তান,—
এত হেয়,—এ হেন পিশাচ হ'তে পার তুমি,-
স্বপনেও কেহ কভু ভাবে নাই মনে!

অশ্ব। পাণ্ডবের তোষামোদকারী—
অরিপদলেহী—দরিদ্র ব্রাহ্মণ তুমি,—
তুমি কি বুঝিবে—তুমি কি জানিবে—
কেন হেন কার্য্য করেছি সাধন আমি?
প্রতিহিংসা—হে মাতুল—
শুধু প্রতিহিংসা-তৃষা মিটাবার তরে,—
পিতৃঘাতী অরাতির বংশ ধ্বংসহেতু
করিয়াছি যেই কাজ,—
বিন্দুমাত্র পাপাচার নহে সে আমার।
পাণ্ডবপ্রসাদভোজী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ!
ভুলেছ কি—দুষ্ট ধনঞ্জয়—
কি উপায়ে পিতৃহত্যা করেছিল মম?
কহ মোরে—দ্রোণের নিধন—
তাঁর প্রিয় শিষ্য পাণ্ডবের করে,—
সে কি হয়েছিল সংসাধিত,
যুদ্ধশাস্ত্র—ন্যায়ধর্ম্মমতে?
যুক্তি করি—কৃষ্ণসখা নরনারায়ণ—
কূটচক্রী চক্রধারীসনে,
একাধারে দুই মহাপাপ—

ব্রহ্মবধ—গুরুবধ—করিল সাধন,—
জগজন তাহে নিন্দা নাহি করে ?
আর যত নিন্দা—যত কুৎসা মোরে,—
পিতৃবৈরী-নির্য্যাতন-আশে,
ক্রোধে অন্ধ হয়ে—ভ্রমবশে আমি
বধেছিনু দ্রৌপদীর পঞ্চসুতে—
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রজ্ঞানে ।

কৃপা । বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় নাহি প্রয়োজন !
অতীত কাহিনী করি পরিহার,
কহ—বক্তব্য তোমার কিবা !
কি কারণে আসিয়াছ মম পাশে ?

অশ্ব । আমি আসিয়াছি—জানিতে তোমার কাছে,-
কি কারণে তুমি
পাণ্ডব-আশ্রয়ে কর বাস ?
একি হীনতা তোমার ?
পাণ্ডবের দাস তুমি কৃপাচার্য্য বীর,—
দ্রোণাচার্য্য সম যাঁর বীরত্বের খ্যাতি ?
অতীব বিস্মিত আমি,
শুনিলাম যবে,—
পাণ্ডবের চিরবৈরী কৃপাচার্য্য দ্বিজ,
ভুলি নিজ মানমর্য্যাদাসম্ভ্রম,
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ-অবসানে,

নত শিরে পাণ্ডুবংশধর
রাজা পরীক্ষিৎ-সদনে আসিয়া,—
আনুগত্য তার করেছে স্বীকার!
শুনি কথা—প্রত্যয় না হইল আমার!
তাই—ছদ্মবেশ করি পরিগ্রহ—
আসিয়াছি সত্যমিথ্যা করিতে নির্ণয়!

কৃপা। বৎস!
মতি স্থির নাহিকো তোমার,
যুক্তিতর্কবিচারের নহে এ সময়,
যাহে বুঝাবো তোমায়,
কুরুক্ষেত্র-রণ-অবসানে—
কর্ত্তব্য আমার—পাণ্ডবের আশ্রয় গ্রহণ!

অশ্ব। কর্ত্তব্য তোমার—অরাতির দাসত্ব স্বীকার?

কৃপা। বৎস!
কেন অকারণ হও উত্তেজিত?
নিজকর্ম্মদোষে—শিরোমণিচ্ছেদে—
অহরহঃ ভুঞ্জিতেছ জ্বালা,
স্বভাবতঃ তাহে উত্তপ্ত মস্তিষ্ক তব!
পুনঃ কেন অনর্থক বাদ-বিসম্বাদে—
সে যন্ত্রনা বাড়াও আপন?
মহারাজ পরীক্ষিৎ—পাণ্ডুবংশধর—
পৃথিবীপালক—

পুণ্যাত্মা আদর্শ নরপতি,—
শস্ত্রগুরু আমি তাঁর !
সেই প্রিয় শিষ্য মম—
অতি সমাদরে—আবাহন করিয়া আমারে,
এ রাজসংসারে দিলেন আশ্রয় !
তব ইচ্ছা যদি হয়,
বৈরীভাব করি পরিহার
পার যদি মিত্ররূপে আলিঙ্গিতে
রাজা পরীক্ষিতে,—
এস বৎস মম সাথে—

অশ্ব। দ্রোণাচার্য্যপুত্র হয়ে,
দ্বিজবংশে লভিয়া জনম,
যুদ্ধব্যবসায়ী শূর বীর আমি—
যাব তব সাথে, পাদুকা বহন করিবারে তার ?
চমৎকার—চমৎকার পরামর্শ করিলে প্রদান !
ভুল—ভুল বুঝিয়াছ হে দীন ভিক্ষুক !
আমি আসি নাই হেথা—
রাজ-অনুগ্রহ লাভের আশায়—
তোমারে সহায় করি !
শোন—কহি সত্য কথা,
আগমন হেথায় আমার,
বুঝায়ে তোমারে—কোন মতে—

লয়ে যাব সাথে—দূরে পার্ব্বত্য প্রদেশে !
সমবেত মম সৈন্যদলে—কৃপাচার্য্য বীরে
সেনাপতিপদে করিতে বরণ !

কৃপা। সেনাপতিপদে বরিবে আমায় ?
কোথা সৈন্য তব ? কার সাথে রণ ?

অশ্ব। কুরুক্ষেত্ররণ হবে পুনর্ব্বার।
কুরুবংশ হোক্ ছারখার—
শতভ্রাতা দুর্য্যোধন হউক নিধন ;
ইহলোক করি পরিহার—
যাক্ রসাতলে
যুধিষ্ঠির আদি সে পঞ্চ পাণ্ডব ;
কিন্তু—হে ব্রাহ্মণ—জাননা কি—
পাণ্ডুবংশলোপ হয়নি এখনো ?

কৃপা। আরে রে দুর্ম্মতি—
চাহ তুমি পাণ্ডুবংশলোপ ?

অশ্ব। হ্যাঁ—হ্যাঁ—
চাই আমি অপাণ্ডবা করিতে মেদিনী !
কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডববিদ্বেষী যে ছিল যেথায়,
ক্রূর কূটচক্রী দুরাত্মা কৃষ্ণের ছলে—
একে একে লুপ্ত সবে অদৃষ্টের দোষে !
কিন্তু—কিবা আসে যায় তাহে ?
পাণ্ডববংশের—

জলপিণ্ড করিতে বিলোপ—
আছে এই দীন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ—

(পরীক্ষিতের প্রবেশ)

পরীক্ষিৎ। ধন্য নারায়ণ—
অপার করুণা তব অধমের প্রতি!
হে আচার্য্য—পূজ্য গুরুদেব!
অতি শুভক্ষণে—পশিল শ্রবণে মম,—
পিতৃনিন্দাকারী—মম গুরুদ্বেষী
পাণ্ডুবংশনাশের প্রয়াসী—
এই গর্ব্বিত অরাতি,—
দ্বিজকুলোদ্ভব প্রণম্য ব্রাহ্মণ!

(অশ্বত্থামার প্রতি)

প্রণিপাত চরণকমলে!
ভাগ্যবলে মহাপাপ হ'তে—
পাইলাম পরিত্রাণ—
তব শ্রীমুখ-নিঃসৃত আত্মপরিচয়ে!

কৃপা। বৎস! ধর্ম্ম সদা রক্ষা করেন পাণ্ডবে!
এবে অনুরোধ,—কাজ নাই আলাপনে—
উন্মাদ—বিকারগ্রস্ত—
এই দীন ব্রাহ্মণপুত্রের সনে।

পরীক্ষিৎ। ক্ষমা কর গুরু!
নহে—নহে উন্মাদ ব্রাহ্মণ!

অবধ্য যদিও দ্বিজ,—
তবু—রাজদ্রোহী—রাজ্যের অরাতি,
বীরবপুধারী—অসমসাহসী—
হেরি এ ব্রাহ্মণে ;
বিনা শাস্তিদানে—মুক্তি নাহি দিব ।
কহ—কেবা তুমি মূঢ় ?

অশ্ব । পরিচয় নিজমুখে করেছ প্রকাশ,—রাজা !
কিবা নব পরিচয় চাহ আর ?
আমি শত্রু তব—আমি রাজদ্রোহী—

পরীক্ষিৎ । কারাগার উপযুক্ত স্থান তব—
আপাততঃ শাস্তির বিধান
করিলাম এই মত !

(রক্ষীর প্রবেশ)

কৃপা । নরনাথ !
অভাগার চাহ যদি পরিচয়,—
উচিৎ না হয় মোর
গোপন করিতে তব পাশে !
এ দীন ব্রাহ্মণ, কি কহিব সরমের কথা—
তব পিতৃপিতামহ-গুরু দ্রোণের কুমার !

পরীক্ষিৎ । সেকি ? ইনি সেই বীর অশ্বত্থামা ?
গুরুপুত্র ? দ্রোণাচার্য্যসুত ?

হে ব্রাহ্মণ! পারি নাই চিনিতে তোমারে!
স্বর্গগত পিতা তব—কুরুপাণ্ডবের
আছিলেন চিরহিতকারী।
তাঁরি পুত্র তুমি,—
কেন অকারণে হেন বৈরীভাব তব?
অজ্ঞানে যদ্যপি করে থাকি অপরাধ,
করুন মার্জ্জনা দেব,—
বাদ বিসম্বাদে নাহি প্রয়োজন আর!
কহ কিবা প্রার্থনা তোমার?
ধন অর্থ সম্পদ বৈভব
যাহা চাহ—যত চাহ দিব হে ব্রাহ্মণ!

অশ্ব। শুন রাজা—
সত্য বটে—ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক জাতি,—
কিন্তু—সে ভিক্ষা তাহার নহে রাজ-অনুগ্রহ!
যথার্থ ব্রাহ্মণ যেবা,
নশ্বর জগতে মানব-সকাশে
তুচ্ছ অর্থ বিষয় সম্পদ, ভিক্ষা কভু নাহি চায়!
ভিক্ষা তার পরমব্রহ্মের পাশে—
পরামুক্তি অর্জ্জনের আশে!
শক্তিভিক্ষা,—মহাশক্তি মহামায়া যাহে
প্রসন্না হইয়ে করেন প্রদান,—
লালায়িত দ্বিজ সেই ভিক্ষাতরে!

পার্থিব ভিক্ষায়—
পদাঘাত করে তেজস্বী ব্রাহ্মণ!

[প্রস্থান]

(কৃপাচার্য্য ও পরীক্ষিৎ অধোমুখে রহিলেন)

রক্ষী। কি আদেশ মহারাজ?

পরীক্ষিৎ। যাও রক্ষী—আদেশ আমার—
কেহ কিছু না বলে ব্রাহ্মণে!

রক্ষী। (প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

পরীক্ষিৎ। গুরুদেব—
কোনো মতে তুষ্ট নাহি হন
ভাগিনেয় তব?
স্বর্গগত দ্রোণাচার্য্য বীর,—
যাঁর শিক্ষাদীক্ষাবলে,
মহীতলে ছিলেন অজেয়
ধনঞ্জয় বীর পিতামহ মম!
তাঁর পুত্র—এই বীরবর,—
না—না—অপ্রসন্ন না রাখিব তাঁরে,
যাই,—পদে ধরি ফিরায়ে আনিব,—
দিব দ্বিজে যা চাহেন মম পাশে।

কৃপা। উতলার নাহি প্রয়োজন বৎস!
রাজা তুমি, মর্য্যাদার হানি হবে তব,—
তুমি যদি হীনতা স্বীকার কর,

তোষামোদ করি অকারণ—
অসন্তুষ্ট নষ্ট দ্বিজ—নগণ্য প্রজার!
ভাল,—ইচ্ছা যদি তব তুষিতে উহারে,—
আত্মীয় আমার—ভাগিনেয়,—
দেখি—আমি যদি তুষ্ট করিবারে পারি
কোন মতে—প্রবোধ বচনে।

[কৃপাচার্য্যের প্রস্থান]

পরীক্ষিৎ। শুনিয়াছি অশ্বত্থামা অমর ভুবনে!
জানি,—যে কারণে রোষ পাণ্ডুবংশের উপর!
চাহে পিতৃহত্যা-প্রতিশোধ
পাণ্ডুবংশলোপ করিয়া সাধন!
অজ্ঞান ব্রাহ্মণ! দুঃখ হয় মনে,
পিতামহ-করে তব দুর্গতির কথা—
করিলে স্মরণ!
মম গর্ভবাস-কাল হ'তে বিনাশিতে মোরে,
প্রয়াস তোমার দ্বিজ!
কিন্তু যত শত্রু হও তুমি মম,—
ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা আমি না করিব।

(অচিনের প্রবেশ)

অচিন্। মনে থাকে যেন!
পরীক্ষিৎ। এ্যাঁ—কে—কে তুমি?
অচিন্। সে কি বন্ধু? তুমিও আমায় চিন্‌তে পাল্লে না?

পরীক্ষিৎ। না। কই—তোমায় তো কখনো দেখিছি বলে মনে হ'চ্ছে না।

অচিন্। আমি সেই আদুরে গোপাল—সেই যে গো—সেই নন্দদুলাল। খালি নেচে গেয়ে বেড়াই—

গীত

আনন্দে নাচে নন্দদুলাল।
নাচে শাখী-শাখে পাখী
ফুলরেণু গায়ে মাখি,
বেণুরবে নাচে ধেনু,
নাচে,—ব্রজের রাখাল ॥
নাচে তরঙ্গ যমুনা-বুকে,
গোপিনী নাচে শ্যামসঙ্গসুখে,
(শুনি) মঞ্জীরগুঞ্জন, নাচে বৃন্দাবন,
হরিপ্রেমে নাচে ভক্ত মাতাল ॥

পরীক্ষিৎ। কোথায় থাকো তুমি ?

অচিন্। এইখানেই তো ছিলুম—তোমাদের বাড়ীতে। এক সঙ্গে জড়াজড়ি করে শুয়েছিলুম তোমার সঙ্গে,—সে সব কত কাণ্ড-কারখানা! কিছুই তোমার মনে নেই ?

পরীক্ষিৎ। না। ঠিক তোমায় চিন্‌তে পাচ্ছিনা বটে,—তবে মনে হ'চ্ছে—যেন একবার তোমায় কোথায় দেখেছি! যেন—যেন—

অচিন্। এম্‌নিই বরাত আমার—জান্‌লে ভাই—

পরীক্ষিৎ। ভাই? আরে তুমি যে নেহাৎ বালক—আমার ছেলে জন্মেজয়,—তার চেয়েও তুমি ছোট!

অচিন্। তাহ'লে ছেলেই আমি তোমার। তা ছেলেই হই—ভাই হই—বাবাই হই—মাই হই—বন্ধুই হই—আর যাই হই,—আমি কিন্তু তোমাদের খুব আপনার লোক!

পরীক্ষিৎ। তোমার নামটী কি বল দিকি?

অচিন্। যার কাছে যাই—সেই বলে চিনিনা। কাজেই আমার নাম "অচিন্"।"

পরীক্ষিৎ। তুমি কি এই হস্তিনায় থাকো?

অচিন্। থাক্‌তুম আগে। তারপর,—যারা চিন্‌তো—জান্‌তো—আপনার লোকজন ছিল,—সবাই একে একে চলে গেল! আমিও চলে গিছ্‌লুম—

পরীক্ষিৎ। কোথায়?

অচিন্। কোথায় আর যাবো? আমার বাড়ী!

পরীক্ষিৎ। কি জ্বালা,—সে কোন্ জায়গায় তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি!

অচিন্। দেখ দিকি—তুমিও তো আচ্ছা জ্বালায় ফেল্লে! আমি ছেলেমানুষ,—আমি এখান থেকে কি তোমায় বাড়ী দেখিয়ে দিতে পারি,—না,—তার নামটা ঠিক মনে পড়ছে যে চট্ করে জিজ্ঞাসা কল্লেই অম্নি খপ্ করে বলে দোবো! আমার বাড়ী তোমায় তো একদিন যেতেই হবে!

পরীক্ষিৎ। তুমি এখানে কি করে এলে?

অচিন্। সবাই যেমন করে আসে—ঠিক তেমন করে এবার আসিনি। এবার বৌ-কে শুধু বলে এলুম—"আস্‌ছি",—ব্যস্—অম্নি সটান চলে এলুম।

পরীক্ষিৎ। বৌ? এতটুকু ছেলে তুমি,—তোমার বৌ?

অচিন্। বা-রে—বৌ-ছাড়া আমি একদণ্ড কখনো থাকি? এই বৌয়ের সঙ্গে—

পরীক্ষিৎ। থাক্—থাক্—বৌয়ের কথায় আর দরকার নেই! তুমি তো এই বছর কতক হাঁটতেই শিখেছ, তোমার বৌ,—তিনি তো দোলায় শুয়ে দোল খাচ্ছেন!

অচিন্। সেটী হবার যো নেই, দোলের সময় আমার সঙ্গে জড়াজড়ি করে তার থাকা চাই! নইলে—মানিনীর রাগ হবে কত!

পরীক্ষিৎ। বলি—বাপ মা বেঁচে আছেন?

অচিন্। ঐ যে বল্লুম, এবার আর বাপমায়ের হাঙ্গাম রাখিনি! এবার কাপড়চোপড় বদ্‌লে বৌকে বুঝিয়ে রেখে সটান চলে আস্‌ছি।

পরীক্ষিৎ। এ বয়সে এত বাচাল হওয়া ভাল নয়তো অচিন্! ছিঃ—

অচিন্। ছিঃ? বাচাল হতে হয়েছে তোমাদের রকম দেখে, তোমাদের সব লম্বা-চওড়া কথা শুনে। এসেই শুন্‌লুম—তুমি বড় গলা করে বল্‌ছ,—ব্রাহ্মণের তুমি অমর্য্যাদা কর্ব্বে না! এ বাহাদুরী কর্ব্বার দরকার কি বন্ধু?

পরীক্ষিৎ। বাহাদুরী কি রকম?

অচিন্। বাহাদুরী বইকি! তুমি কর্ব্বেনা মনে কল্লেই—কর্ব্বেনা?

দরকার হ'লে—নিশ্চয়ই কর্ত্তে হবে। তুমি না করে কিছুতেই থাকৃতে পার্ব্বেনা।

পরীক্ষিৎ। তুমি বালক—তোমার সঙ্গে কি তর্ক কর্ব্ব? ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা কর্ব্বার যদি আমার ইচ্ছা হোতো,—এই তো সে সুযোগ হয়েছিল;—অন্য কেউ হ'লে,—এ রকম পিতৃশত্রুর মুখে নিজের পিতৃ-পিতামহের অকথ্য নিন্দাবাদ শুনে কিছুতেই ব্রাহ্মণ বলে মান্তো না! শুধু তাই নয়;—যে ব্রাহ্মণ আমার গর্ভবাস-কাল থেকে আমার প্রাণ হনন কর্ব্বার জন্য চেষ্টা কচ্ছে, তাকে তুষ্ট কর্ব্বার জন্য এত লালায়িত হতুম না!

অচিন্। ওঃ—তুমি ভারি জেঁকো বন্ধু! দেখি—তোমার রাণীর দেমাক্‌টার কি রকম বহর!

[প্রস্থান]

পরীক্ষিৎ। শোনো—শোনো—ওহে অচিন্—রাণী এখন বিরাম মন্দিরে! ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?

[প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দেবালয়—প্রাঙ্গন।

ইরাবতী ও জন্মেজয়।

জন্মেজয়। সমস্ত দিন আজ মন্দিরে পুজো কচ্ছিলে? কেন মা?

ইরাবতী। কাল ভোর রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি,—তাই মনটা

কিছুতেই সান্ত্বনা মান্‌ছে না। দেবালয়ে বসে ঠাকুরের কাছে প্রাণের কাতরতা জানাচ্ছিলুম—

জন্মেজয়। তা'তে কি ফল হবে মা? ঠাকুর তো নেই মা,—ও যে পাথরের মূর্ত্তি! উনি কি কর্ব্বেন?

ইরাবতী। ও কথা বল্‌তে নেই বৎস জয়া! মূর্ত্তির মধ্যেই ঠাকুর বিরাজ করেন। ঘটে পটে প্রতিমামূর্ত্তিতে তাঁর অধিষ্ঠান!

জন্মেজয়। তা জানি। কিন্তু—দিনরাত্রি ঐ ঘটে পটে আর পাথরের মূর্ত্তিতে লুকিয়ে থাক্‌বেন—আর আমরা ডেকে ডেকে সারা হবো? এক একবার দেখাশুনো করাও তো দরকার! নইলে—চল্‌বে কি করে?

ইরাবতী। কাতর হ'য়ে ডাক্‌লে তিনি দেখা দেবেন বই কি!

জন্মেজয়। তবে তুমি দেখা পেয়েছ? তোমার মন খারাপের কথা তাঁকে বলেছ?

ইরাবতী। এত ভাগ্য কি করেছি জয়া,—তিনি অভাগিনীকে দেহ ধরে এসে দেখা দেবেন?

জন্মেজয়। ভাগ্যের আর কসুর কি তোমার মা? তুমি রাজরাজেশ্বরী,—তুমি আমাদের চার ভায়ের জননী,—ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ তোমার,—তোমার মত ভাগ্যবতী এ সংসারে আর কে? কেবল এইটুকুর বেলায়,—তাঁকে দেখা পাবার বেলায় তুমি ভাগ্যহীনা?

ইরাবতী। আজ এ সব তুমি কি বল্‌ছ জয়া? এমন কথা কখনো তো তুমি ব'ল্‌তে না?

জন্মেজয়। বোল্‌বো বইকি মা! কি একটা মিছে স্বপ্ন দেখে—তুমি রাজরাজেশ্বরী সতীরাণী জননী আমার, একেবারে একটা মনগড়া ভাবী অমঙ্গলের ভয়ে এমন ভীত হয়ে পড়েছ—যে, সমস্ত দিন একাটী মন্দিরে বসে কেঁদে কেঁদে অতিবাহিত কল্লে? কেন? এত করে ঠাকুরের কাছে কান্নাকাটীর দরকার কি? জগৎ জুড়ে সবাই জানে,—সবাই বলে, পাণ্ডুবংশের সখা—শ্রীকৃষ্ণ! বিপদভঞ্জন যাদের পিতৃপিতা-মহের সখা ছিলেন, তাদের আবার কখনো—কোনো কালে —কোনো বিপদের আশঙ্কা থাকতে পারে?

(অচিনের প্রবেশ)

অচিন্। মা হ'লেই—ঐ রকম অবুঝ হয় ভাই!

জন্মেজয়। এই যে তুমি—এখানে পর্য্যন্ত এসেছ?

অচিন্। মা আস্‌তে বল্লে যে? না মা?

ইরাবতী। কে এ ছেলেটী? কে বাবা তুমি?

অচিন্। যা চলে! তুমিও চিন্‌তে পাল্লে না? যাক্—তবে আর কোনো আশাই নেই। মন্দিরে ফিরে যাব নাকি? হ্যাঁ মা —সোজাসুজি বলনা!

ইরাবতী। না—না—ফিরে যাবে কেন? আমি তো তোমায় যেতে বলিনি।

অচিন্। তা বলে—গাড়োয়ান হয়ে চাকর হয়ে থাক্‌ছি না!

জন্মেজয়। সেকি? আমার মা করুণাময়ী,—উনি পরের ছেলেতে নিজের ছেলেতে কোনো প্রভেদ করেন না! তুমি আমার মায়ের

কাছে ছেলের মতই থাক্‌বে ভাই—গাড়োয়ান হয়ে চাকর হয়ে থাকতে যাবে কেন ?

ইরাবতী। এটী বুঝি তোমার বন্ধু জয়া ?

অচিন্। তুমিও বল 'চিনিনা' ? রাজা বল্লেন চিনিনা, রাণী বলে দিলেন "চিনিনা",—রাজকুমার কটাই বা বাকী থাকে কেন ?

জন্মেজয়। মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বল্‌তে নেই যে ভাই! জানো মা,—আগে আমি সত্যিই ওকে চিন্‌তুম না! সেদিন আমরা চার ভায়ে উপবনে বেড়াচ্ছি,—ও এসে বল্লে,—তোমরা ভাই গরু চরাতে যদি পারো তাহ'লে আমিও তোমাদের সঙ্গে খেলা করি। শুনে আমরা সবাই হেসে উঠ্‌লুম,—ও একেবারে রাগে গস্ গস্ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে চলে গেল।

ইরাবতী। তুমি বুঝি গরু চরাও বাছা ?

অচিন্। ছ্যাঃ—ভদ্রলোকের ঐ কাজ নাকি ? চরিয়েছিলুম এক কালে—গয়লাদের পাল্লায় পড়ে! যত ছোটলোকের দলে মিশে—দুর্গতির আর অন্ত হয়নি। এবার সে পাঠ একেবারে সাঙ্গ করে দিইছি! দেখ্‌ছনা,—এবার কি রকম ভদ্দর লোক সেজেছি!

ইরাবতী। থাকো কোথায় বাবা ?

(পরীক্ষিতের প্রবেশ)

পরী। জিজ্ঞাসার আবশ্যক নেই রাণী! ছেলেটী যাদুকর। যথার্থই ভারি মায়াবী,—যার কাছে আসে—তাকেই মায়াতে ভুলিয়ে দেয়। ও আমাদের খুব আপনার লোক! কি বল অচিন্ ?

ইরাবতী। তোমার নাম বুঝি অচিন্?

অচিন্। আমার নাম বুঝি আমি দিয়েছি? বাঃ—বেশ বল্লে তো তুমি? সবাই বল্ছে আমি অচিন্—যেন কারও চেনা নই! আচ্ছা,—অচিন্—অচিনই সই।

জন্মেজয়। তা তোমার ভাল নাম কি আছে—তাই বলনা!

অচিন্। মান্ধাতার আমল থেকে—কত লোক কত নামই দিচ্ছে—কত রকম নাম ধরেই আমাকে ডাক্ছে—

ইরাবতী। মান্ধাতার আমল থেকে? তোমার কত বয়েস হবে বাছা?

অচিন্। বয়েসের গাছপাথর নেই মা! দেখ্তে এই বাচ্কানিটী!

পরীক্ষিৎ। যাই হোক্—তুমি তাহ'লে আমাদের প্রাসাদেই থাকো! আর তোমার কোথাও গিয়ে কাজ নেই!

অচিন্। যেতেই হবে,—চাদ্দিক থেকে যে রকম ডাকাডাকির ধূম!

ইরাবতী। আহা—অনাথ ছেলে,—সবারই মায়া পড়ে গেছে!

অচিন্। হ্যাঁ—আমি একেবারে বড্ড অনাথ—

অচিনের গীত

আমি জীবন-প্রভাতে, আলোক-সম্পাতে,
শূন্যপথে দেখি রয়েছি দাঁড়ায়ে।
(নামি) জনকোলাহলে—পূর্ণ এ ভূতলে,
চাহিনু সবারে বাহু বাড়ায়ে॥
ওগো, হলোনা আমার কেউ আপনার,
আমি কিন্তু হয়ে আছি সবাকার,

যেচে, কাছে ঘেঁসে গেলে, দূরে দেয় ঠেলে,
শেষে, থাকিতে না পেরে ধরি জড়ায়ে ;
আমি অসহায়, অনাথ হেথায়,
(তবু) যাবনা যাবনা দিলেও তাড়ায়ে ॥

(গাহিতে গাহিতে গমনোদ্যত)

পরীক্ষিৎ। শোন—শোন—অচিন্—
ইরাবতী। যেওনা বাবা—যেওনা—

(পরীক্ষিতের অপর তিন পুত্র শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন আসিয়া অচিন্‌কে ঘেরিয়া ফেলিয়া গাহিতে লাগিল)

গীত

পুত্রগণ—খেলা ফেলে, পালিয়ে গেলে, লুকিয়েছিলে হেথায় এসে,
খুঁজে সারা ক'ভাই মোরা, তোমা বিনে হারাই দিশে ॥
অচিন্—বাপের আদর মায়ের স্নেহ, বাঁধলে আমার কোমল দেহ,
কেমন ক'রে থাকবো সরে, ডাকলে মা-বাপ ভালবেসে ॥
পুত্রগণ—(যখন) হয়েছ ভাই খেলার সাথী,
(তখন) থাকবে কাছে দিবারাতি ;
অচিন্—আর কি ছেড়ে রইতে পারি,—প্রাণেতে প্রাণ গেছে মিশে।
সকলে—ঠাঁই ঠাঁই ভাই হবো নাকো, একই টানে চ'লব ভেসে।

[পুত্রত্রয়ের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে অচিনের প্রস্থান]

পরীক্ষিৎ। একি? এর মধ্যে কুমারদের সঙ্গে এত ভাব কল্লে কখন্?

জন্মেজয়। ওদের সঙ্গে তো প্রায়ই এসে উদ্যানে খেলা করে। মাত্র সেদিন আমার কাছে এসে আমার সঙ্গে আলাপ কল্লে!

ইরাবতী। দেখ্—দেখ্—জয়া—খেল্‌তে খেল্‌তে ছেলেদের ভুলিয়ে না কোথাও নিয়ে যায়—

পরীক্ষিৎ। না—না—সে ভয় নেই রাণী! প্রাসাদের বাইরে যাবে না,—সতর্ক প্রহরী—

ইরাবতী। তা হোক্—তুমি যাও জন্মেজয়—বরং বালককে ডেকে আমার বিরামকক্ষে নিয়ে এস।

জন্মেজয়। আমি যাচ্ছি মা— [প্রস্থান]

পরীক্ষিৎ। কহ প্রিয়তমে—
অকস্মাৎ কেন হেন ভাব তব?
শুনিলাম সমাচার সহচরীমুখে,—
সারাদিন আজি—
বিরলে মন্দিরমাঝে করেছ যাপন।
কিসের কারণ—এই অনশন?
কোন্ পুণ্যতিথি উপলক্ষ করি—
প্রাণেশ্বরি! আজি এই ব্রত উপবাস?

ইরাবতী। কেন লজ্জা দেহ নাথ দাসীরে তোমার?
প্রয়োজন বুঝে,
কুলনারীগণ করে উপবাস;

অনশন-ব্রত তার—
সংসারের কল্যাণ-কামনা তরে !
তুচ্ছ সে কথা উত্থাপনে,
নৃপতির অমূল্য সময়—
অপব্যয় না কর রাজন্‌ !

পরীক্ষিৎ ভাল রাণি—তব ইচ্ছামতে—
এ প্রসঙ্গ করি পরিহার !
শুন তবে নব সমাচার এক।
বহুদিন হতে, মনে মনে করিয়া বিচার,
সুযোগ্য সচিব সনে যুক্তি-মন্ত্রণায়,
আর,—পূজনীয় কৃপাচার্য্য গুরুর আদেশে,
অবশেষে করিয়াছি স্থির,—
যোগ্য পুত্র জ্যেষ্ঠ জন্মেজয়ে—
রাজ্যভার করিব প্রদান।
শুধু জানিবারে চাই—
রাজরাণি ! তোমার কি মত ?

ইরাবতী। এঁ্যা—সেকি—সেকি—মহারাজ ?
না—না—হবেনা—হবেনা—
কোন মতে হইতে দিবনা তাহা !
ওঃ—নারায়ণ— (হঠাৎ ভূতলে বসিয়া পড়িল)

পরীক্ষিৎ। একি—একি প্রিয়তমে ?
একি তব অপরূপ আচরণ ?

ওঠো—ওঠো—ত্যজি ধরাসন !
অকস্মাৎ কি ব্যথায় ব্যথিত অন্তর ?

ইরাবতী । রক্ষা করো মহারাজ—
দাসী আমি এই ভিক্ষা দেহ মোরে,—
অকারণে সিংহাসন কোরোনা বর্জ্জন ।
জন্মেজয় পুত্র তব—অতি সুকুমার ;
ষোড়শ বৎসর—
সবে মাত্র উত্তীর্ণ তাহার ;—
গুরু রাজ্যভার বহনের—
কোন মতে যোগ্য তারে নাহি কর জ্ঞান ।
কেন—কিসের কারণ—
কোন্ প্রয়োজনে—
ও রাজমুকুট না ধরিবে শিরে ?
নহ বৃদ্ধ,—অকর্ম্মণ্য—অশক্ত স্থবীর ;—
মাত্র প্রৌঢ়কাল উপনীত তব ।
তবে—তবে—ওঃ—তবে কেন—

ক্ষৎ । স্থির হও—ধৈর্য্য ধরো মহারাণি !
অনুমানি—সমস্ত দিবস—
অনাহারে করিয়া যাপন—
দুর্ব্বল শরীর মন মস্তিষ্ক তোমার !
নহে, কেন হেন অদ্ভুত আচার তব ?
নিজ গর্ভজাত সন্তান তোমার—

রাজ্যেশ্বর হবে ;—
হস্তিনার রাজসিংহাসনে বসি,
ধরি শিরে মণিময় উজ্জ্বল মুকুট,
রাজদণ্ড করে করিয়া ধারণ—
জীবন জনম ধন্য করিবে মোদের ;
সে শুভ প্রস্তাবে,—
এ বিকার কি হেতু তোমার প্রিয়ে ?

ইরাবতী। কি কহিব মহারাজ—কি বুঝিবে তুমি,—
কেন তব সিংহাসন-ত্যাগের প্রস্তাবে,
এত উদ্বেলিত দুঃখিনী-অন্তর ?
যেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপন—
হেরিয়াছি কালি নিশাকালে,—
যার অমঙ্গল-ফল-ভয়ে,
সন্তাপিত শঙ্কিত এ চিতে,
নিভৃতে মন্দিরে অনশনে সারাদিন—
কেঁদে কেঁদে করেছি যাপন,
ওহে প্রাণধন—
এ পোড়া অদৃষ্টদোষে,—সে মিথ্যা স্বপন—
অবশেষে সত্যে হবে পরিণত ?

পরীক্ষিৎ। প্রিয়ে! জ্ঞানময়ী—বিদুষী লো তুমি—
হেন দুর্ব্বলতা তোমারে না সাজে রাণি!
স্বপ্ন—সত্য হয় কভু বাস্তব জগতে ?

স্বপ্ন সদা অলীক অসার,
মনের বিকার ছায়াচিত্ররূপে—
প্রকাশিত হয় নিদ্রাঘোরে,
হ'লে দেহমন অসুস্থ দুর্ব্বল।
ছি—ছি—প্রিয়তমে—তুচ্ছ এ কারণে,
মানসিক এত উৎপীড়ন তব ?
কহ—কিবা তব স্বপ্ন-বিবরণ ?
কর লো প্রত্যয়,—আছে শাস্ত্রকথা,—
ব্যর্থ হয় স্বপ্নফল—
অকপটে প্রকাশিলে স্বপ্নের কাহিনী !

ইরাবতী। মহারাজ! কি কহিব সে ভীষণ স্বপ্নকথা !
নাহি জানি—কোথা হ'তে উৎপত্তি ইহার ?
দেখিলাম জনপূর্ণ রাজসভা ;
সভাসদ অমাত্য সুহৃদ,
পাত্রমিত্র পারিষদ—অগণিত প্রজা,
কত ভিন্নদেশ হতে কত নরপতি,—
সমাগত সবে—
কোলাহল-মুখরিত সেই সভাস্থলে !
আমি যেন ব্যাকুলা হইয়ে—
উৎসুক নয়নে করিতেছি অন্বেষণ—
কোথা তুমি,—কোথা রাজ্যেশ্বর স্বামী মোর !
অকস্মাৎ দেখিনু সম্মুখে,—চারিপুত্র মম

বিষণ্ণ বদনে উপনীত সেথা !
কিন্তু হায়—কোথাও না দেখিনু তোমারে !
তারপর—ওঃ—নরনাথ—কি কহিব আর,
চাহিলাম সিংহাসন-পানে,—
হেরিলাম—শূন্য রাজাসন,—
রাজা নাই—তুমি নাই—স্বামী নাই মোর !
পুত্র জন্মেজয়-শিরে রাজার মুকুট,—
অঙ্গে শোভে রাজপরিচ্ছদ,
দরদর ধারে অশ্রু বহে চক্ষে তার,
আর,—আর তুমি,—ওঃ—কি কহিব স্বামী—
তুমি এক পাশে, যন্ত্রনায় করিছ চীৎকার—
এক জ্যোতির্ম্ময় ব্রাহ্মণের বদন-নিঃসৃত
ভীষণ অনলে দগ্ধ কলেবরে !

(মূর্চ্ছিতা হইয়া পতনোন্মুখ। রাজা তাঁহাকে বাহুপাশে বক্ষা করিলেন)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

হস্তিনা-প্রান্তভাগ

(কৃশ এবং নিকৃতির প্রবেশ)

নিকৃতি। তুমি এত নিষ্ঠুর! আমি তোমার মত কঠিন পাষাণ পুরুষ এ জীবনে কখনো দেখিনি!

কৃশ। বিশ্বাস করো সুন্দরী—সেইদিন হ'তে আমি তোমায় কত অন্বেষণ করিছি,—শুধু একটীবার তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে যে কত স্থানে যাতায়াত করেছি তা এক মুখে কি বল্‌ব?

নিকৃতি। কক্ষণো নয়—কক্ষণো নয়! খুঁজলে তুমি আমার খোঁজ পেতেনা,—একি একটা কথা? এই তো এত লোকের সঙ্গে আমি প্রেম করিছি—দূর হোক্‌গে ছাই—প্রেম কর্ত্তে দেখিছি তাদের,—ভালবাসার টান থাক্‌লে নিশ্চয়ই আমাকে পেতে! শুধু একবার মুখে বল্‌বার অপেক্ষা—

কৃশ। কি বল্‌ব সুন্দরী?

নিকৃতি। তুমি আমায় চাও?

কৃশ। তোমায় আমি সত্যিই দিবানিশি দেখ্‌তে চাই।

নিকৃতি। শুধু দেখ্‌তে চাও? আর কিছু না? ঐ কুঁচনয়নে প্রাণে খোঁচ্‌ মেরে—আমায় খালি দেখ্‌তেই চাও?

কুশ। নয় তো আর কি চাইব তোমার কাছে? আমি সংসারী নই,—আমি আশ্রমবাসী—ফলমূলাশী তপস্বিকুমার;—সুন্দরী রমণী নিয়ে আমার কি প্রয়োজন?

নিকৃতি। ওমা! এ মুনিঠাকুরটী বলে কি গো! নারী নিয়ে পুরুষের কি প্রয়োজন জাননা? ঘরে বড্ড মশার উৎপাত হলে—ধূনো জালাবে—ধোঁয়া দেবে!

কুশ। না—না—তুমি রাগ করোনা—দোহাই তোমার! আমি আশৈশব বনচারী, জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত শমীক ঋষির শিষ্যত্ব কচ্ছি! সুন্দরী রমণীকে কেমন করে তুষ্ট কর্ত্তে হয়—তা আমি জানিনা!

নিকৃতি। তাহ'লে আমার কাছে শিখ্‌তে চাও?

কুশ। দাও—আমায় শিখিয়ে দাও—আমি কেমন করে তোমার মনোরঞ্জন কর্ব্ব—তুমি বলে দাও!

নিকৃতির গীত

যখন বসন্তে ফুল ফুটিবে,
বাঁশী বাজিবে পাখী গাহিবে,
আকুল মলয় ব্যাকুল হইয়ে, ছুটিবে সখা ছুটিবে
(তখন) আমার হৃদয়-কুসুম কোমল,
(যেন) অনাদরে ঝ'রে যায়না ॥
আমার কাছেতে এস, মুখপানে চেয়ে হেসো,
(তুমি) পার যদি ভালবেসো;—

দুঃখিনী নারীর নয়নের নীর,
বুকের বেদনা ছাপি,
উথলিতে যেন পায় না ॥

নিকৃতি। বুঝ্‌লে তাপসকুমার?

কুশ। কতক কতক বুঝলুম বটে—কিন্তু তেমন বেশ পরিষ্কার হোলো না! আর একটু সরল ভাবে প্রকাশ করে বল দিকি—আমায় কি কর্ত্তে হবে!

নিকৃতি। আর নতুন কি কর্ব্বে? যা কর্ব্বার তা চুড়োন্তই করেছ!

কুশ। কি করেছি?

(মায়াকুমারীগণের প্রবেশ)

মায়াকুমারীগণের গীত

(তুমি) আন্‌মনে এই পথে যেতে,
(কেন) ডাক্ দিয়ে গেলে—
(আমার) পাগল পরাণ—আগল ঠেলে,
ছুট্‌লো সকল বাধা ঠেলে ॥
তমালের বনের ছায়ায়,
মিশিয়ে দোঁহে দোঁহার কায়ায়,—
সরম ত্যজি মরম-কথা কইবো বিরলে ;—
(তুমি). শুধু হেসে চেয়ে, নয়ন ফিরায়ে,
যেওনা আমারে দূরে ফেলে ॥

নিকৃতি। একি? চুপ্ করে ভ্যাবা গঙ্গারাম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

কৃশ। তাইতো—কেমন ধারাটা হয়ে গেলুম বল দিকি?

১ম মায়া। বিকার হয়েছে—আর দেখ্তে হবে না!

নিকৃতি। তা হ'লে এইবার শ'য়ে চড়াতে হবে আর কি?

কৃশ। কিসে চড়াবে?

নিকৃতি। শ'য়ে—শ'য়ে! মরে যাবার পর—লোককে যা করে!

কৃশ। আমি কি মরে গেছি নাকি?

মা-কু-গণ। এখনও মরনি?

কৃশ। কি জানি? হয় তো মরেছি। বুঝতে পাচ্ছিনা কিছু!

নিকৃতি। কি রকম হ'চ্ছে বল দিকি—বুকের ভিতরটা?

কৃশ। যেন ঢেঁকি পাড়ছে!

১ম মায়া। গা-হাত-পায়ে?

কৃশ। শিড়-শিড়িনি ধরেছে।

নিকৃতি। মাথার ভেতর?

কৃশ। চরকী ঘুরছে।

নিকৃতি। আর জিহ্বা?

কৃশ। শুকিয়ে কাঠ মেরে গেছে। প্রাণের কথা তাই প্রকাশ করে বল্তে পাচ্ছিনা—আমি—আমি—

কৃশের গীত

(আঁধারে) হারায়ে ফেলেছি আপনারে।

হোলো এ কেমন, গেল কোথা মন,

ভাসি অনুক্ষণ অকুল পাথারে॥

এসেছি বিপথে হয়ে পথহারা,
ভালবাসি যদি কেন ভয়ে সারা ?
একি ব্যাকুলতা, মরমের ব্যথা,
দাঁড়ায়ে অজানা হৃদয়-দ্বারে।

(শৃঙ্গীর প্রবেশ)

শৃঙ্গী। কোথায় কৃশ ? তার কণ্ঠস্বর শুনলুম না ? এই যে কৃশ ! একি ? এরা কারা কৃশ ?

কৃশ। এরা ? কি জানি—এঁরা সব—

নিকৃতি। আমি ওঁর প্রিয়তমা—তিলোত্তমা ! এরা সব—উর্ব্বশী—মেনকা—

মা-কু-গণ। আর আপনি আমাদের বিশ্বামিত্র—সশরীরে উপস্থিত !

শৃঙ্গী। ছি—ছি—শৃঙ্গীর অদৃষ্টে আজ একি নিগ্রহ ? কৃশ ! পবিত্র যমুনা-সলিলে অবগাহন করে পূতদেহে এ নরককুণ্ডে কেন এলে ভাই ? তোমার অন্বেষণে আমিও এ অপবিত্র স্থানে এসে দেহ মন নয়ন অশুদ্ধ করে ফেল্লুম।

নিকৃতি। একজনই প্রথমে পথপ্রদর্শক হয় বইকি ! তারপর বন্ধুবর্গ সব একে একে গুটী গুটী আস্‌তে সুরু করেন।

কৃশ। সুন্দরি ! ওঁকে চেনোনা তোমরা ? উনি ঋষিবর শমীকের পুত্র,—আমার গুরুভ্রাতা ! ওঁকে অভ্যর্থনা কর,—আমার মত ওঁর সঙ্গে শিষ্টালাপ করো।

মা-কু-গণ। আসুন ঠাকুর মশাই,—অধীনীদের হৃদাসনে উপবেশন করুন !

শৃঙ্গী। দূর হও পাপিষ্ঠা কুহকিনীর দল! আমায় কি তোমরা ঐ দুর্ব্বলচেতা কৃশের মত অব্রাহ্মণ মনে করেছ?

নিকৃতি। যে আজ্ঞে—সুব্রাহ্মণ ঠাকুর মশাই—প্রাতঃপ্রণাম! ওলো আয় লো আয়—এ ঋষি ছোঁড়াটা বড্ড বেরসিক! (কৃশের প্রতি) আসি নাগর,—ভালবাসা বজায় রাখ্‌তে পারো—আবার দেখা হবে—নইলে—ওঃহোঃ—চল্লুম প্রাণনাথ—

মা-কু-গণ। বি—দা—য়—

[নিকৃতি ও মায়াকুমারীগণের প্রস্থান]

শৃঙ্গী। স্থাণুর মত অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? সুন্দরী প্রিয়তমাদের সহগামী হও!

কৃশ। স্পর্দ্ধা বটে তোমার শৃঙ্গী! তুমি এদের সম্মুখে আমায় অব্রাহ্মণ বলে অপমান কল্লে?

শৃঙ্গী। কিছুমাত্র অন্যায় করিনি কৃশ! পতিতা রমণীদের সংসর্গে যে ব্রাহ্মণ আমোদপ্রমোদে প্রবৃত্ত হয়, আবার বল্‌ছি,—সহস্রবার বল্‌ব,—যতকাল জীবিত থাক্‌বো—ততকাল বল্‌ব,—সে অব্রাহ্মণ—অব্রাহ্মণ—অব্রাহ্মণ!

কৃশ। আর তুমি? তুমি এদের সংসর্গে আসনি? তুমি তা হ'লে অব্রাহ্মণ নও?

শৃঙ্গী। না। আমি এদের আমন্ত্রণে আসিনি,—আমি এ কুৎসিতা কুহকিনীদের সঙ্গে আলাপের জন্য আসিনি। আমি ওদের ঘৃণায় বরং আমার সান্নিধ্য হতে দূর করেছি! ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমার দুর্দ্দৈবক্রমেই ঘটেছিল। কিন্তু ওদের সংসর্গ

তোমার ইচ্ছাকৃত। তুমি নরাধম,—তোমার মুখদর্শনেও মহাপাপ। [শৃঙ্গীর প্রস্থান]

কৃশ। আরে—যা—যাঃ! তোবই বা মুখ দেখ্‌তে চায় কে? চাইনা আমি শমীক ঋষিব শিষ্যত্ব কর্ত্তে! যাই,—শুকদেব মুনির আশ্রমে আশ্রয় নিইগে! সেখানে কঠোরতার নামগন্ধ নাই! কোথা থেকে অর্ব্বাচীনটা এসে আমার সমস্ত সুখশান্তিটা নষ্ট করে দিয়ে গেল?

[কৃশেব প্রস্থান]

(অশ্বত্থামা ও কলিব প্রবেশ)

অশ্ব। কে আপনি?

কলি। আপনার ভৃত্য,—ব্রাহ্মণের চিরদাসানুদাস। পরিচয় হবে,—আপনি অগ্রে বিশ্রাম গ্রহণ করুণ। আহার্য্য-পানীয়দ্বারা অগ্রে পরমাত্মার তৃপ্তিসাধন করুন!

অশ্ব। আপনার শিষ্টাচারে যথার্থ আমি তুষ্টিলাভ করেছি। আমি ফলাহারী ব্রাহ্মণ, আপাততঃ সন্ন্যাসব্রতধারী,—অবশ্য নিরুপায়ে! আহার্য্য-পানীয়ের কোনো প্রয়োজন নাই;—কারণ, বনজাত সুমিষ্ট ফলাহরণে এবং নির্ঝরিণীর সুশীতল বারিপানে আমার ক্ষুৎপিপাসা নিবারিত হয়েছে। আর বিশ্রামগ্রহণ? তারও অভাব হয়নি। কারণ, ওই স্থানে আমি বহুদণ্ড পূর্ব্বে আগমন করেছি।

কলি। জানি প্রভু,—অধমের জন্য আপনি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা কচ্ছেন!

অশ্ব। আপনিই কি পরাক্রান্ত শূদ্ররাজ ?

কলি। আমিই আপনার দাস শূদ্ররাজ! জানি, যে কারণে এ অধমের প্রতি কৃপা করে দর্শন দিয়েছেন।

অশ্ব। জানেন শূদ্ররাজ? জানেন আমি কে? আমার সাক্ষাতের উদ্দেশ্য কি,—সত্যই আপনার অবিদিত নয়?

কলি। সমস্তই জ্ঞাত আছি! আমি আপনার অপরিচিত হ'লেও বীরশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য-পুত্র যোদ্ধকুলচূড়ামণি অশ্বত্থামার সমস্ত বিবরণ আমি জ্ঞাত আছি। যে ভাবে অন্যায় সমরে আপনার পিতৃদেব নিহত,—সকলই জানি দেব! কপট চক্রান্তকারী কৃষ্ণের চাতুরীতে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা-ভাষণে,—প্রাণসম পুত্রাধিক প্রিয়শিষ্য পার্থের শরে দ্রোণা-চার্য্যের নিধনে, সমগ্র জগৎবাসী যুগপৎ স্তম্ভিত বিস্মিত,—আমি তো কোন্ ছার!

অশ্ব। সেই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ আমি গ্রহণ কর্ত্তে চাই—শূদ্ররাজ! তাই আমি আজ আপনার শরণাগত! বিধাতার ইচ্ছায় ধরাতলে আমি অমর! শূদ্ররাজ! আমি অনন্ত-কাল পর্য্যন্ত আপনার দাসত্ব—

কলি। আমায় অপরাধী কর্ব্বেন না,—আমি আপনার দাসানুদাস! আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি,—আমি আজ হতে আপনারই আজ্ঞাকারী হয়ে আপনারই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে অচিরায় ভারতে ধর্ম্মরাজ্য লোপ কর্ব্বার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ কর্ব্ব! বিনিময়ে আর কিছু চাইনা, আপনি আমার

সঙ্গে চিরবন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হোন্! আমায় ত্যাগ কর্ব্বেন না,—দয়া করে কেবল আমায় পরিত্যাগ করে যাবেন না!

অশ্ব। আমায় আলিঙ্গন দিন বন্ধু—(আলিঙ্গন)—আজ হতে আপনি আমি এক আত্মা—এক দেহ—এক প্রাণ! আমরা অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু,—আমরা দুই সহোদর!

কলি। আসুন আমার বিশ্রামাগারে।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিলাসকুঞ্জের কক্ষ,—নৃত্যশালা।

পরীক্ষিৎ ও নর্ত্তকীগণ।

(নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীত)

শূন্য জীবন পূর্ণ করো গো প্রেম-অমৃত-বরিষণে।
নব আনন্দ-পুষ্প-গন্ধ বহিবে শান্তি-পবনে॥
সুখের আলোয় নয়ন ভরে,
দেখ্‌বো তোমায় নূতন ক'রে,—
ধূলোয় ভরা আঙ্গিনাতে পাতা হৃদয়-আসনে,
তুমি বোসো হাসো ভালবাসো শুধু
(আমি) বিকাইব প্রাণ চরণে॥

পরীক্ষিৎ। দৌবারিক!

দ্বিতীয় অঙ্ক

(দৌবারিকের প্রবেশ)

পরীক্ষিৎ। এদের সকলকে উপযুক্ত অর্থ দিয়ে—বিদায় কর্ব্বার ব্যবস্থা কর।

[রাজা ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

পরীক্ষিৎ। একি? কোন্ কুহকের বলে—অকস্মাৎ এ হীন প্রবৃত্তির দাস হয়ে পড়েছিলুম? এ যেন কয়দিন একটা বিকট স্বপ্ন দেখ্‌লুম! নর্ত্তকী—সুরা—ঘৃণ্য সংসর্গ,—এই সব নিয়ে আনন্দ উপভোগের আশা করেছিলুম? উঃ—অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে—

(অচিনের প্রবেশ)

অচিন্। দগ্ধ কত রকমে হতে হয়,—তার কি ঠিকঠিকানা আছে?

পরীক্ষিৎ। এ্যাঁ—কে? একি—একি—অচিন্—অচিন্! তুই এসেছিস্—তুই? আঃ—একবার যদি তুই আস্‌তিস্ বাবা—

অচিন্। তাহ'লে আবার সেই গয়লানী বেটীদের সঙ্গে জুটতে হ'ত?

পরীক্ষিৎ। গয়লানী? গয়লানী এখানে কোথায় পেলি বাবা?

অচিন্। আছে সব চাদ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে! একবার ধরা দিলে কি রক্ষে আছে মহারাজ? উঃ—কি নাকালই করেছিল আমাকে!

পরীক্ষিৎ। তুমি কি কোনো গোপের বাটীতে বাস করো অচিন্?

অচিন্। কি কর্ব্ব? প্রাণের দায়ে পেটের দায়ে এক সময়ে থাক্‌তে হয়েছিল বইকি মহারাজ! যে কষ্টে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি—উঃ—কি বল্‌ব মহারাজ—

পরীক্ষিৎ। বেশ করেছ! আমি তো তোমাকে বলেছি—তুমি রাজপ্রাসাদে রাজপুত্রদের সঙ্গে থাক্‌বে! তোমার তো সর্ব্বত্র অবারিতদ্বার! তুমি আমার পুত্রাধিক প্রিয়—সে তো তুমি জানো!

অচিন্‌। তা তো জানি! কিন্তু—আপনি তো আমায় আর ভালবাসেন না। আপনি তো আমায় একবার ডাকেন না, কাছেও আস্‌তে বলেন না!

পরীক্ষিৎ। আর আমায় লজ্জা দিওনা অচিন্‌! আমি বিশ্বসংসারের কাছে অপরাধী! যথার্থই আমি অনুতাপে—আত্মগ্লানিতে সারা হয়ে যাচ্ছি,—এমন কি তোমার সঙ্গে মুখ তুলে কথা কইতে কুণ্ঠা বোধ হ'চ্ছে!

অচিন্‌। তাহ'লে আমি চলে যাইনা মহারাজ,—আপনি মুখ তুলে—মাথা তুলে—খুব ঘাড় উঁচু করে কথা কইতে পার্ব্বেন!

পরীক্ষিৎ। তুমি চলে গেলেই কি আমার লজ্জা কুণ্ঠা অনুতাপ আত্মগ্লানি দূর হবে?

অচিন্‌। আপনার কথা আপ্‌নিই জানেন মহারাজ! আমি কেমন করে বল্‌ব? কিন্তু সাফ্‌ কথা বল্‌ছি,—আপনাদের সঙ্গে যদিও আমার এতকালের ভাব, কিন্তু আর বেশী দিন সে ভাব রাখ্‌তে পার্ব্বনা।

পরীক্ষিৎ। কেন? অকস্মাৎ তোমার ভাবের অভাব হোলো কেন?

অচিন্‌। ভাব করি কার সঙ্গে? জয়া দাদা তো রাজা হয়ে আমাকে কাছেই ঘেঁস্‌তে দেয়না! রাণীমা তো আমার কথা ভুলে

গিয়ে কেবল বসে বসে ভাব্‌ছেন,—কখন একবার আপনাকে কাছে পাবেন,—তাহ'লে মনের সাধে কেঁদে ককিয়ে আপনাকে দিয়ে কোটালী করিয়ে নেবেন,—আমায় যেমন কর্ত্তে হয়েছিল !

পরীক্ষিৎ। তোমায় কোটালী কর্ত্তে হয়েছিল ? কার ?

অচিন্। কার আবার ? আমার বৌয়ের !

(অচিনের গীত)

সে, বোস্‌তো যখন রাজা হ'য়ে,
আমি কোটাল হ'তুম তার ।
এ, হৃদয়-সিংহাসন আমার,
তারই চির-অধিকার ॥
মহামহিম-মহিমান্বিতা,
শ্রীমতী যে তিনি আমারি দয়িতা ;
চরণে ধরিয়ে, দাসখত নিয়ে,
তবে তো আমারে দিতেন পার ;—
কেঁদেছি সেধেছি—কত বুঝায়েছি,—
তবু সে খোলেনি কুঞ্জদ্বার ॥

পরীক্ষিৎ। ছিঃ অচিন্ ! আমি তোমার পিতৃতুল্য ! আমার কাছে ঐ রকম করে কি কথা বল্‌তে হয় ?

অচিন্। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ভুলে গেছি—ভুলে গেছি ! এসব কথা বল্‌তে নেই—বল্‌তে নেই ! কেমন অভ্যাসের দোষ মহারাজ—

পরীক্ষিৎ। তোমার অপরাধ নেই বালক! জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত তুমি হীন গোপের সংসারে প্রতিপালিত! শিক্ষাদীক্ষার অভাবে তোমার জ্ঞানবুদ্ধি বিকাশ পায়নি! অচিন্! আমি তোমার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করে দোবো! তুমি রাজপুত্রদের মত লেখাপড়া আচার-ব্যবহার শিখ্‌বে!

অচিন্। সব পার্ব্ব মহারাজ—কেবল ঐটী পার্ব্বনা! গরু চরাতে বলুন, গরু চরাবো,—আপনার রথ চালাতে বলুন, রথ চালাবো—

পরীক্ষিৎ। পাগল! আমার রথ চালাবে কি? এতটুকু বালক তুমি,— তুমি খেলাঘরের মাটীর ঘোড়ার রথ চালিয়ে খেলা কর্ব্বে,— তুমি আমার সারথী হবে কি? হা—হা—হা—হা—

অচিন্। সারথী কখনো আমি হইনি? হা—হা করে হাসলেই হলোনা! রথ আমি খুব ভাল রকমই হাঁকাতে পারি। জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন দিকি আপনার ঐ বুড়ো কৃপাচার্য্য ঠাকুরকে! না জেনে শুনেই অমনি হা—হা—করে হাস্‌লেই হয়না!

পরীক্ষিৎ। অচিন্! অশিক্ষিতই হও—আর অমার্জ্জিত গ্রাম্যবালকই হও,—যথার্থ বল্‌ছি,—তোমার মুখে এই আব্‌দার মাখা মিষ্ট কথা শুন্‌লে—আমার প্রাণে স্বর্গের আনন্দ উপলব্ধি হয়! না,—কাজ নেই বালক,—জোর করে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমায় আমি শিক্ষিত মার্জ্জিত—সুসভ্য সমাজের উপযোগী কর্ত্তে চাইনা। শিক্ষা-সভ্যতার গণ্ডীর ভেতর পদার্পণ কল্লে আর তোমার প্রাণের এ সরলতা—এ নির্ভীকতা থাক্‌বে না!

অসঙ্কোচে লোকের মুখের ওপোর প্রাণের কথা এমন মিষ্টি করে তুমি কিছুতেই কইতে পার্ব্বেনা।

অচিন্। বুঝেছেন তো মহারাজ? আমার পেটে একখানা মুখে একখানা নেই! আর,—লেখাপড়া শিখবো কি? শেখাবেই বা কে আমায়?

পরীক্ষিৎ। (হাসিয়া) বটেই তো! তোমাকে লেখাপড়া শেখাতে হ'লে গোলোক থেকে শ্রীভগবানকে আনিয়ে তোমার শিক্ষক নিযুক্ত কর্ত্তে হবে! কি বল অচিন?

অচিন্। এই—এতক্ষণে একটা কথার মত কথা বল্লেন মহারাজ! তাই বরঞ্চ চেষ্টা করুন,—গোলোক থেকে তাকে আন্‌বার ব্যবস্থা করুন। তা,—কবে যাচ্ছেন সেখানে মহারাজ? একটু শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর যাবার ব্যবস্থা কর্ব্বেন! শুভকাজে বিলম্ব করাটা কিছু নয়,—বুঝেছেন?

পরীক্ষিৎ। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) এত ভাগ্য কি আমি করেছি বালক?

অচিন্। আপনি ভাগ্য করেননি তো কি আপনার ঐ তেএঁটে মন্ত্রীটা সে ভাগ্য করেছে? ও গোলোক-টোলোক তো আপনার নিজের ঘরবাড়ী! ইচ্ছে কল্লেই সেখানে যাবেন,—ইচ্ছে কল্লেই ভগবানও আপনার কাছে ছুটে আস্‌বে! আরে ছাই—আস্‌বে কি? সে তো এসে পুরোণো হয়ে গেছে!

পরীক্ষিৎ। কি বল্‌ছ অচিন্? বাপ আমার,—কি বল্‌ছ তুমি? বলো—বলো—আবার বলো! এমন মিথ্যা কথাও কেউ কখনো

আমায় পরিহাস করেও বলেনি! বলো—বলো—ভগবান কি এসেছেন? না—না—তিনি কি আসবেন? একবার এ অধমকে কি তিনি দেখা দেবেন? বলো—বলো—পরিহাস করে বলো—কৌতুক করে বলো,—আমি কি তাঁর দেখা পাবো?

অচিনের গীত

আমি আরতো রবোনা অচেনা।
পেয়েছ আমারে প্রেম-বিনিময়ে—
দাস আমি তোমাদের কেনা॥
যেথায় রাখিবে রহিব সেথায়
সকল বোঝা বহিব মাথায়।
সান্ত্বনা দিব বেদনা-ব্যাথায়
(কারও) সাধনা বিফল হবেনা॥

পরীক্ষিৎ। আ-মরি-মরি! এ সুধার সঙ্গীতস্রোতে মনে হয় জন্মের মত ভেসে চলে যাই;—আর বুকে থাক তুমি,—প্রাণে থাকো তুমি,—আমা-ময় হয়ে থাকো তুমি! অচিন্! সত্যই আমি যেন গোলকধাঁধায় পড়েছি! আমি কা'কে চাই—কি চাই—কিছু বুঝতে পাচ্ছিনা! অচিন্—নাঃ—কাজ নেই,—চল্ তোর সঙ্গে যাই! তোকে নিয়েই—তোর কথা শুনেই—তোর সঙ্গে থাক্‌লেই যখন আমার এত তৃপ্তি,—চল্—তুই

যেখানে নিয়ে যাবি—আমি সেইখানেই যাব! চল্—কোথায় নিয়ে যেতে চাস্—নিয়ে চল্—নিয়ে চল্—

অচিন্। সে তো নিয়েই যাবো! কিন্তু—ওরে বাবারে—যে রকম অন্ধকার করে কলিদেব আসছে—তখন কোথায় বা আপনি—আর কোথায় বা থাক্‌বে আপনার রাজ্য?

পরীক্ষিৎ। এঁ্যা—সেকি? কলি? আমার রাজ্যে? কোথায়—কোন্‌খানে?

অচিন্। তা আমি কি জানি,—কোথায়—কোন্‌খানে? সে এতক্ষণে এসে পোড়লো বলে! আর পোড়লো বলেই বা বলছি কেন? কলি যে অনেক দূর এগিয়েছে,—তা কি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না?

পরীক্ষিৎ। কি বলছিস্ অচিন? অধর্ম্মরাজ কলি আমার রাজ্যে?

অচিন্। তা নইলে আপনি স্ত্রীপুত্র রাজ্যধন ছেড়ে—কতকগুলো নর্ত্তকী নিয়ে—একপাশে পড়ে থাক্‌বেন কেন? কলি এসেছে কি না—এতেও বুঝতে পাচ্ছেন না? [প্রস্থান]

পরীক্ষিৎ। অচিন্—অচিন্—শোন্—শোন্— [প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

হস্তিনার প্রান্তভাগ।

(বৃদ্ধ দ্বাপর ও কলির প্রবেশ)

কলি। আর কেন দ্বাপর-রাজ? এখনও আর কি আশায় হিন্দু-রাজ্য নামমাত্র অধিকার করে পড়ে রয়েছ?

দ্বাপর। নামমাত্র অধিকার? তুমি কি বল্‌তে চাও,—যথার্থ অধিকার আর আমার নেই?

কলি। সে না থাকারই মধ্যে! আর অধিকার করে রাখ্‌বে কোন্ জোরে? বয়সের গাছপাথর নেই,—শারীরিক সামর্থ্যের আশা করা তো বিড়ম্বনা! যে শক্তির জোরে এতকাল টেঁকে ছিলে,—সেই ধর্ম্ম,—সেতো বুঝ্‌তেই পাচ্ছ,—কোন্ কালে অন্তর্ধ্যান হয়েছেন! ভারতে আর ধর্ম্মের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই,—তাওতো দিব্যচক্ষেই দেখ্‌তে পাচ্ছ!

দ্বাপর। কি বল্লে শূদ্ররাজ? ভারতে ধর্ম্ম নাই?

কলি। বল্‌বো বই কি! যার জন্যে ধর্ম্ম এখানে কায়েমি ভাবে এতকাল জেঁকে বসেছিলেন, সেই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, ব্যাপার বুঝে—পাঁচটী ভাই নিয়ে মানে মানে মহাপ্রস্থান কল্লেন! গতিক স্থবিধে নয় বুঝে, তোমাদের যিনি আসল ধর্ম্মের ধ্বজা,—সেই শ্রীকৃষ্ণ,—নিজের যদুবংশটী একগাড় করে সরে পড়লেন! তবে আর ধর্ম্মকে তুমি খুঁজে পাচ্ছ কোথায়—তা বল!

দ্বাপর। তুমি ভুল ব'ল্‌ছ শূদ্ররাজ,—ধর্ম্ম কখনো ভারত ছেড়ে থাকৃতে পারেন না! পুণ্যক্ষেত্র এ ভারতই হোলো,—ধর্ম্মের একমাত্র অধিষ্ঠানভূমি—লীলাক্ষেত্র! তোমার পাপচক্ষে ধর্ম্মকে তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছনা বটে, কারণ, তাহ'লে যে তুমি অধর্ম্ম-রাজ্য-বিস্তারে ভগ্নোদ্যম হবে!—কিন্তু আমি দেখ্‌ছি, ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ বিদ্যমান আছেন—এবং চিরদিনই থাকৃবেন।

আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ? নরদেহ তিনি পরিত্যাগ করেছেন বটে,—কিন্তু—সূক্ষ্ম বিরাট দেহে তিনি সর্ব্বত্র বিরাজ কচ্ছেন!

কলি। তাই নাকি? এখন এই বলেই বুঝি বৃদ্ধবয়সে মনকে চোখ্ ঠারছো? এই আশাতেই—এই ভরসাতেই বুড়ো বয়সে রাজ্যপাট বজায় রাখ্‌বে মনস্থ করেছ? বল কি দ্বাপর? তা হ'লে তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুরটী মরে গিয়েও বেঁচে আছেন?

দ্বাপর। ভগবানের কি জন্মমৃত্যু আছে শূদ্ররাজ? লীলাময় লীলার জন্য দেহধারণ করেছিলেন,—লীলাবসানে দেহত্যাগ করেছেন! আবার প্রয়োজন হলে—দেহ ধরে আস্‌বেন!

কলি। সত্যি নাকি? আবার ঠাকুরটীর আস্‌বার মতলব আছে নাকি?

দ্বাপর। নিশ্চয়ই। একথা তিনি নিজমুখেই স্পষ্ট বলে গেছেন,—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

কলি। তা যাক্। সেইটী মনে মনে ঠিক করে বসে থাকগে। কিন্তু সে তো আর আমার রাজত্বের মধ্যে নয়!

দ্বাপর। তোমার আবার রাজত্ব কি? তুমি কি মনে করেছ—তুমি এ পুণ্যভূমে এসে তোমার অধর্ম্মের রাজ্য স্থাপন কর্ব্বে?

কলি। আরে মূর্খ—আমার রাজ্য স্থাপন কর্ত্তে কি এখনও বাকী আছে?

দ্বাপর। সেকি? আমি বর্ত্তমানে তুমি রাজ্য স্থাপন কর্ব্বে কোথায়?

কলি। এইখানে—এই তোমাদের পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমে! রাজ্য যখন কেউ অধিকার কর্ত্তে আসে—সে কি একেবারে সমস্ত রাজ্যটা গ্রাস করে নিতে পারে? একটু করে—ছলে বলে কৌশলে নিতে নিতে—তারপর একেবারে পূর্ণগ্রাস! আমিও ঠিক সেইরকম কচ্ছি—বুঝ্তে পাচ্ছ না?

দ্বাপর। না—আমি কিছুই বুঝ্তে পাচ্ছি না! আমি বর্ত্তমানে—কোথায় কোন্ দিক্ দিয়ে কি ভাবে তুমি রাজত্বের সূত্রপাত কল্লে?

কলি। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ থেকেই তো আমার রাজত্বের সূত্রপাত, দ্বাপর! সেটা এখনও তুমি বুঝতে পাচ্ছনা কেন? আমি শক্তিপ্রয়োগে আমার বশীভূত না কল্লে কি—শত ভাই দুর্য্যোধনাদির এতটা কীর্ত্তিকলাপ দেখ্তে পেতে? আমি আধিপত্য না কল্লে কি কুলবধূ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সম্ভব হ্‌ত—না—যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথা বল্‌তেন—অথবা গুরুহত্যা অনুষ্ঠিত হোতো? বলি,—কুরুক্ষেত্রের কাণ্ডকারখানাটা আগাগোড়া একবার স্মরণ করে দেখ দিকি!

দ্বাপর। তাহ'লে—তাহ'লে শূদ্ররাজ! কলিদেব! তুমি এখন আমায় কি কর্ত্তে বল?

কলি। মানে মানে রাজ্যটী আমার হাতে তুলে দিয়ে ভদ্রলোকের মত সরে পড়ো! নইলে,—বৃদ্ধবয়সে লাঞ্ছিত—অপমানিত হয়ে যাবে,—সেটা কি ভাল দ্বাপররাজ?

দ্বাপর। না—তা পার্ব্বনা—কিছুতেই তা পার্ব্বনা কলি! বৃদ্ধ

হয়েছি—দুর্ব্বল হয়েছি—দেহে সামর্থ্য নাই,—মস্তিষ্কে বিচার-বিবেচনার শক্তি নাই,—সমস্ত জানি। কিন্তু তবু—তবু—প্রাণভরে এ ধর্ম্মের রাজ্য তোমার হাতে তুলে দিতে পার্ব্বনা। কিছুতেই পার্ব্বনা। শূদ্ররাজ! যা ভাব্‌ছ তা নয়! এখনও পৃথিবীতে ধর্ম্ম আছেন। এখনও গোব্রাহ্মণের যথেষ্ট মর্য্যাদা আছে,—এখনও ধরিত্রীমাতা শস্যফলমূল প্রদান কচ্ছেন, রত্নমণিমাণিক্য প্রসব কচ্ছেন,—এখনও আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উদয় হচ্ছে! কলিরাজ! তুমি কিছু কর্ত্তে পার্ব্বেনা—তুমি ধর্ম্মের সংসারের কোনো ক্ষতি কর্ত্তে পার্ব্বেনা!

(প্রস্থানোদ্যত)

(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্ব। কি বল্‌ছিলে তুমি বৃদ্ধ? ধর্ম্মের সংসারের কথা? কোথায় ধর্ম্ম? ধর্ম্মের উচ্ছেদ বহু পূর্ব্বে হয়েছে!

দ্বাপর। ব্রাহ্মণ! কে তুমি আমি জানি না। তুমি আমার প্রণম্য বটে,—কিন্তু—তোমার মুখে এ কথা শুনে—সত্যই আমি স্তম্ভিত হয়েছি!

অশ্ব। স্তম্ভিত হবার কিছুই নাই,—কারণ, সত্য চিরদিনই সত্য! শোন বৃদ্ধ—আমি আবার বল্‌ছি—এ সংসারে ধর্ম্ম নাই! ধর্ম্ম বহুদিন পূর্ব্বে পৃথিবী হতে লুপ্ত হয়েছে!

কলি। এ বৃদ্ধের কথায় তুমি অনর্থক উত্তেজিত হোয়োনা মিত্র! বৃদ্ধ হ'লে অজ্ঞান বালকের ন্যায় তার আচরণ হয়! সুতরাং বালকের ন্যায় বৃদ্ধের অযৌক্তিক বচন ক্ষমারই যোগ্য!

দ্বাপর। শূদ্ররাজ! এ ব্রাহ্মণ বুঝি তোমারই আশ্রিত?

কলি। উনি আমার পরম মিত্র,—ওঁরই সাহায্যে আমি অচিরায় পৃথিবীজয়ে সমর্থ হব,—এইরূপই আশা করি। উনি আপনাদের বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ—জগৎপূজ্য!

দ্বাপর। যখন উনি তোমার আশ্রিত বা তোমার মিত্র,—যখন উনি অধর্ম্মরাজ কলিদেবের সঙ্গে আত্মবিনিময় করেছেন, তখন আর উনি ব্রাহ্মণ রইলেন কোথায়? উনি অধার্ম্মিক—উনি চণ্ডাল—উনি পতিত—উনি মহাপাতকী—উনি স্বদেশ-দ্রোহী—স্বধর্ম্মত্যাগী—পামর!

অশ্ব। সাবধান বৃদ্ধ! অনেক কটূক্তি করেছ,—শুধু অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বল বৃদ্ধ বলে তোমায় কিছু বলিনি। আর একটী রূঢ় বাক্য প্রয়োগ কল্লে,—এখুনি আমি তোমার পাপ জিহ্বা উৎপাটন করে দোবো!

কলি। শান্ত হও মিত্রবর—তোমার ন্যায় শক্তিশালীর এ বৃদ্ধের প্রলাপবাক্যে কর্ণপাত করা উচিত নয়। যাও বৃদ্ধ,—যদি নিজের মঙ্গল চাও—এখুনি এস্থান পরিত্যাগ কর। অবসর হলে—আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্ব।

দ্বাপর। শূদ্ররাজ! সত্যই তোমার অসীম ক্ষমতা! নইলে,—আজ ব্রাহ্মণের মুখে একি কথা শুন্‌লেম? পৃথিবীতে ধর্ম্ম নাই? নাঃ—যা ভেবেছিলুম—তা হবার নয়! ধর্ম্মের রক্ষা কর্ব্বে কে তবে,—চক্ষের ওপোর ব্রাহ্মণকে যদি দেখি—সে

অধর্ম্মের আশ্রয়ী? কলি! তোমারই দেখ্ছি জয়জয়কার,—
তোমারই তবে জয়জয়কার!

[দ্বাপরের প্রস্থান]

অশ্ব। কে ও বৃদ্ধ,—শূদ্ররাজ?

কলি। নগণ্য—দীনদরিদ্র—সামান্য নাগরিক একজন! কিঞ্চিৎ ভিক্ষার জন্য আমার কাছে এসেছিল! ছিল একদিন ওর,—যখন আপনাদের ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজা ছিলেন, আপনাদের শ্রীকৃষ্ণের খুব প্রতিপত্তি ছিল! তাঁরা এখন সবাই মহা-প্রস্থান করেছেন,—বেচারা বৃদ্ধ বয়সে নাচার হ'য়ে পড়েছে!

অশ্ব। যাক্—ও কথা! কিন্তু তোমার ব্যাপার তো আমি কিছুই বুঝ্তে পাচ্ছিনা শূদ্ররাজ! যুদ্ধের তো তোমার কোনো আয়োজনই দেখ্ছিনা!

কলি। সে কি মিত্রবর? যুদ্ধের আয়োজনে আমি অহোরাত্রই ব্যস্ত হয়ে রয়েছি! দিকে দিকে আমার সৈন্যসামন্ত শত্রুজয় কর্ব্বার জন্য সশস্ত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে! এ তুমি কি বল্ছ বন্ধু?

অশ্ব। কোথায় তোমার সৈন্যসামন্ত? কেবল দেখি তোমার কতকগুলি কুৎসিৎ অনুচর আর রঙ্গিণী সঙ্গিনী নৃত্যগীত এবং কদর্য্য আলাপে—আমোদপ্রমোদে মত্ত হয়ে বিচরণ কচ্ছে! না—শূদ্ররাজ! এ স্থান আমার কিছুতেই মনোরম বোধ হচ্ছেনা। আমি যুদ্ধব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ,—আমি বীর-ধর্ম্মাবলম্বী,—আমি প্রতিশোধগ্রহণপ্রয়াসী! আমি বিপন্ন হয়ে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করেছি! নৃত্যগীত শুনে,

সুরাপান করে, অসার রহস্যালাপে নারকীয় সুখ উপভোগ কর্ত্তে আসিনি তোমার কাছে !

কলি। তুমি ভুল বুঝেছ বন্ধু ! আমি তোমাকে সুরা রমণী নিয়ে আমোদ কর্ব্বার জন্য—এত সাধ্যসাধনা করে আমার সঙ্গে মিত্রতা কর্ত্তে বলিনি। আজ তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছনা,—যাদের তুমি আমার কুৎসিৎ অনুচর বলে মনে ক'রছ,—ঐ সমস্ত পুরুষ আর ঐ হাবভাবসম্পন্না বিলোলকটাক্ষবর্ষিণী নৃত্যগীত-কুশলা সুন্দরী রমণী,—আমার আধিপত্য-বিস্তারে প্রধান সহায় ! অত উতলা হোয়োনা বন্ধু,—প্রতিহিংসাসাধন কর্ত্তে গেলে—অত অধৈর্য্য হ'লে কখনো তুমি সফলকাম হবেনা। বিনা বাক্যব্যয়ে—নির্ব্বিরোধে শুধু দেখে যাও,—আমি কি ভাবে শত্রুজয় করি। তা'হ'লেই তোমারও মনস্কামনা সিদ্ধি—আমারও উদ্দেশ্য সফল !

(অনুচরের প্রবেশ)

অনুচর। পেয়েছি—পেয়েছি—রাজা—আজ একেবারে এক জোড়া !

কলি। কি পেয়েছ ?

অনুচর। একটা বৃষ আর একটা গাভী ! দুটোই খুব সবল—

কলি। নিয়ে এস। আমি স্বহস্তে ওদের গোজন্ম শেষ কর্ব্ব !

অনুচর। যে আজ্ঞে—

[প্রস্থান]

অশ্ব। এঁ্যা—সেকি ? শূদ্ররাজ ! তুমি গোহত্যা কর্ব্বে ?

কলি। হত্যা করাই তো বীরের ধর্ম্ম ! পশুহত্যা মানুষমাত্রেই তো

করে থাকে। মৃগয়া—রাজারাজাড়ার প্রধান আমোদ,—বীরধর্ম্মপালনের একটা প্রধান অঙ্গ! সামান্য গোহত্যার নামে—

অশ্ব। নারায়ণ—নারায়ণ! দোহাই শূদ্ররাজ,—যা করো তা করো—কিছুতে আমার আপত্তি নাই! কেবল—দুটী জিনিষ আমি কর্ত্তে তোমায় নিষেধ করি,—গোহত্যা আর নারীহত্যা!

কলি। কেন? তা'তে তোমার ভয় কি? প্রয়োজন হ'লে—সংসারে সবই কর্ত্তে হয়! ব্রহ্মহত্যাও তো তোমাদের শাস্ত্রে নিষেধ, তবে—কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন তোমার পিতাকে হত্যা করে-ছিলেন কেন? প্রয়োজন হয়েছিল,—কেমন,—না বীরবর? আজ তেমনি গোহত্যায় আমারও প্রয়োজন হয়েছে!

অশ্ব। নিরীহ গোহত্যারূপ মহাপাপ সাধনে তোমার কোনো প্রয়োজন নেই শূদ্ররাজ!

কলি। হ্যাঁ—নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে।

(বৃষ ও গাভী লইয়া অনুচরের প্রবেশ)

অনুচর। আয়—চলে আয়—চলে আয়—(কশাঘাত)

অশ্ব। (অনুচরসমীপে গিয়া) স্তব্ধ হ' নরপিশাচ! এ রকম করে গো-মিথুনকে পীড়ন করিস্ নে!

অনুচর। তোমার কি?

কলি। ছি—ছি—মিত্রবর! অনধিকার চর্চ্চা কোরোনা!

অশ্ব। শূদ্ররাজ—শূদ্ররাজ—দোহাই তোমার! পবিত্র ভারতভূমে গোহত্যা কোরোনা! আমি অপরাধ স্বীকার কচ্ছি,—আমি বুঝতে পারিনি—তাই বলেছিলুম,—আমি ধর্ম্মের বিদ্রোহী,—ব্রাহ্মণসন্তান হয়েও আমি অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ক'র্ব্ব! কিন্তু—না—পার্ব্বনা! আর যে কোনো পাপ কর্ত্তে বল—আমি অবিচারে সাধন কর্ত্তে প্রস্তুত! কেবল—চক্ষের সম্মুখে গোহত্যারূপ মহাপাপ সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বনা।

কলি। তাহ'লে—তুমি আমার কার্য্যে বাধা প্রদান ক'র্ব্বে বন্ধু?

অশ্ব। কে তোমার বন্ধু? পাপিষ্ঠ শয়তান! যে পিশাচ অকাতরে গোহত্যা কর্ত্তে অগ্রসর,—তার বন্ধুত্বে আমি পদাঘাত করি!

কলি। ব্রাহ্মণ! তোমার বড় স্পর্দ্ধা! দেখি—তোমার কত শক্তি,—কেমন করে তুমি আমার কার্য্যে বাধা প্রদান করো!

অশ্ব। সাবধান শূদ্ররাজ!

(কলিকে বাধা দিতে গেল। কলির সঙ্গে অশ্বত্থামার ভীষণ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ)

(অনুচরের গাভী ও বৃষকে প্রহার)

কলি। (অশ্বত্থামাকে ভূমে নিপাতিত করিয়া) এখনও শক্তিপ্রদর্শনের বাসনা আছে? মূর্খ ব্রাহ্মণ! কলির কার্য্যে বাধা দিতে চাও তুমি?

অশ্ব। হ্যাঁ—(রক্তাক্ত কলেবরে পুনরায় উঠিতে চেষ্টা) পিশাচ—দুর্ব্বৃত্ত—নারকী! যতক্ষণ শক্তি আছে—নিশ্চয়ই বাধা দোবো—

কলি। অশ্বত্থামা! তোমার অমরত্বের শেষ—বোধ হয় আমারই হাতে! দূর হও—নরাধম—(ধাক্কা দিয়া ভূতলে পাতিত করিল)

কলি। (বৃষ ও গাভীর প্রতি) হা—হা—হা—মনে করেছ গো-মিথুন—তোমাদের চিন্‌তে পারিনি? দুটীকেই চিনেছি! রূপ পরিবর্ত্তন কল্লেই কি কলির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে?

(পুনঃ পুনঃ কশাঘাত)

অশ্ব। (আহত অবস্থায়) ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—দোহাই শূদ্ররাজ—

কলি। চীৎকার করো—মূর্খ ব্রাহ্মণ! তারপর স্বচক্ষে ধর্ম্মের প্রভাব বিনষ্ট দেখে,—কলির হস্তে তোমার অমরত্ব কেমন করে শেষ হয়—তাও দেখো—(পুনঃ কশাঘাত)

অশ্ব। কে আছ ধর্ম্মসেবী? কে আছ হিন্দু? এস—ছুটে এস—কলির হস্তে ধর্ম্মের নিগ্রহ হচ্ছে—এস—এস—রক্ষা করো—

[প্রস্থান]

(উন্মুক্ত অসিহস্তে পরীক্ষিতের প্রবেশ)

পরীক্ষিৎ। এই যে ব্রাহ্মণ—এই যে আমি ধর্ম্মের রক্ষার জন্য যথাসময়ে এসেছি! কে রে দুর্ব্বৃত্ত? গোহত্যা করে—পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ভারতমৃত্তিকা কলুষিত কচ্ছিস্?

(কলিকে আক্রমণ। যুদ্ধে কলিকে পরাজিত করিয়া ভূতলে পাতিত করিয়া তাহার বক্ষে বসিয়া—পরীক্ষিতের তাহাকে হত্যার উদ্যোগ)

কলি। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—মহারাজ! আমি শরণাগত—আমি আপনার পদানত দাস—

(এমন সময় অকস্মাৎ বৃষ ও গাভী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে—ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর রূপ ধারণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও ধরিত্রীর আত্মপ্রকাশ এবং পরীক্ষিতের নিকটে আসিয়া উভয়ে তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক)

ধর্ম্ম ও ধরিত্রী। মহারাজ! ক্ষান্ত হোন্—শরণাগতকে হত্যা কর্ব্বেন না—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

হস্তিনার প্রান্তভাগ। পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য)

অসি হস্তে পরীক্ষিৎ দণ্ডায়মান ;—তাঁহার পদতলে জানু পাতিয়া কলি উপবিষ্ট। এক পার্শ্বে ব্রাহ্মণরূপে 'ধর্ম্ম' এবং ব্রাহ্মণীরূপে 'ধরিত্রী' দণ্ডায়মান।

কলি। মহারাজ! শরণাগতকে বধ করা রাজধর্ম্ম নয়!

পরীক্ষিৎ। হা—হা—হা—হা—শূদ্ররাজ কলি! অধর্ম্মের অবতার তুমি,—তোমার কাছে আমায় রাজধর্ম্ম শিক্ষা কর্ত্তে হবে? বল,—কি অভিপ্রায়ে তুমি নিরীহ বৃষ আর গাভীকে পীড়ন কচ্ছিলে? শুধু তো পীড়ন নয়,—তাদের হত্যা কর্ব্বার উদ্যোগ কচ্ছিলে!

কলি। মহারাজ! পাণ্ডুবংশধর—হস্তিনার অধিপতি আপনি,—সুতরাং আশা করি—জগতের ভূত ভবিষ্যত কিছুই আপনার অবিদিত নয়! ভবিষ্যত যুগাধিপতি কলি আমি! বিধাতার ইচ্ছায় দ্বাপরশেষে সৃষ্টিসংসার আমারই শাসনাধীনে চালিত হবে,—তাই আমি সদলে পৃথিবীতে স্বাধিকার স্থাপনের সূত্রপাত কচ্ছি!

পরীক্ষিৎ। কিন্তু—দুর্ব্বৃত্ত পিশাচ! নিরীহ গো-মিথুনের উৎপীড়নে তোমার কি উদ্দেশ্য সাধিত হবে,—আমি তাই জানতে চাই!

কলি। কেন ভ্রান্ত হচ্ছেন ভারতসম্রাট? নিরীহ গো-মিথুনকে উৎপীড়ন তো আমার উদ্দেশ্য নয়! আমার উদ্দেশ্য, (ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে দেখাইয়া) এঁদের পীড়ন করা,—এঁদের বিনাশসাধন করা,—প্রয়োজন হ'লে!

পরীক্ষিৎ। কে আপনারা? শূদ্ররাজের দমনে নিযুক্ত ছিলেম আমি,—তাই এতক্ষণ আপনাদের প্রতি মনোনিবেশ কর্ত্তে পারিনি। কৃপা করে আপনাদের পরিচয় প্রদান করুন।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! আমি ধর্ম্ম,—আর এই অভাগিনী,—ধরিত্রী!

পরীক্ষিৎ। এঁ্যা—সেকি? আপনারা ধর্ম্ম এবং ধরিত্রী?

ব্রাহ্মণ। হঁ্যা—মহারাজ! অধর্ম্মের প্রতীক এই কলির প্রকোপ হতে ভারতবাসীকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য—ভয়ে ভয়ে ছদ্মবেশে বৃষ-গাভীরূপধারণ করে দুজনে বিচরণ কচ্ছিলেম। আমি বৃষরূপ ধারণ করেছি—আর ইনি গাভীরূপে আমার সঙ্গিনী।

পরীক্ষিৎ। সত্য বল শূদ্ররাজ! তুমি কি এঁদের পীড়ন কর্ব্বার পূর্ব্বে চিনতে পেরেছিলে?

কলি। পেরেছিলুম বই কি মহারাজ! তা নইলে,—এত বড় শক্তিমান আমি,—সমগ্র পৃথিবী অধিকার কর্ত্তে এসে—নিরীহ ঐ দুটী প্রাণীকে উৎপীড়িত কর্ত্তে যাব কেন? কি বল্‌ব মহারাজ,—নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি ঘটেছিল এঁদের, তাই আত্মগোপন করে পলায়ন কর্ব্বার চেষ্টা কচ্ছিলেন। নইলে, যদি সরল ভাবে এসে আমাকে আত্মসমর্পণ কর্ত্তেন—

পরীক্ষিৎ। স্তব্ধ হও পিশাচ! ওরূপ দম্ভপূর্ণ বচন পুনরুচ্চারণ কল্লে—এখুনি তোমার শির দ্বিখণ্ডিত কর্ব্ব,—কিছুতেই ক্রোধ সম্বরণ কর্ত্তে পার্ব্বনা! ওঃ—দেখ্—দেখ্রে পিশাচ,—কি নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করেছিস্ এই দুটী নিরীহ জীবকে! তোর কশাঘাতে পাদপ্রহারে অবলা ঐ গাভীটী,—জর্জ্জরিত কাতর হয়ে এখনও মৃতবৎসার ন্যায় রোদন কচ্ছে! আর হতভাগ্য বৃষ,—তোর দারুণ প্রহারে ওর তিনটী পদ ভগ্ন হয়েছে,—মাত্র একটী পদে দণ্ডায়মান হয়ে ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে কম্পিত দেহে অবস্থান কচ্ছে!

কলি। মহারাজ! অধীনের কথায় প্রত্যয় করুন। বৃষের অঙ্গভঙ্গ আমার উদ্দেশ্য ছিল না। বিধাতার ইচ্ছায়, সামান্য প্রহারে ওর পদত্রয় অকস্মাৎ ভগ্ন হয়েছে। আমার অভিপ্রায় ছিল,—ধরিত্রীর সঙ্গে ধর্ম্মের বিচ্ছেদ করা!

পরীক্ষিৎ। কেন? তাতে তোমার কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হবে?

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! শূদ্ররাজ কলির উদ্দেশ্যের কথা শুনুন। হে রাজন্! আমি ধর্ম্ম,—তপস্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্যরূপ চতুষ্পদে বৃষরূপে আমি পৃথিবীতে এতকাল অবস্থান কচ্ছিলেম। বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মে আমার তিনটী পদ ভগ্ন হয়েছে। এক্ষণে ঐ যে দেখ্ছেন—একটী পদ,—এখন হ'তে ঐ সত্যরূপ একটীমাত্র পদকে আশ্রয় করে কোনমতে আমায় অবস্থান কর্ত্তে হবে। নরনাথ! ধর্ম্মের যদি সেই চতুষ্পদ অভগ্ন থাকে,—আর এই ধরিত্রীর সঙ্গে যদি তার

বিচ্ছেদ সংঘটিত না হয়,—তাহ'লে পৃথিবীতে কলির তো প্রাধান্য স্থাপিত হয় না মহারাজ!

ব্রাহ্মণী। হায় মহারাজ—অলঙ্ঘ্য বিধিলিপি! দৈবাৎ আজ কলিকে আয়ত্তাধীনে পেয়ে তাকে শাস্তি প্রদান করে—আপনি আমার চিরদিনের কর্ম্মভোগের কি করে অবসান কর্ব্বেন? কতবার—কতবার—আমার ভূরিভার হরণ কর্ব্বার জন্য নারায়ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর কি এ জীবনে সে সৌভাগ্য আমার হবে? দৈবজ্ঞের কাছে শুনেছি, শূদ্ররাজ কলির প্রাধান্যকালে—গোব্রাহ্মণধর্ম্মদ্বেষী শূদ্রগণেরই ভোগ্যা হয়ে আমি চিরদিন থাক্‌বো! হায়—দুর্ভাগ্য সন্তানগণ!

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! অকারণ কলির প্রাণদণ্ডের কোন প্রয়োজন নাই! বুঝ্‌তে পাচ্ছি—আমাদের দুর্দ্দশায় আপনি অন্তরে বেদনা অনুভব কচ্ছেন। আপনি আশ্বস্ত হোন্ নরনাথ,—যদিও বৃষরূপী ধর্ম্ম আমি,—ত্রিপদভঙ্গে—মাত্র একপদে,—ঐ সত্যরূপ চতুর্থ পদে নির্ভর করে ক্ষীণদেহে বিচরণ ক'র্ব্ব,—আমি মুক্তকণ্ঠে দুঃখিনী পৃথিবীর সন্তানদের বল্‌ছি,—যদি তা'রা সত্যের পদাশ্রয় কখনো ত্যাগ না করে,—তা'হ'লে এই পাপাচার কলির অধিকারভুক্ত না হয়ে—সচ্ছন্দে মনের সুখে সংসারে জীবনযাপন কর্ত্তে সক্ষম হবে।

(ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ ও গাভীর অন্তর্ধ্যান)

পরীক্ষিৎ। শুন শূদ্ররাজ !
বিচারিয়া বুঝিয়াছি মনে,
সত্য যাহা কহিলেন ধর্ম্ম দ্বিজরূপী,—
বিধিলিপি অলঙ্ঘ্য সংসারে।
সে হেতু তোমারে আমি—
ক্ষমিলাম প্রাণদণ্ড গুরু অপরাধে।
সত্য যদি হয় বিধির বিধান—
অনিবার্য্য কলির প্রাধান্য মহীতলে,—
হোক্—ক্ষতি নাহি তায় !
কিন্তু পাপাচার—জেনো সুনিশ্চয়—
সে সময় এখনও নহে সমাগত !
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-স্থাপিত—
ধর্ম্মরাজ্য—পবিত্র এ বিশাল ভারত,
রবে যতদিন, পাণ্ডুবংশধর রাজার অধীনে,—
ততদিন—কোনো স্থানে হেথা—
কলির না রবে অধিকার !
যাও—দূর হও—অধর্ম্মের অবতার !
এই দণ্ডে কর পরিহার,—ধর্ম্মের আবাসভূমি !

কলি। নরনাথ! অকৃতজ্ঞ নহে এ অধীন !
কৃপা করি প্রাণদান দিয়েছ হে দাসে—
ধন্য মানি তাহে আপনারে।
কিন্তু কহ মোরে প্রভু—

কোথা যাব—কোথা রব ত্যজিয়া ধরণী ?
ধর্ম্ম মোর চিরবৈরী,—আমি ধর্ম্মদ্বেষী,—
স্বর্গে পশিবারে নাহি অধিকার !
ওহে কৃপা-অবতার—
হবে কোন্ স্থানে বসতি আমার,—
করুণায় করুন নির্দ্দেশ !
আদেশ পালিতে ভৃত্য সতত প্রস্তুত !

পরীক্ষিৎ। সমস্যা বিষম শূদ্ররাজ !
ব্রহ্মবর্ত্ত—লীলাস্থল সত্য ও ধর্ম্মের,—
অসম্ভব অধর্ম্মের আশ্রয় সেথায় !
আছে বটে—পূণ্যধর্ম্মসীমাবহির্ভূত—
অধর্ম্মের বাস-উপযোগী চারি স্থান,—
যাও কলি—বসতি করহ সেথা !

কলি। কহ প্রভু—কোথা সেই মনোরম স্থান চতুষ্টয় ?

পরীক্ষিৎ। দ্যূতক্রীড়া—মদ্যপান—অসতী রমণী,—
আর প্রাণীহিংসা অকারণ—
বিদ্যমান যেই স্থানে,
অধর্ম্ম দেদীপ্যমান যেথা অহর্নিশি,—
যাও শূদ্ররাজ,—নিরাপদে তথা করহ বসতি !

কলি। কৃতার্থ কিঙ্কর রাজা—কৃপায় তোমার !
সত্য বটে—অতি আরামের চারি স্থান মম !
কিন্তু প্রভু—আমি দাস তব মানি,—

তবু—রাজা আমি—শূদ্ররাজ কলি,—
আছে অগণিত অনুচর মোর !
মাত্র চারিস্থানে—
সঙ্কুলান কেমনে হইবে নরনাথ ?

পরীক্ষিৎ। ভাল—ইচ্ছা যদি হয় তব শূদ্রপতি,
বসতির তরে,—আরও কয়স্থান করিনু নির্ণয় তব
যেথা মিথ্যা কথা প্রচলিত অকারণ ;—
যেথা গর্ব্ব-অহঙ্কারে তৃণজ্ঞান করায় ধরণী ;
পুরুষ রমণী যেথা—কামচর্চ্চা বিনা,—
কার্য্যান্তরে নাহি দেয় মন,—
অবৈধ উপায়ে করে কাম-উপাসনা—
শোণিত-সম্বন্ধ না করি বিচার ;
জ্ঞাতিহিংসা,—আত্মীয়-বিরোধ,—
অপরের সর্ব্বনাশে তুষ্টি যেই স্থানে ;
যেথায় কৃপণ কিম্বা বিত্তশালী জন,—
অর্থের সদ্ব্যয় ভ্রমেও না করে ;—
অধর্ম্মের অনুচরতরে,—
লহ শূদ্ররাজ—আরও এই কয়স্থান।
কিন্তু সাবধান,—নির্দ্দিষ্ট বসতি ত্যজি,
ব্রহ্মবর্ত্তে—ভ্রমেও না করিও প্রবেশ।

কলি। সেকি কথা নরপতি ?
আপন বসতি ত্যজি—

কেন যাব আর পরাশ্রয়ে পরবাসে ?
আমি রাজা,—আত্মসম্মানের জ্ঞান—
অবশ্যই আছে মম,—দেব !
এবে—বিদায় দেহ এ দাসে !

পরীক্ষিৎ। হায় বিধি—বুঝিতে না পারি—
কি আছে তোমার মনে !
মাত্র পদার্পণে পাপাত্মা কলির,—
শুধু সূত্রপাতে তার—
ধর্ম্ম-ধরিত্রীর যদি দুর্গতি এমন,
নাহি জানি ভয়াবহ কি পরিবর্ত্তন,
কি সব লক্ষণ,—নেহারিবে জগজন সবে—
যবে পূর্ণ কলিযুগ আসিবে ধরায় !
শূদ্ররাজ ! বাধা যদি নাহি থাকে তব,
জানিতে বাসনা মোর,—তুমি রাজা হ'লে—
ভূমণ্ডলে প্রজাগণ সবে,—
কি ভাবে যাপিবে দিন সমাজে সংসারে !

কলি। মতিমান্ ! অভয় যদ্যপি প্রদানিলে দাসে,
উল্লাসে কহিব সমুদায়,—
রুষ্ট নাহি তায় হইবে রাজন ?
পুণ্যভূমি এ ভারতে—
পূর্ণ অধিকারকালে মোর,—
সমাজ-শৃঙ্খল নামে কিছু না রহিবে।

জনে জনে হবে ধর্ম্মদ্রোহী,—
নাহি রবে সত্যের আদর—
প্রতিপদে মিথ্যাভাষী হবে নরনারী।
দেহ মন পবিত্র রাখিতে,—
যত্ন না করিবে কেহ ;
জীবে দয়া—ক্ষমা আদি মনোবৃত্তি যত,
রবে শুধু পুঁথিগত,—কিম্বা রসনায়,—
কার্য্যক্ষেত্রে এ সবের না হবে প্রকাশ !
আয়ুঃ স্বল্প হতে স্বল্পতম হবে ক্রমে,
স্মৃতিশক্তি—শৌর্য্যবীর্য্য বিলুপ্ত হইবে।
অর্থবল প্রবল মানিবে সবে,—
জনে জনে নতশির হবে তার কাছে।
পশুবল প্রাধান্য লভিবে—
পরাজয় করি দৈববলে।

পরীক্ষিৎ। আর—বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কি দশা হইবে ?

কলি। নরনাথ ! রসনা জড়িত হয়—সে কথা কহিতে !
সবাকার হ'তে—ব্রাহ্মণের হবে অধোগতি !
নিষ্ঠাহীন—আচার-বিচার-শূন্য দ্বিজ,—
নিজকার্য্যদোষে,—
"কলির ব্রাহ্মণ"—নামে হবে অভিহিত !

পরীক্ষিৎ। স্তব্ধ হও দুরাচার—
অকারণে ব্রাহ্মণের নিন্দা যদি কর,

এই খরতর তরবারি—
দিব বিদ্ধ করি আমূল ও বুকে !
"যাবৎ মেরৌ স্থিতা দেবা যাবৎ গঙ্গা মহীতলে
চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবৎ তাবৎ বিপ্রকুলোদ্ভবঃ ।
ব্রাহ্মণ,—চিরদিনই রহিবে ব্রাহ্মণ !
কৌস্তুভ রতন,
ভ্রমে হস্তচ্যুত হয়ে—
পড়ে যদি বিষ্ঠাহ্রদে,
তবুও সে দুর্লভ অমূল্য মণি,—
জগতের কাছে তার অটুট গৌরব ! [প্রস্থান]

(কলির কিছুক্ষণ পরে হাসিয়া প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হস্তিনার রাজ-অন্তঃপুর

উত্তরা ও ইরাবতী

উত্তরা । কহ বৎসে—কেন অকস্মাৎ আজি
নির্জ্জনে সাক্ষাৎ চাহ মম সনে ?
কিবা হেন গোপনীয় বক্তব্য তোমার,—
যার তরে—দেবালয় হ'তে,
জোর করি সাথে নিয়ে এলে অন্তঃপুরে ?

ইরাবতী । মাগো—তুমি রাজমাতা—সর্ব্বেসর্ব্বময়ী,—

তোমারি সংসার ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ,—
পুত্র পৌত্র পুত্রবধূ দাসদাসী—
ঐশ্বর্য্য সম্পদ—রাজ্য ধনজন—
সকলি তোমার!
একি মা দুর্ভাগ্য আমা সবাকার,—
তুমি দিবানিশি দেবালয়ে করিবে যাপন–
দিয়া বিসর্জ্জন মায়া-মমতায়?

উত্তরা। বধূমাতা! একি আজি নব ভাব তব?
পুরাতন অতীতের কথা—
নূতন করিয়া কেন উত্থাপন?
বিষয়-বাসনা-সংসার-বর্জ্জন—
উত্তরার আজি কি নূতন,—
যে কারণ হেন প্রশ্ন শুনি তব মুখে?
দ্বাদশ বৎসর,—মাত্র দ্বাদশ বৎসর—
না হইতে অতিক্রম,—
নারীর চরম শাস্তি ঘটেছিল ভালে!
সমস্বরে কহিল সকলে,—
"ওরে মন্দভাগিনী উত্তরা!
খোল্ ত্বরা হাতের কঙ্কণ,—
ঘোচা রে সত্বর সিঁথির সিঁদুর তোর,—
দূরে ফেল্ বেশভূষা—সাজ্ ভিখারিণী!
তুই রে বিধবা,—

বিধবা—দুঃখিনী জনমের মত ;
বিধাতার অভিপ্রেত,—
বালিকাবয়সে তুই স্বামীহারা !”

ইরাবতী। মাগো—জানি সেই মর্ম্মভেদী করুণ কাহিনী!
তেঁই গো জননী—
শ্রীচরণে ধরি সাধি বার বার,—
যা হবার গেছে হ’য়ে—ফিরিবে না আর !
ধাতার ইচ্ছায় যদি—
স্বামীসঙ্গসুখভোগ না হ’ল কপালে,—
পুত্রধনে পেয়েছিলে কোলে—
সে দারুণ শোকে লভিতে সান্ত্বনা।
তবু কেন সংসারী হ’লেনা দেবী ?
সন্তানে প্রসবি,—অর্পি নবজাত শিশু—
পিতামহী সুভদ্রার কোলে,—
সূতিকা আগার ত্যজি—সন্ন্যাসিনী বেশে,
সেই যে জননী,—পরিহরি অট্টালিকা,
একাকিনী দেবালয়ে লইলে আশ্রয়,
আজিও অবধি,
সমভাবে নিরালায় যাপিছ জীবন।
হাঁ মা ! আমি পুত্রবধূ তব—কন্যার সমান,-
আমারও কি সাধ নাহি হয়,—
শ্বাশুড়ীর চরণ সেবিতে ?

স্বভাবতঃ ! পৌত্রগণ, নিজপুত্র হ'তে,—
কত আদরের ধন হয় রমণীর ;
হা রে পোড়া অদৃষ্ট আমার !
মোর পুত্রগণ,
স্বর্গীয় সে আদরে বঞ্চিত চিরতরে !

উত্তরা। শান্ত হও বৎসে,—
বৃথা দুঃখে সন্তাপিত না কর অন্তর !
করি আশীর্ব্বাদ,
পুত্রগণ তব হোক্ দীর্ঘজীবী !
তুমি ভাগ্যবতী সতী,
ছিলে রাজরাণী,—এবে শুনি রাজমাতা,—
এ হ'তে সুখের কথা—কি আছে আমার ?
শুনি,—পরীক্ষিৎ গেছে নাকি বিদ্রোহ-দমনে,-
কোথা কোন্ শত্রুরে শাসিতে !
আজও বুঝি আসিবে না বাছা ?

ইরাবতী। মাগো ! আমি অতি অভাগিনী,—
নাহি জানি কোনো বার্ত্তা পুত্রের তোমার !

উত্তরা। সে কি বৎসে ? কেন হেন কথা ?
কতদিন গেছে পরীক্ষিৎ ?
না—না—শুনিয়াছি,—নহে বহুদিন,—
হয় নাই সপ্তাহ অতীত !

তৃতীয় অঙ্ক

(ধাত্রী মঙ্গলার প্রবেশ)

মঙ্গলা। আহা—এই যে মা রাজনক্ষ্মী—কদ্দিন পরে—বোসো মা—আগে গড়টুকুন করে নিই—(প্রণাম)

উত্তরা। নারায়ণ—নারায়ণ!
ধাত্রী! সংবাদ কুশল তব?

মঙ্গলা। আর মা—তোমার ছিচরণের কল্যাণে কৌশল-টৌশল একরকম সব এর মধ্যে করে-কম্মে নিয়েছি! তুমি তো নিজের ঘরসংসার দেখনা—

উত্তরা। কহ গো মঙ্গলা—
কবে গিয়াছেন মহারাজ তোমাদের—
বহির্দ্দেশে শত্রুর দমনে?

মঙ্গলা। কি করে বলবো বড়রাণী মা-ঠাক্‌রুণ্! তবে আর আমাদের বৌরাণীর দুঃখু কি? আপনার ছেলে কি আর এ অন্দরের পথ মাড়াচ্ছে?

উত্তরা। সেকি? বধূমাতা!
সত্য কি সংবাদ?
স্বামীসনে দেখা নাহি হয় তব?

মঙ্গলা। রাণী হোন্—রাজার মাই হোন্,·· সেইতো এতটুকু কালকের বৌ,—কত পোঁ—পোঁ—শাঁক বাজিয়ে বিয়ে দিয়ে এনেছি! সোয়ামীর কথা কিনা,—তাই নজ্জা কচ্ছে—খুলে বল্‌তে! বল মা—বলো! নজ্জা কি? শাশুড়ী তোমার,—বল—

ইরাবতী। ধাত্রী! যাও—দেখ কোথা পুত্রগণ মম।
লয়ে এস সবাকারে,—
আশীর্ব্বাদ করিবেন মাতা!

মঙ্গলা। তা তো কর্ব্বেন! তা যখন এয়েছেন অক্রেপা করে—পঞ্চাশ কি একশো বছর পরে,—তখন নাতিদের একবার কোলে কর্ব্বেন বই কি! তবে, যে জন্যে তোমাকে ডেকেছিলুম,—বলি তোমায় বড়মা,—কি বল?

উত্তরা। ভাল—কহ তুমি তবে,—
বধূমাতা যদ্যপি সরমে—
নিজমুখে প্রকাশিতে না হন সক্ষম।

মঙ্গলা। বোলবো আর কি মা? বেটাটী তোমার বৌমাকে যাতে ভালো-টালো-বাসে,—একটা শেকড়-মেকড় কিছু দাও—

ইরাবতী। দূর হও অসভ্যা রমণী—

উত্তরা। যাও ধাত্রী—নিজকার্য্যে,—
বুঝিয়াছি বক্তব্য তোমার!

মঙ্গলা। ওঃ—কাল্‌কের পুঁটকে বৌ—চোক্ অম্‌নি রাঙ্গালেই হ'ল আমাকে? মাকে বলবো না তো বোলবো কি এসব নোংরা কথা পাড়াপড়শীর কাছে?

ইরাবতী। ধাত্রী—ব্যগ্রতা করিগো তোরে!
কতকাল পরে পেয়েছি মায়ের দেখা,—
বিরক্ত না কর ওঁরে—

মঙ্গলা। ওমা—কথা কইবো—তা আবার অক্তপাত কি গো! তুমি

ও বৌয়ের কথা শুনোনি মা,—বেটার তোমার বায়-টান্ ধরেছে—বৌকে একটা শেকড়-মেকড় দাও—

[মঙ্গলার প্রস্থান]

ইরাবতী। ছি—ছি—ছি—ছি—!

উত্তরা। অজ্ঞান অবোধ গ্রাম্যনারী,—
অসংযত ভাষায় তাহার—
ক্ষুণ্ণ নাহি হও বৎসে!
বুঝিয়াছি আমি সমাচার!
আভাষে ঈঙ্গিতে মঙ্গলা ধাত্রীর,
আর বিক্ষুব্ধ মনের ব্যথা তব—
মুখভাবে যতদূর প্রকাশিত,—
উপলব্ধি হইয়াছে তাহে মোর,—
যে কোনো কারণে আপাততঃ—
প্রীতা নহ তুমি মম তনয়ের প্রতি।
সতি! বধূমাতা তুমি—কন্যাস্থানীয়া আমার,—
আমি পূজনীয়া শ্বাশুড়ী তোমার!
ভক্তিশ্রদ্ধা মোরে কর যদি মাতা,
নারীর কর্ত্তব্য—উপদেশ-গাথা কিছু—
শুনাইতে বাসনা আমার!

ইরাবতী। মা—মা—জননী গো—
অপরাধী কেন কর তনয়ারে!
ও মা—শুধু কন্যা নহি,

আমি পদাশ্রিতা দাসী যে তোমার ;
লব শির পাতি উপদেশ-বাণী তব।

উত্তরা। সাধ্বী সতী মা আমার !
এইমাত্র জিজ্ঞাসিলে মোরে,
পুত্রের জননী হয়ে—পুত্র কোলে পেয়ে,
পতিবিয়োগের পরে—
কেন আমি সংসারত্যাগিনী ?
মাগো—নাহি জানি—অন্য রমণীর কথা !
আমি শুধু বুঝিয়াছি মরমে মরমে,
পতি বিনা রমণীর কাম্য বস্তু আর—
কিছু নাই,—কিছু নাই এ পাপ সংসারে।
হোক শত পুত্রকন্যা,
থাক্ বর্ত্তমান—
পিতা মাতা ভ্রাতা—আত্মপরিজন ;
ধনরত্ন—সম্পদ বৈভব,—
রহুক ভাণ্ডার পূর্ণ—মণিমাণিক্যসম্ভারে—
ওমা—সব শূন্য—কিছু নাই—কেহ নাহি রমণীর,—
মাত্র একজনের বিরহে !
সেই জন—
স্বামী—পতি—নারীর সর্ব্বস্বধন !

ইরাবতী। মাগো ! পাদস্পর্শ করি—কহি সত্য কথা,
ভ্রমেও কখনো—

শ্রদ্ধাহীনা হই নাই তব পুত্র-প্রাত।
কিন্তু—হায়—আমি অতি ভাগ্যহীনা,
তাই—মনোমত সেবিতে না পাই—
সতীর বাঞ্ছিত ধন—স্বামীর চরণ।
অর্পি রাজ্যভার—কিশোর বালকে,
লয়ে হীন সহচরগণে,
নর্ত্তকীবৃন্দের সনে,
বসতি বিলাসকুঞ্জে ইদানীং তাঁর।
বল মা আমার—
স্বামীর এ অন্যায় আচারে,
তুষ্টা কিসে রহে অভাগিনী!

উত্তরা সত্য বটে,—দুঃখের এ সমাচার,—মাতা!
কিন্তু—কেন ব্যথা উপজিল অন্তরে তোমার,-
বুঝিতে না পারি আমি!
মুক্তভাবে ঘোরে ফেরে স্বাধীন পুরুষ,—
সহস্র লোকের মাঝে;
সংস্পর্শে আসে, অগণিত ভিন্ন প্রকৃতির
কত শত জন—সহচর রূপে,—
তাহে মতিস্থির যদি নাহি রহে তার,—
ক্ষণিক দৌর্ব্বল্য হেতু,
অকস্মাৎ হয় যদি স্খলিত চরণ,
সাধ্বী সতী—নিজ হস্ত করি প্রসারণ,

পতন-উন্মুখী পতিরে তখন,
মিষ্টভাষে—যোগ্য উপদেশে—
সরল গন্তব্য পথে করিবে চালিত !

(পরীক্ষিতের প্রবেশ)

পরীক্ষিৎ। মা—মা—এসেছ মা? কখন্ এলে মা? পায়ের ধূলো দাও মা—(পদধূলি গ্রহণ)

উত্তরা। কখন্ এলে বৎস?

পরীক্ষিৎ। এইমাত্র শূদ্ররাজকে দমন করে ফিরে আসছি মা! এসেই শুন্‌লুম,—তুমি এসেছ! ধাত্রী—ধাত্রী—ওরে—জন্মেজয়কে সংবাদ দে,—রাজকুমারদের সংবাদ দে,—আমার মা এসেছে,—আজ আমার মা এসেছে!

উত্তরা। রাজকুমারদের সংবাদ দেওয়া হয়েছে পরীক্ষিৎ! তুমি এত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন বৎস? কত পরিশ্রম করে এলে,—এইবার বিশ্রাম করো!

পরীক্ষিৎ। কিসের বিশ্রাম? কেন বিশ্রাম কর্ব্ব? তোমাকে কতদিন—কতদিন পরে বাড়ীতে পেয়েছি,—আমার শ্রম-কষ্ট কি থাকৃতে পারে মা? এস মা—এস মা,—ঘরে ব'স্‌বে চলো! আমি আজ তোমাকে দেবালয়ে যেতে দোবোনা,—কক্ষনো দোবোনা!

উত্তরা। তা কি হয় বাছা? সন্ধ্যায় ঠাকুরদের আরতি দেখ্‌তে হবে,—আহ্নিক জপতপ—

পরীক্ষিৎ। ঐ জন্যেই তো দেবালয়ে গিয়ে আমার সুখ হয়না! ইরা—ইরা—চট্ করে একখানা আসন আন্‌তে পারো? যাও যাও,—দাঁড়িয়ে কেন? [ইরাবতীর প্রস্থান]

উত্তরা। শোনো বাবা—আমি এখনও তো কিছুক্ষণ আছি! তুমি বিরামকক্ষে যাও,—বেশ পরিবর্ত্তন কর,—শ্রম দূর করে—কিছু খেয়ে দেয়ে নাও—

পরীক্ষিৎ। ঐ—ঐ—আস্‌ছে মা—তোমার নাতির দঙ্গল আস্‌ছে—

(জন্মেজয়, শ্রুতিসেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন প্রবেশ করিল)

জন্মেজয়। ঠাকুমা—ঠাকুমা—কখন এলেন ঠাকুমা— (প্রণাম)

(একে একে সকলে "ঠাকুমা"—"ঠাকুমা" বলিয়া প্রণাম করিল)

উত্তরা। থাক্—থাক্—আশীর্ব্বাদ কচ্ছি—দীর্ঘজীবী হও! আয় ভাই,—সংসারে যখন ঢুকে পড়েছি—একবার মায়ার বেড়ীটা পরি! আয়—আয় ভাই—একবার তোদের বুকে ধরি—

(সকলকে বুকে ধরিল)

(আসন লইয়া ইরাবতী ও মঙ্গলার প্রবেশ)

মঙ্গলা। মরি—মরি—কি শোভাই হয়েছে মা! যেন মা যশোদা দাঁড়িয়ে জোড়া জোড়া কেষ্টো বলরামকে বুকে করে নিয়েছে!

পরীক্ষিৎ। আর দেখ্‌বি ধাত্রী—আরও এক শোভা দেখ্‌বি? তবে দাঁড়া—দাঁড়িয়ে দেখ্—(আসন পাতিয়া) বোসো মা—বোসো—একবার বোসো মা—একবার বোসো—

উত্তরা। কেন বাবা—বসে কি কর্ত্তে হবে পরী?

পরীক্ষিৎ। কি কর্ত্তে হবে—দেখ্‌বে এখন! (উত্তরা বসিতেই—তাহার কোলে মাথা রাখিয়া—দুই হাতে উত্তরার গলা জড়াইয়া) কত কাল—কতকাল—না—না—মনে পড়েনা—এ স্বর্গের সুখ হতভাগ্য পরীক্ষিতের জীবনে কখনো হয়েছে কিনা! এ সৌভাগ্য কখনো হয়নি মা! আমার পোড়া অদৃষ্টে—মায়ের কোল—বাপের আদর কখনো পাইনি! তাই আজ ছোট ছেলেটীর মত মেঝেতে শুয়ে মায়ের কোলে মাথা রেখে আমার এত আনন্দ! কাঁদ্‌ছ? কাঁদ্‌ছ মা? কাঁদো মা—তুমিও কাঁদো—আমিও কাঁদি, ঐ দেখ সবাই কাঁদ্‌ছে!

উত্তরা। একি কল্লি বাপ্—এ তুই কি কল্লি আমার? এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের কঠোর সাধনা আমার আজ এম্নি করে নষ্ট কল্লি? মায়াময়ের চরণে আত্মসমর্পণ করে যে মায়ার শৃঙ্খল থেকে এতকাল নিজেকে বহু চেষ্টায়—বহু যত্নে দূরে রেখেছিলুম,—সহস্র পাকে দুঃখিনী মাকে সেই মায়ার শৃঙ্খলে জড়িয়ে দিলি বাপ্‌?

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নিবিড় অরণ্য।

কৃশের প্রবেশ।

কৃশ। শৃঙ্গীর বড় অহঙ্কার! সে দিন সুন্দরীদের সাম্‌নে—কি রকম অপমানিত আমায় কল্লে! ও আশ্রমে আমার আর থাকা চল্‌তেই পারে না। একবার ঋষিবরকে না বলে

যাওয়া উচিত নয়। যাই—দেখি—ঠাকুর আবার কোথায় ধ্যানে বস্‌লেন!

(নিকৃতির প্রবেশ)

নিকৃতি। মান করে কোথায় চল্লে প্রিয়তম?

কৃশ। এঁ্যা—কে—? তুমি—তুমি? সুন্দরি! এ নিবিড় জঙ্গলে তুমি হঠাৎ—

নিকৃতি। তোমারই সন্ধানে। তোমার জন্যে—শুধু নিবিড় জঙ্গলে কি কি বল্‌ছ, আমি বনবাদাড়ে—পগারে—আঁদাড়ে পাঁদাড়ে—জলে অনলে-সাগরের তলে—এমন কি চুলোয় পর্য্যন্ত যেতে পারি!

কৃশ। কেন? আমার জন্যে তুমি এত কষ্ট স্বীকার কর্ব্বে কেন?

নিকৃতি। ওমা—বল কি? একেবারে অবাক কল্লে যে আমায়? সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতে কার পিসে?

কৃশ। সত্যই কি তুমি আমার প্রতি আসক্তা?

নিকৃতি। আসক্তা কি শালকাঠের তক্তা,—তা তোমার মত বেরসিক কম্‌বক্তা কি বুঝ্‌বে? সেই যে তুমি চলে গেলে—উঃ—আমায় একেবারে হত্যা করে গেলে, তা' জানো? আমায়—আমায়—উঃ—নিষ্ঠুর পুরুষজাতি-তোমায়—তোমায়—কি বল্‌ব—তোমায় ধিক্!

কৃশ। তিরস্কার করো সুন্দরী—সত্যই আমি তিরস্কারের উপযুক্ত!

নিকৃতি। না—না— তোমায় কি তিরস্কার কর্ত্তে পারি,—তাহ'লে যে আমি সন্ত সন্ত বাত-শ্লেষ্মা-বিকারে দম্ ফেটে মর্ব্ব!

কুশ। দম ফেটে মর্ব্বে ?

নিকৃতি। মর্ব্বনা ? তোমার জন্যে হতাশে মরণই তো আমার অদৃষ্টে আছে! উঃ—তেষ্টা—তেষ্টা—বিকারের তেষ্টা! একটু জল দাও—তাপসকুমার—একটু জল—জল—

কুশ। জল খাবে সুন্দরী ?

নিকৃতি। না—না—সে জল নয়—সে জল নয়! প্রেমবারি—এক বিন্দু প্রেমবারি—

নিকৃতির ও কুশের গীত

নিকৃতি। আমি, সুধাভ্রমে পান করেছি গরল।
(ঘোর) বিকার-তৃষায়, প্রাণ পুড়ে যায়,
(এক ফোঁটা জল—ওগো—এক ফোঁটা জল,—)
এক ফোঁটা জল দিয়ে করগো শীতল॥

কুশ। কি এমন তৃষা—চাহ কোন্ বারিপান ?
রয়েছে স্রোতস্বিনী,—গিরি-নির্ঝরিণী,—
এস, জুড়াইবে প্রাণ—বাঁচাইবে প্রাণ।

নিকৃতি। রাখো—রাখো প্রাণ—ওগো—বিষে দহে প্রাণ,—

কুশ। বলো—বলো—কোথা পেলে—কি সে হলাহল ?

(গাহিতে গাহিতে দুইজনে মিলিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়াকুমারীগণ আসিয়া মিলনগানে যোগদান করিল)

ওহে প্রেমিকপ্রবর—নারী-জীবন-সম্বল !
তুমি পিপাসায় বারি,
তুমিই তো বিষহারী,
রাখিবে কি—মারিবে হে,—
(সেতো) বিচার তোমারি;—
তুমি যে ভরসা-আশা—অবলার বল ॥

(সকলে কুশকে মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায় লইয়া চলিয়া গেল)

(অনৃতের প্রবেশ)

অনৃত। দাঙ্গা হয়ে যাবে,—সত্যি সত্যি একদিন দোবো ছুঁড়ীকে ঘ্যাচাং করে ফাঁসিয়ে ! না—না—হাসির কথা নয় ! কাঁহাতক আর বরদাস্ত হয় ? যখনই আসি তখুনি দেখি—প্রেয়সীটী আমার, —হয় এক বেটা মুনি—নয় এক বেটা বাম্‌না—নিদেন এক বেটা সিড়িঙ্গে সৈন্য-টৈন্য নিয়ে প্রেমের রঙ্গরস লাগিয়ে দিয়েছে ! ছুঁড়ীর দলবল নিয়ে এই এম্‌নি এম্‌নি করে ধ্যাতাং ধ্যাতাং করে নাচ্‌ছে। আমাকে তো আর আজকাল আমোলই দেয় না ! বল্লেই বলে—"শূদ্ররাজের আদেশ !"

(ছদ্মবেশে কলির প্রবেশ)

কলি। হ্যাঁ—সত্যই আমার আদেশ ! আমিই তো নিকৃতিকে ঐরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করেছি বৎস ! নিকৃতি আর ওর ঐ সব মায়াসঙ্গিনীগণের অপরূপ সৌন্দর্য্য,—হাবভাব

কটাক্ষ, মৌখিক প্রেমাভিনয়, ছলনা এবং কুহকে যতটা শীঘ্র আমি আমার অধিকার স্থাপনে সক্ষম হব,—ঋষি, তপস্বি, নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ, যাজ্ঞিক, পুরোহিত প্রভৃতি কঠোর-ব্রতধারীগণকে—যত শীঘ্র অধঃপাতিত করে আমার বশ্যতা স্বীকার করাতে সক্ষম হবো,—এতটা শীঘ্র এবং সহজে কার্য্যসাধন কি আমার পুরুষ অনুচরদের দ্বারা সম্ভব হয়? তুমি ক্ষুণ্ণ হোয়োনা অনৃত! অনৃত অর্থাৎ অসত্য তোমার নাম। শূদ্ররাজ কলির তুমিই প্রধান সহায়। যাক্—বৃথা প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ কালব্যাজ হ'ল। এক কার্য্য কর দিকি এইবার! অতি শীঘ্র—এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব কোরো না—

অনৃত। কি বলুন প্রভু—কি কর্ত্তে হবে?

কলি। শীঘ্র মায়ামৃগের রূপ ধারণ করো দিকি!

অনৃত। এ্যাঁ—সেকি? সেই সীতেঠাকৃরুণের স্বর্ণমৃগ হবো নাকি?

কলি। না—না—মূর্খ! অনর্থক চীৎকার কোরোনা! হৃষ্টপুষ্ট দিব্য একটী মৃগয়া-উপযোগী মৃগের রূপধারণ করো দিকি!

অনৃত। এই সারলে রে বাবা! হরিণ হতে হবে শেষকালে? তা' কার সীতেটী হরণ কর্ব্বার বাসনা কল্লেন দয়াময়?

কলি। সীতাহরণ নয়—সীতাহরণ নয়! রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় এসেছে! শীঘ্র মায়ামৃগের রূপ ধরে তুমি তাকে এই বিস্তৃত অরণ্যে—তোমার পশ্চাতে অনর্থক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শ্রান্ত—পিপাসার্ত্ত—ক্ষুৎপীড়িত করে—ঐ ধ্যানস্থ শমীক ঋষির সন্নিকটে পৌছে দাও!

অনৃত। ও বাবা—কি হ'ল রে বাবা! এত কাণ্ডের পর—শেষে রাজার বাণ খেয়ে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে প্রাণটা যাবে?

(ক্রন্দন)

কলি। একি অনৃত? আমার সঙ্গে তুমি রহস্য কচ্ছ?

অনৃত। রহস্য বই কি শূদ্ররাজ! আদর করে যমের বাড়ী পাঠাচ্ছেন আমাকে,—এ সময়—বড় কুটুমের মত আপনার সঙ্গে বোট্‌কেরা না কল্লে চলে?

কলি। কে বল্‌ছে তোমায় রাজার বাণে প্রাণ দিতে হবে? আমি অলক্ষ্যে তোমায় রক্ষা কর্ব্ব! বাণ তো দূরের কথা, অরণ্যের কুশাঙ্কুর পর্য্যন্ত তোমার অঙ্গে বিদ্ধ হতে দোবোনা! যাও —আর বিলম্ব কোরোনা! আমি মায়াসঙ্গিনীদের দ্বারা— এ বিস্তৃত অরণ্যের বৃক্ষ সকল ফলশূন্য এবং হ্রদ পুষ্করিণী নির্ঝরিণী,—শুষ্ক জলশূন্য—বালুময় কর্ব্বার ব্যবস্থা করি। শীঘ্র চল— [উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

অরণ্যের অপরাংশ।

বৃক্ষতলে ধ্যানস্থ শমীক ঋষি।

পরীক্ষিৎ শরসন্ধান করিয়া মৃগের পশ্চাতে অতি ব্যস্ত ভাবে প্রবেশ করিলেন। মৃগ নিমেষে পলাইয়া গেল। শরত্যাগ করিয়া পরীক্ষিৎ হতাশ হইয়া পড়িলেন।

পরীক্ষিৎ। ব্যর্থ মম অব্যর্থ সন্ধান,—
কোন মতে নারিনু বিন্ধিতে মৃগে!

ঘনবক্ষে ক্ষণপ্রভা সম,—
এই দেখা দেয়,
চকিতে অদৃশ্য হয় পুনঃ!
মৃগয়া-উল্লাসে হয়ে উত্তেজিত,
উন্মাদের মত—
হয়েছি ধাবিত,
সংযোজিত শর-করে মৃগের পশ্চাতে!
মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়,—
ক্ষুৎপিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ,—
চরণ না চলে আর!
ওঃ—অসহ্য পিপাসানলে
জ্বলে জ্বলে ওঠে বক্ষ—শুষ্ক কণ্ঠনালী,—
নীরস রসনা, মুখে নাহি সরে ভাষ!
জল—জল—একপাত্র জল,—
না—না—মাত্র এক অঞ্জলি-পূরিত
জল যদি পাই,—
কোনো মতে বাঁচাই জীবন!
কোথা জল—কোথা জল? জল—জল— [প্রস্থান]

(ছদ্মবেশী কলির প্রবেশ)

কলি হা—হা—হা—হা—হেথা কোথা জল নৃপমণি?
আহা—ধর্ম্মের সেবক তুমি,—

স্বর্ণপাত্র ভরি—সুশীতল বারি—
এখনি তোমারে ধর্ম্ম এনে দিবে হেথা ?
এস রাজা, অধর্ম্মের পালিতে আদেশ,—
তবে তো পাইবে জল মায়া-অবসানে।
হা—হা—হা—হা— [কলির প্রস্থান]

(পরীক্ষিতের হতাশ ভাবে অত্যন্ত শ্রান্ত দেহে প্রবেশ)

পরীক্ষিৎ। সুনিশ্চয় মায়াচ্ছন্ন বনস্থলী—
নহে,—এক বিন্দু বারি, না হেরিনু কোথা ?
আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য—অতি আশ্চর্য্য ঘটনা !
ঘনবৃক্ষরাজিসমন্বিত—
বিস্তৃত এ অরণ্য-মাঝারে,
কোনো বৃক্ষ নাহি ধরে ফল ?
বিফল প্রয়াস,—
নিদারুণ পিপাসায় অবশেষে—
রুদ্ধশ্বাসে যাবে প্রাণ ?
চমৎকার বিধির বিধান !
জয় ভগবান !
হেরি বিদ্যমান ঋষি সম্মুখে আমার !
সুনিশ্চয় আছে সন্নিকটে—
আশ্রমকুটীর দয়াল ঋষির,—
মিলিবে যেথায় পবিত্র পানীয় কিছু !

(ধ্যানস্থ শমীকের নিকটে আসিয়া)

পরীক্ষিৎ। (করযোড়ে) ওহে ধ্যানমগ্ন যোগীবর !
কৃপা করি মেলহ নয়ন একবার !
দেখ—সম্মুখে তোমার,
বিপন্ন অতিথি এক—
মৃতপ্রায় ক্ষুধায় তৃষ্ণায়।
জানি প্রভু,—নহে কর্ত্তব্য আমার,—
যোগভঙ্গ ধ্যানস্থ যোগীর !
জানি দেব মহাপাপ,—বিঘ্ন উৎপাদন—
তপস্বীর তপশ্চারণসময়ে !
কিন্তু অতি নিরুপায়ে—
এ গর্হিত আচরণ মম !
পিপাসায় যথার্থই প্রাণ যায় প্রভু !
রক্ষা কর—রক্ষা কর মুমূর্ষু এ দীনে !

(জানু পাতিয়া ভূতলে বসিল)

পুনঃ কহি—ওহে ধর্ম্মপ্রাণ মুনিবর !
কাতর অতিথি আমি,—
অন্য ভিক্ষা নাহি কিছু মোর ;—
শুধু এই ঘোর পিপাসায়—
এক অঞ্জলি বারি-প্রত্যাশায়—
উপনীত তব পাশে—ভিক্ষুকের প্রায়
হস্তিনার অধিপতি—রাজা পরীক্ষিৎ।

তৃতীয় অঙ্ক

স্থানত্যাগে যদি ব্রতভঙ্গ হয় তব,—
ওহে কৃপার্ণব—
সন্ধান কেবল যাচি তব ঠাঁই,—
কোথা গেলে পাই জল—বাঁচাতে জীবন!
আভাসে—ইঙ্গিতে—
কোনমতে জানাও আমারে,—
জল,—মাত্র কয় বিন্দু জল মিলিবে কোথায়!

(অত্যন্ত কুপিত হইয়া)

আরে—আরে ভণ্ড যোগী—
যোগধর্ম্ম এই কি তোমার?
অতিথি সৎকার,—বিপন্নের জীবন রক্ষণ,—
তৃষাতুরে বারিদান,—করুণা শরণাগতে,—
তব মতে—যোগী তপস্বীর,—
কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে গণ্য এ সকল?
তুমি দ্বিজ - বর্ণশ্রেষ্ঠ তুমি সে ব্রাহ্মণ?
ব্রহ্মতেজধারী জানি আপনারে,—
এ সংসারে—দর্প-গর্ব্ব-অহঙ্কারে—
হীনজ্ঞানে সবারে উপেক্ষা কর?
আরে দুষ্ট—কলঙ্ক ব্রাহ্মণকুলে!
যজ্ঞসূত্র না থাকিলে গলে তোর,
আমি রাজা—দণ্ডমুণ্ড বিধাতা সবার,—
যোগ্য শাস্তি দিতাম এখনি!

প্রজা যদি হয় অপরাধী,
রাজার কর্ত্তব্য—তার শাস্তির বিধান!
নিরপেক্ষ বিচারের কালে,
পক্ষপাতদোষে দুষ্ট নরপতি,—
রাজধর্ম্মে পতিত হইবে সুনিশ্চয়।
ধর্ম্মভ্রষ্ট আরে পতিত ব্রাহ্মণ—
এই লঘু দণ্ড করিনু বিধান তোর।

(মৃতসর্প ধনুকের অগ্রভাগে তুলিয়া শমীকের গলায় দিল)

নেপথ্যে কলি। (বিকট চীৎকারপূর্ব্বক) হা—হা—হা—
ব্রাহ্মণের রাজদণ্ডভোগ!

পরীক্ষিৎ। (চমকিত হইয়া) ওঃ—ওকি—কার অট্টহাসি?
কে—কোথা কর্কশ কণ্ঠে বিকট চীৎকারে—
শ্রবণ বধির করিল আমার?
কে—কে তুমি—ভীরু কাঁপুরুষ!
কর উপহাস রাজা পরীক্ষিতে?
হ্যাঁ—হ্যাঁ—অপরাধী ব্রাহ্মণের দণ্ডভোগ—
রাজার বিধান,—আমার বিধান!
আমি রাজা!
ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ! সে কি প্রজা নহে মোর?
ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ! সে কি নহে রাজার অধীন? [প্রস্থান]

(অশ্বত্থামা ও শৃঙ্গীর প্রবেশ)

শৃঙ্গী। অজস্র রুধিরস্রাবে,—করি অনুমান,—

মতিমান্ ! দুর্ব্বল শরীর তব ।
কৃপা করি চলুন আশ্রমে,—
স্নিগ্ধ শান্তিময় কুটীরে মোদের !
বৃক্ষমূলে গভীর অরণ্যমাঝে—
কিবা কাজে অসহায়ে করিবে যাপন !

অশ্ব । ধন্যবাদ তাপস-কুমার—
অযাচিত তব সমাদর নিমন্ত্রণে ।
কিন্তু,—নিতান্ত দুঃখিত আমি—
আতিথ্য গ্রহণে অক্ষমতা-হেতু মম !
আমি যুদ্ধব্যবসায়ী বীর,—
সামান্য রুধিরপাতে গ্রাহ্য নাহি করি ;—
নাহি ডরি ঋক্ষব্যাঘ্রসনে—
বঞ্চিতে অরণ্যে একা,—
বৃক্ষতলে ভূশয্যায় লভিতে বিরাম ।

শৃঙ্গী । মহাশয় – ব্রাহ্মণ বলিয়া হয় অনুমান !
কিন্তু—পরিচয় তব পারি জিজ্ঞাসিতে ?

অশ্ব । হে বালক ! অনর্থক কৌতূহল তব !
পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ,—
গৃহশূন্য—আত্মীয়স্বজনবিরহিত,—
পরিচয় কিবা দিব,—কি আছে আমার ?
বাধা যদি নাহি থাকে—তরুণ তাপস-
তব পরিচয় জানাও আমারে !

হয়তো বা কোন দিন সাক্ষাতের তরে,
অবসর-মত আশ্রমে আসিতে পারি!

শৃঙ্গী। মহাত্মন্!
পূজনীয় ঋষিবর শমীকের নাম—
বিদিত কি আছে তব?
এ অধীন তাঁহারি তনয়!

অশ্ব। হ্যাঁ—হ্যাঁ— শ্রুত বটে—
যোগসিদ্ধ শমীক ঋষির নাম!
কোথা তিনি? আছেন আশ্রমে?
সাক্ষাতের ছিল বটে প্রয়োজন!

শৃঙ্গী। দ্বিজবর!
পক্ষাধিক কাল হতে—ত্যজিয়া আশ্রম,
ধ্যান-মগ্ন এই বিজন অরণ্যে কোথা—
মৌন-ব্রতী হ'য়ে যাপিছেন পিতা!
আজি তাঁর সে ব্রতের শেষ দিন।
তাই,—চলিতেছি পিতৃসনে করিতে সাক্ষাৎ,—
সাথে লয়ে তাঁরে ফিরিব আশ্রমে।

(কৃশের প্রবেশ)

কৃশ। ধীরে—ধীরে—শৃঙ্গী—গুরুপুত্র মোর—
এত দ্রুত যেওনা পিতার পাশে!
কি জানি,—যদ্যপি ত্রাসে—
মূর্চ্ছিত হইয়ে পড়' ভূমিতলে!

শৃঙ্গী। কি কহিছ কৃশ—বুঝিতে না পারি!
দেখেছ কি কোন্ স্থানে ধ্যানে মগ্ন পিতা—
করিছেন অবস্থান মৌনব্রতী হ'য়ে?
লয়ে চল সেথা মোরে!

কৃশ। রয়েছেন অতি সন্নিকটে,—
রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়ে—
অপবিত্র দেহ লয়ে বসি মৃতপ্রায়!
ভাবি হায়—কেমনে লজ্জায়,—
পিতাপুত্রে দেখাইবে মুখ লোকালয়ে!

শৃঙ্গী। রাজদণ্ডে দণ্ডিত আমার পিতা?

অশ্ব। কিবা কহ মুনির তনয়?
রাজা দণ্ড দিয়াছে ব্রাহ্মণে?
মিথ্যা কথা—অসম্ভব—প্রত্যয় না করি!

কৃশ। কেবা তুমি শক্তিশালী মহাশয়,—
অকারণে মিথ্যাবাদী কহিলে আমায়?
প্রত্যয় না হয় যদি এ দীনের কথা—
এস দোঁহে—অগ্রসর হয়ে দুই পদ,—
প্রত্যক্ষ নেহার'—ঋষিবরের দুর্দ্দশা!

শৃঙ্গী। এঁ্যা—একি—একি?
পিতা—পিতা—একি হেরি দুর্গতি তোমার?
না—না—যোগে বিঘ্ন কি হেতু করিব?
এখনো সমাধি-মগ্ন রয়েছেন পিতা—

অশ্ব। কহ তাপস-নন্দন—
কি কারণ যোগারূঢ় নিরীহ ব্রাহ্মণে—
শাস্তিদান করিল নৃপতি ?
গভীর বিজন বনে—
অকস্মাৎ কিবা হেতু—শুভ আগমন—
হইল রাজার,—শুনি বিবরণ।

কুশ। হস্তিনার অধিপতি—রাজা পরীক্ষিৎ—
এসেছিল মৃগয়া করিতে বনে।
মৃগের সন্ধানে—ঘুরি চারিধারে—
অবশেষে—শ্রান্ত হয়ে ক্ষুৎপিপাসায়,
ধ্যানস্থ ঋষির কাছে—
সকাতরে বারি করিল প্রার্থনা।
মৌনব্রতী দ্বিজ—বাহ্যজ্ঞানহীন,—
না করিল অতিথি-সৎকার!
ভাবিল নৃপতি,—
হীনজ্ঞানে মুনি উপেক্ষিছে তাঁরে।
ক্রোধে অন্ধ রাজা—পিতারে তোমার,—
কটু উক্তি করিল বিস্তর!
শুধু ব্রাহ্মণ বলিয়া,—
গুরু শাস্তি না করি বিধান—
অপমান করিল ঋষির!
অই মৃত সর্প তুলি আবর্জ্জনা হতে—

ধনুকের অগ্রমূলে,—
দিল পরাইয়ে ঋষির গলায় !

শৃঙ্গী । এত স্পর্দ্ধা দুর্ম্মতি রাজার ?
বিনা দোষে ব্রাহ্মণের করে অপমান ?

অশ্ব । হ্যাঁ—হ্যাঁ—এত স্পর্দ্ধা ধরে রাজা !
রাজা—রাজা—সর্ব্বশক্তিমান্ ধরাতলে !
সে যে রাজা—সে যে সবার উপরে !
তেজ—দর্প—শক্তি তার,—
ধরায় অপরিমেয়—প্রত্যক্ষ নেহারি !
কিসের ব্রাহ্মণ ?   তুচ্ছ তার ব্রহ্মতেজ !
রাজা করিয়াছে অপমান—
পিতার তোমার !
ব্রাহ্মণকুমার ! কি করিবে তুমি তার ?
জানো দুর্দ্দশা আমার ?
স্বচক্ষে দেখেছি—পিতার নিধন মোর—
ব্রহ্মবধ—গুরুবধ ক্ষত্রিয়ের করে !
সেই—সেই প্রতিহিংসা সাধনের তরে,—
ঘোরে ফেরে উন্মত্তের প্রায়—
এই রাজবংশ-নাশ-প্রয়াসী ব্রাহ্মণ !
এবে তুমি ব্রহ্মতেজ লয়ে,
গর্ব্বিত অসার গর্ব্ব অহঙ্কারে,
বিষহীন ভুজঙ্গের প্রায়—

রুদ্ধদ্বারে আপনার ঘরে—
মনোসাধে করহ গর্জ্জন !

(প্রস্থানোদ্যত)

শৃঙ্গী। কি কহিলে দ্বিজ ? (ছুটিয়া অশ্বত্থামাকে ধরিয়া আনিল)
ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন ব্রাহ্মণ !
কি কারণে রুষ্ট হয়ে মম প্রতি—
মহামতি—অকস্মাৎ করিছ প্রয়াণ ?

অশ্ব। না—না—নহি রুষ্ট আমি তব'পরে !
হে বালক !
অনর্থক দেখিতে না পারি,—
কহি সত্য,—সহ্য নাহি হয়,—
পিতৃতুল্য তপস্বীর দুর্গতি বিষম !
ওঃ—কি কহিব তাপসকুমার !
কোন শক্তি থাকিত যদ্যপি—
নিতে প্রতিশোধ,—
প্রাণদণ্ড—প্রাণদণ্ড—সে দর্পী রাজার,—
করিতাম বিধান নিশ্চয় !
ধিক্—ধিক্—অসহায়—দুর্ব্বল ব্রাহ্মণজাতি !

শৃঙ্গী ! বীরবর ! প্রগল্‌ভতা ক্ষম' বালকের !
বড় ব্যথা বাজিছে অন্তরে—
শুনি বারবার তব মুখে—
অসহায় দুর্ব্বল ব্রাহ্মণজাতি !

তুমি শক্তিধর—তুমি দ্বিজকুলোদ্ভব,—
তব যোগ্য বাক্য ইহা নহে কোনমতে !
বেদমাতা গায়ত্রী জননী,—
হেন বাণী শুনি ব্রাহ্মণের মুখে,—
লাজে মনোদুঃখে,
অশ্রুধারা ঝরিবে নয়নে তাঁর !
ব্রহ্মলোকবাসী সবাকার,
উপজিবে মরম-বেদন !

কুশ। আর তব মতে—
বৃথা আস্ফালন করি বাতুলের প্রায়,
ব্রহ্মতেজ উচ্চকণ্ঠে করিলে প্রচার—
দিক্‌দিগন্ত করি মুখরিত,—
হবে পুলকিত—গর্ব্বে স্ফীত—
পিতৃলোক আকাশমণ্ডলে !

শৃঙ্গী। না—না—মূর্খ—অজ্ঞান তাপস !
আপনার মনোবৃত্তি-অনুরূপ,
ধরায় না ভাবো সবাকারে !
শূদ্ররাজ-অনুগত—
পতিত ব্রাহ্মণ তুমি !
কি পদার্থ ব্রহ্মতেজ,—
তুমি তার মর্ম্ম কি বুঝিবে ?

কুশ। যাও—যাও—বৃথা গর্ব্ব করিওনা আর !

শমীক-তনয়,—নিতান্ত নির্লজ্জ তুমি,—
তাই,—সম্মুখে নেহারি—পিতার দুর্গতি,
এখনো তোমার সেই আস্ফালন !

অশ্ব। (কৃশের প্রতি) তুমি অতি নীচ - অতি অসজ্জন,—
তাই এই ব্যথিত বালকে,
মর্ম্মভেদী শ্লেষবাণী কহি এত,—
বেদনা বাড়াও তার !
কেবা তুমি ?
কি সম্বন্ধ তব শমীক ঋষির সনে ?
যাও—দূর হও হেথা হ'তে !
(শৃঙ্গীর প্রতি) তাপস-তনয় ! শান্ত কর মন,—
যা হবার গেছে হয়ে—ফিরে না আসিবে !
সময়-অন্তরে—পাইবে সাক্ষাৎ মম !
এবে যোগভঙ্গ হ'লে,—
লয়ে যেও পিতারে আশ্রমে ;—
দেখি যদি পারি কিছু করিতে উপায়,
তোমার আমার দোঁহাকার—
প্রতিহিংসা সাধনের !

শৃঙ্গী। শুন দ্বিজবর ! আমি নব ব্রহ্মচারী—
সবে মাত্র যজ্ঞসূত্র করেছি ধারণ !
নিত্য সন্ধ্যা-গায়ত্রী-অর্চ্চনা—
বিধিমতে সম্পাদি যতনে,

এ ধারণা বদ্ধমূল মনে,
যথার্থ ব্রাহ্মণ আমি,—
পূর্ণ ব্রহ্মতেজ করেছি অর্জ্জন।
শোনো,—এই মুখে—
অভিশাপ প্রদানি সে দর্পী নৃপতিরে,—

(কমণ্ডলু হইতে বারি হস্তে গ্রহণ করিয়া)

মম পিতৃ-অপমান-হেতু,—
আজি হ'তে সপ্ত রাত্রির ভিতরে,
তীক্ষ্ণ বিষধর—
নাগেশ্বর তক্ষক-দংশনে,—
সুনিশ্চয় প্রাণনাশ হইবে তাহার! (ভূতলে জল নিক্ষেপ)

অশ্ব। ধন্য—ধন্য— তেজস্বী তাপস-সুত!
রোমাঞ্চিত দেহ মম,—
তেজোদ্দীপ্ত পৌরুষ বচনে তব!
উৎসাহিত অবসাদগ্রস্ত প্রাণ মোর,—
কঠোর এ অভিশাপবাণী—
শুনি বিনিঃসৃত তব মুখ হতে!
শুন দেবদেবী—
শুন স্বর্গ হ'তে দেবতামণ্ডলী!
ফলিত যদ্যপি নাহি হয়,—
এই নিষ্ঠাচারী নিষ্পাপ ব্রাহ্মণসুত—
উচ্চারণ করিল যে শাপবাণী আজি,

এই যজ্ঞসূত্র খণ্ড খণ্ড করি—
অগ্নিদেবে শেষাহুতি করিব প্রদান ! [অশ্বথামার প্রস্থান

কৃশ। শৃঙ্গী—শৃঙ্গী—
দেখ—দেখ বুঝি জাগিলেন পিতা তব।

শৃঙ্গী। (শমীকের পদতলে পড়িয়া কাঁদিয়া) পিতা—পিতা—
ওঃ—পুণ্যময় জনক আমার—

শমীক। শৃঙ্গী—শৃঙ্গী—কি হয়েছে প্রিয়পুত্র মোর ?
সমাধির অবসানে—
এইতো চেতন দিব্য লভিয়াছি আমি !
একি ? একি ?
ছি—ছি—কোথা হ'তে মৃতসর্প এক—
গলদেশে বেষ্টিত নেহারি ?
বুঝি ঐ উচ্চবৃক্ষ হ'তে পক্ষীচঞ্চুচ্যুত…

শৃঙ্গী। না—না—স্নেহময় পিতা মোর—
নহে—পশুপক্ষীকৃত এই অপরাধ !
সে সবার হ'তে নিকৃষ্ট যে জীব—
হস্তিনার রাজা পরীক্ষিৎ,—
এই নারকীয় কার্য্য সে দুষ্ট নৃপের।

শমীক। কেন—কেন ?
অকস্মাৎ, কি হেতু বিরাগ মমোপরে,—
পাণ্ডুবংশধর হস্তিনা-রাজের ?

শৃঙ্গী। এসেছিল পাপী মৃগয়াকারণে !

শুনিলাম,—ঘুরি বনে বনে—মৃগের সন্ধানে,—
পিপাসার্ত্ত হয়ে—আসি তব পাশে,—
ধ্যানমগ্ন তুমি সে সময়,—
প্রার্থনা করিল বারি তোমার সকাশে !
হেরি অতিথিসৎকারে বিমুখ তোমারে,—
অবিচারে দুষ্ট রাজা,—
মৃত সর্প দিয়ে তব গলে,—
অপমান করে গেল ব্রাহ্মণের !

শমীক । হায়—হায়—পিপাসার্ত্ত ক্ষুধার্ত্ত নৃপতি—
অতিথি হইয়ে
এসেছিল আমার সদনে ?
দুরদৃষ্টগুণে,—রাজ-অতিথি সৎকারে—
হইনু বঞ্চিত যোগমগ্নহেতু !

শৃঙ্গী । বুঝিতে না পারি পিতা,—
এত আত্মগ্লানি তব কিসের কারণ,—
এ অজ্ঞানকৃত অপরাধে,
লঘু পাপে গুরুদণ্ড লভি তার পাশে !

শমীক । না—না—বৎস—দণ্ড মোরে দেন নাই রাজা !
হয়ে আর্ত্ত পিপাসায়,
অসহ্য ক্ষুধার তাড়নায়,—
হয়তো বা ক্ষণেকের তরে
ঘটেছিল তাঁর মস্তিষ্ক-বিকার !

এতো স্বাভাবিক—বৎস !
এ দশায় ক্রোধের সঞ্চার—
বিচিত্র নহে তো কিছু !

শৃঙ্গী। আর,—অকারণে—
পিতৃ-অপমান হেরি চক্ষের উপরে,—
পুত্র যদি দিগ্বিদিক-জ্ঞান-হারা হ'য়ে—
দেয় অভিশাপ পিতৃ-অপমানকারী—
সেই অত্যাচারী নৃপতিপামরে,—
সুনিশ্চয় সেও স্বাভাবিক পিতা ?

শমীক। এ্যাঁ—সে কি কথা ?
অভিশাপ দেছ নাকি তাঁরে পুত্র ?
কহ—
কিবা অভিশাপ-বাণী – করিয়াছ উচ্চারণ ?

শৃঙ্গী। পিতঃ ! না কহিব অসত্য বচন !
দিছি অভিশাপ দুষ্ট পরীক্ষিতে,—
আজি হ'তে সপ্তাহ ভিতরে,
প্রাণ যাবে তার তীব্র তক্ষক-দংশনে !

শমীক। শৃঙ্গী—শৃঙ্গী—করিয়াছ একি সর্ব্বনাশ ?
রে কুলকলঙ্ক—কুপুত্র আমার !
যজ্ঞ-উপবীত করিয়া ধারণ,
ব্রাহ্মণত্ব লভি—এই পরিণাম তব ?
অকারণে রাজহত্যা করিলি দুর্ম্মতি ?

কত যত্নে শিক্ষাদীক্ষা দিয়াছি তোমারে,
শাস্ত্র বেদ ধর্ম্মগ্রন্থ পড়ায়েছি কত,
সে শিক্ষার এই পরিচয় ?

শৃঙ্গী। পিতা ! কেন অকারণে মোরে কর তিরস্কার ?
হেরি হতমান আপন জনকে—
কে সুপুত্র আছে হেন,—
স্থৈর্য্য ধৈর্য্য ধরি—নিশ্চিন্তে রহিতে পারে,
স্বাভাবিক ক্রোধ করিয়া দমন !

শমীক। যেইজন যথার্থ ব্রাহ্মণ—সেই শুধু পারে !
অব্রাহ্মণে কামক্রোধ পারেনা দমিতে !
বার বার শিখায়েছি তোরে,—
ধৈর্য্য ক্ষমা তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতা,
ব্রাহ্মণের অঙ্গের ভূষণ,—
সাজসজ্জা—শোভাসৌন্দর্য্য দ্বিজের !
পদে পদে বুঝায়েছি কত,
শম—দম—যোগ, তপ,
নিরন্তর শ্রদ্ধাভক্তি ভগবানে,—
ব্রাহ্মণের পরিচয় এ সকল !
হায়—হায় দুর্ব্বুদ্ধি তনয় !
এই ব্রহ্মতেজ—এই ব্রহ্মবল,—
জগতে দুর্লভ—
এই মহাশক্তি ব্রাহ্মণের,—

এইরূপে ক্ষয় করিলি অজ্ঞান—
নিজ কর্ম্মদোষে ?
দুষ্ট ক্রোধবশে—
অভিশাপ দিলি নৃপতিরে ?

শৃঙ্গী। কিন্তু পিতা—করহ বিচার—
কার তরে—শাপগ্রস্ত করিনু রাজারে !

শমীক আপনারই তরে তোর—দুর্ম্মতি বালক !
পাপ ক্রোধ রিপু,—
হিংসাবৃত্তি কুটিল অন্তরে,—
এ দুটীর – চরিতার্থ-হেতু,
অহংজ্ঞানোন্মত্ত তুই দুরাচার—
ব্রহ্মকোপে বধ করিলি রাজায় !
হায়—হায়—নাহি জানি—
প্রায়শ্চিত্ত কিবা এ মহাপাপের !
যাও—দূর হও—কুপুত্র পামর !
ও পাপ বদন তোর না চাহি দেখিতে।

শৃঙ্গী। পিতা—পিতা—ধরি পায়—

শমীক দূর হ'রে কুলাঙ্গার—
স্পর্শে তোর—অপবিত্র হবে দেহ মম !
রাজহত্যাকারী তুই নারকী পিশাচ ! [শমীকের প্রস্থান]

কৃশ। কি করিবে অতঃপর ভাবিতেছ মনে ?
যাও,—পায়ে ধরে সাধহ পিতারে !

ব্রাহ্মণত্ব লোপ সত্য হয়ে থাকে যদি,—
কর গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের বিধান !

শৃঙ্গী। প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন তোমারই হে কৃশ !
ব্রহ্মতেজ পরীক্ষায়—
পতিত না হয় ব্রাহ্মণসন্তান !
তোমার সমান—
অশুদ্ধ নহে এ দেহ শূদ্রাণীর প্রেমে ! [শৃঙ্গীর প্রস্থান]

কৃশ। এখনো তোমার দর্প গর্ব্ব মনে ?
ভাল, দেখি কতদিনে—
বিষদন্ত হয় উৎপাটিত ! [কৃশের প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

অরণ্যের অপরাংশ।

স্বচ্ছ-সলিলপূর্ণ মনোহর তড়াগ, চারিদিকে সুপক্ক ফলভারাবনত বৃক্ষ। পরীক্ষিৎ চিন্তিতভাবে প্রবেশ করিল।

পরীক্ষিৎ। বটে ? এত স্পর্দ্ধা ব্রাহ্মণ বলিয়া ?
রাজা আমি,—
আমারে যদ্যপি উপেক্ষা এমন ;—
এত হীনজ্ঞানে—এত তুচ্ছ ভাবি—
অমর্য্যাদা অসম্মান—
কর যদি দেশের রাজায়,—

তবে, দীন দুঃখী গৃহস্থ সংসারী,—
দ্বিজবংশজাত নহে যারা—

(ছদ্মবেশে অতি বৃদ্ধ শবররূপে কলির প্রবেশ)

কলি। অনন্ত দুর্গতি সে সবার—
এই অত্যাচারী ব্রাহ্মণের করে।

পরীক্ষিৎ। কেবা তুমি ?

কলি। আমি—আমি এই অরণ্যনিবাসী—
এক অতি দীন বৃদ্ধ প্রজা তব,—
শবরজাতীয় !
যদিও এ দাস—ঘৃণ্য ব্যাধব্যবসায়ী,—
ব্রাহ্মণরচিত শাস্ত্রের বিধানে—
সংসারে অস্পৃশ্য সবাকার,
তবু আমি রাজভক্ত প্রজা তব,—
আছে অধিকার—
রাজপূজা—রাজার সেবায় !

পরীক্ষিৎ। কহ - কিবা চাহ তুমি ?
মতি স্থির নহেকো আমার ;—
শান্তিহারা উচাটন মন,—
এ সময় তব প্রীতি-সম্ভাষণ—
ভাল নাহি লাগে।
থাকে যদি আবেদন—অভিযোগ কিছু,—
যেও সভাস্থলে—হস্তিনানগরে,—

কলি। নরনাথ !
স্বার্থহেতু আসি নাই নৃপতি-সদনে !
রাজভক্ত প্রজা আমি ;—
শুনি,—রাজশুভাগমনের বার্ত্তা লোকমুখে,—
শয্যায় বিলীন—
রুগ্ন অশক্ত এ দেহ লয়ে,—
পুণ্যরাজদরশনে,—
অদম্য উৎসাহভরে—
কোন মতে এতদূর এসেছি রাজন্ !
আবেদন—প্রার্থনা দাসের,—
কিছু নাহি রাজার সকাশে এবে !
সমাচার দিল মোর অনুচরগণে,—
ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত নৃপতি ;—
মৃগয়ায় ক্লান্ত শ্রান্ত রাজদেহ,—
বিরামের ত্বরা প্রয়োজন !
তপস্বী ব্রাহ্মণ মুনি অগণন,—
পুণ্যধর্ম্ম আচরণে ব্যস্ত নিজকাজে,—
কিন্তু হায় !
পিপাসার্ত্ত—শ্রান্ত রাজা-অধিরাজ—
প্রজার পালক,—
ইতর ব্রাহ্মণ সবার রক্ষক,—
ব্রাহ্মণের দ্বারে দ্বারে হইয়ে ভিখারী,—

বিন্দুমাত্র বারি নাহি পান কোথা !
শুনি সে বারতা—
হে ভাগ্যবিধাতা সমগ্র প্রজার,—
রাজসেবাতরে উপনীত দাস !

পরীক্ষিৎ হে বৃদ্ধ শবর ! ধন্যবাদ প্রদানি তোমায় ;
তুষ্ট আমি তব রাজভক্তি-পরিচয়ে !
নহ নীচ তুমি ব্যাধজাতি,
আচরণে শ্রেষ্ঠ তুমি ব্রাহ্মণ হইতে !
ব্রাহ্মণের দুষ্ট আচরণে,
ক্ষোভ নাহি আর অন্তরে আমার !
আমি রাজা,—
দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন,
অবশ্য কর্ত্তব্য মম !
আজি স্বচক্ষে নেহারি'—অধর্ম্ম আচার—
অসার ব্রহ্মণ্যতেজে দর্পিত দ্বিজের,—
শাস্তিদানে তারে হইনি কাতর !

কলি । হে—হে—দেখেছি—দেখেছি প্রভু !
মৃতসর্পগলে কাঁদিছে ব্রাহ্মণ—
রাজদণ্ডে হইয়া দণ্ডিত,—
আর পদতলে তার গর্ব্বিত তনয়—
হা—হা—হা—হা—

এখনও 'ব্রহ্মতেজ—ব্রহ্মতেজ' বলি—
উচ্চকণ্ঠে করে আস্ফালন!

পরীক্ষিৎ। কি কহিলে?
'ব্রহ্মতেজ' বলি করে আস্ফালন?
কার? কার এত আস্ফালন হে শবর!

কলি। ওঃ—কার হয় এত আস্ফালন? শমীকপুত্রের,—
মাত্র পঞ্চদশ বর্ষীয় কিশোর!
কি আর কহিব প্রভু—বালকের মুখে
কতই সে অসার গর্জ্জন?
কহে,—'দেখাব এবার—
ব্রাহ্মণের কি সে ব্রহ্মতেজ!'
হা—হা—হা—হা—শুনে হেসে মরি রাজা!
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ থাকিত যগ্যপি,
অস্তিত্ব তাহার—যদি হইত সম্ভব,
তা'হ'লে রাজন্!
দ্বিজগলে বিলম্বিত মৃত ভুজঙ্গম,
তখুনি জীবিত হ'য়ে,—
ঐ রাজকলেবর—
দংশনে করিত ভস্ম তীব্র বিষানলে! [কলির অন্তর্ধান]

পরীক্ষিৎ। কি—কি—কি কহিলে বৃদ্ধ?
দংশনে করিত ভস্ম মোরে?
ব্রহ্মতেজ—ব্রহ্মতেজ?

হে শবর—
একি ? কোথা গেল বৃদ্ধ আঁখি পালটিতে ?
একি ? কেন চিত্তে আসে অপ্রসন্ন ভাব ?
সুবিচার,—শাস্তির বিধান অপরাধী জনে,—
রাজকর্ত্তব্য পালনে,—
অভাব কি ঘটিল কোথায় ?
ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা—শাস্তিদান দ্বিজে,—
কর্ত্তব্য কি তবে নহে নৃপতির ?

(অশ্বথামার প্রবেশ)

অশ্ব। নিশ্চয় কর্ত্তব্য তব !
তুমি রাজা—ক্ষত্রবীর তুমি,—
রাজদণ্ডধারী—তুমি শক্তিশালী !
অকর্ত্তব্য কি আছে তোমার ?

পরীক্ষিৎ। কে—কে তুমি ? যেন পরিচিত কণ্ঠস্বর—,
কোথা যেন দেখেছি তোমায় !

অশ্ব। সুনিশ্চয় দেখেছ আমায় ;
জন্মকাল হ'তে আছি পশ্চাতে তোমার !

পরীক্ষিৎ। কে—কে—গুরুপুত্র ?
তুমি—তুমি কেন এ বিজন বনে ?
হে ব্রাহ্মণ ! কহ মোরে—
সত্য কি হে মৃত্যুকামী তুমি মম ?

চাহ মোরে করিতে নিধন !

অশ্ব । হঁ্যা—হঁ্যা—চাই আমি নিধন তোমার !
পিতৃহত্যা-প্রতিশোধ করিতে গ্রহণ,
নহে শুধু তোমার মরণ,—
হে রাজন্ !
কামনা আমার পাণ্ডুবংশলোপ !

পরীক্ষিৎ । হে ব্রাহ্মণ—ক্ষমা করো মোরে—
আমি কভু সাধি নাই শত্রুতা তোমার !

অশ্ব । মম পিতৃহত্যাকারী—যেই দুরাচার,
ব্রহ্মবধ—গুরুবধ—অবৈধ উপায়ে—
অকাতরে সংসাধিত যে পামর হ'তে,—
তার বংশে যে আছে যেখানে—

পরীক্ষিৎ । রসনা সংযত কর—দুর্ব্বিনীত দ্বিজ !
শত্রু যদি আমি তব,—
যোদ্ধা তুমি—
এস—দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর মোর সনে !
কিম্বা—তৃপ্ত যদি হও আমার নিধনে,—
লহ এই খরধার অসি,
প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র ব্রাহ্মণ !
শিরশ্ছেদ মোর কর নির্ব্বিবাদে,—
অঙ্গুলিচালনে বাধা নাহি দিব তোমা !

অশ্ব । না—না—যুদ্ধসাধ আর নাহি মম !

বুঝিয়াছি মনে,—
একা অসহায় হতভাগ্য আমি—
দেহশক্তির প্রয়োগে,—
রাজশক্তিসনে যুদ্ধ বাতুলতা মম।
আছি প্রতীক্ষায়—
প্রত্যক্ষ করিতে ব্রহ্ম-শক্তির প্রভাব!
ধরাতলে যদি কভু পাই এ প্রমাণ,—
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ—
নহে সে কথার কথা,—
নহে—নহে তাহা অলীক কল্পনা
শাস্ত্রকার স্বার্থপর ব্রাহ্মণজাতির,—
সেই দিন হ'তে—
এ জগতে কারও শত্রু নহে অশ্বত্থামা!
জীবনের স্রোত—সেই শুভক্ষণে,
জেনো মনে এই ব্রাহ্মণের,—
অন্যপথে হবে প্রবাহিত!

পরীক্ষিৎ। হা—হা—হা—হা—এতক্ষণে—
চৈতন্য উদয় তব—ভিখারী ব্রাহ্মণ!
দ্রাক্ষাফল আহরণে,—
সুস্বাদ গ্রহণে তার—
অসমর্থ হইলে শৃগাল,—
তিক্ত—কটু—বিস্বাদ বলিয়ে তারে

বিক্ষুব্ধ অন্তরে করে পরিহার।
সেই সার যুক্তি তবে—
ওহে ব্রহ্মণ্যের অবতার—বীর অশ্বত্থামা!
ক্ষাত্রবীর্য্য প্রদর্শনে হইয়ে বিরত,
হও নিয়োজিত এইবার—
ব্রহ্মতেজ করিতে অর্জ্জন!
দেখ যদি হয় তব শত্রুর নিধন,—
যদি মিটাইতে পার প্রতিহিংসা-তৃষা!

অশ্ব। হ্যাঁ—হ্যাঁ—সেই আশা বদ্ধমূল প্রাণে মম!
ব্রহ্মতেজে প্রতিহিংসা-তৃষা—
অবশ্য মিটিবে এই ব্রাহ্মণের!
নহে বেশীদিন,—মাত্র সপ্তাহ দিবস!
আরে দর্পী মোহান্ধ ক্ষত্রিয়!
শুধু এই সপ্তদিনের ভিতর,
নহে শুধু আমি,—
স্বচক্ষে দেখিবে তুমি,
বিশ্ববাসী নেহারিবে জলন্ত প্রমাণ,
ব্রহ্মতেজ প্রত্যক্ষ ধরায়!
আর কল্পনা-নয়নে দেখি আমি,
শমীক ঋষির অপমানে,
তাঁর ব্যথিত পুত্রের ব্রহ্মশাপ-বাণী—
ঐ—ঐ—কালসর্প—ভীষণ তক্ষকরূপে—

লেলিহান রসনায় উদ্গারি অনল,—

দংশিল—দংশিল তোরে দুর্ম্মতি ভূপাল!

পরীক্ষিৎ। রক্ষা করো—রক্ষা করো তক্ষকদংশনে—

রক্ষা কর ব্রাহ্মণের কোপানল হতে!

অজগর ফণা উত্তোলন ও জিহ্বায় অনল উদ্গারণ করিতে করিতে অকস্মাৎ সম্মুখে প্রকাশিত হইল! রাজা মানসনয়নে চক্ষের সম্মুখে তাহা দেখিতে পাইয়া—ভয়ে অশ্বত্থামার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন,—তাহারও সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন বিশ্বদাহী অনল নির্গত হইতেছে। আর অশ্বত্থামা তীব্র রোষদৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাশ্যপের গৃহের প্রাঙ্গন।

কাশ্যপ ও সুপ্রভা।

সুপ্রভা। বিদ্যে তোমার যথেষ্ট হয়েছে—তা জানি,—কিন্তু—তা'তে আমার বা আমার এই এত বড় সংসারের কি লাভ বল্‌তে পার ?

কাশ্যপ। কি বল্‌ছ ব্রাহ্মণী ? বিদ্যার্জ্জনে লাভ নেই ? বিদ্যাশিক্ষার লাভই—বিদ্যালাভ !

সুপ্রভা। সে তুমি বিদ্যেলাভ করো আর অবিদ্যেলাভ করো,—তা আমার দেখ্‌বার দরকার নেই! আমি এমন করে আর তোমার সংসার চালাতে পার্ব্বনা! রোজ রোজ—এ রকম অভাব আর কত কাল সহ্য হয় ?

কাশ্যপ। আর চিন্তা নাই ব্রাহ্মণী,—এত কষ্ট করেছ,—আর দিনকতক সহ্য করো! এবার যে ঔষধ প্রস্তুত করেছি,—এই সুদীর্ঘ বৎসরকাল—হিমালয় প্রদেশে গুরুর নিকট অবস্থান করে,—সেবায় তাঁকে তুষ্ট করে—বিষহারী যে সকল ওষধী আর সদ্যফলপ্রদ যে মন্ত্র লাভ করেছি,—জনসমাজে একবার সে কথা প্রচারিত হ'লে—যথার্থই আর দারিদ্র্যকষ্ট

থাক্‌বে না ব্রাহ্মণী! আমরা ধনবান হবো,—প্রভূত অর্থশালী হয়ে মহাসুখে অট্টালিকায় বাস করে জীবন যাপন কর্ত্তে পার্ব্ব।

সুপ্রভা। বামুনের ছেলের লম্বা আশা দেখে—গা জ্বলে যায়! ধনবান হবে,—অট্টালিকায় থাক্‌বে,—ক্ষীরসর ননীছানা খাবে,—এ সব ধাপ্পাবাজী অনেক করেছ,—সুপি বামনী ওতে আর ভুল্‌বেনা! হাড় মাস জ্বালিয়ে খেলে গো জ্বালিয়ে খেলে! এক বেলা পেট ভরে অন্নের সংস্থান নেই,—কেবল বসে বসে—বই পড়ছেন,—বই লিখ্‌ছেন,—পুঁথি ঘাঁটছেন—আর ছাই-পাঁশ ওষুধ তৈরী কচ্ছেন!

কাশ্যপ। অকারণ রাগ কচ্ছ কেন সুপ্রভা? আমি যে দিনরাত চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পরিশ্রম কচ্ছি,—এ কি জীবিকা অর্জ্জনের উদ্দেশ্যেই নয়? আমি কি ক্রীড়াকৌতুক করে বৃথা সময় নষ্ট কচ্ছি,—তুমি বল্‌তে চাও ব্রাহ্মণী?

সুপ্রভা। হ্যাঁ,—তা ছাড়া আবার কি বল্‌ব? পেটে অন্ন নেই—দেহে বস্ত্র নেই,—ঘরে একটা কপর্দ্দক নেই! আজ রাত্রি পোহালে—কাল যে কি হবে,—আমি কিছুতেই ভেবে ঠিক কর্ত্তে পাচ্ছিনা! কাল কেন? আজ বাছারা আমার,—এই বিকেলবেলা গুরুবাড়ী থেকে পড়াশুনো করে এসে যখন 'কি খাব' বলে কাছে দাঁড়াবে,—তখন শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে—ছেলে পাঁচটাকে কি খেতে দিই বল দিকি? (রোদন)

কাশ্যপ। স্থির হও—সুপ্রভা—স্থির হও! অনর্থক কাঁদ্‌লে কোনো ফল হবেনা! তাইতো—কি করি? শেষে কি লোকের কাছে হাত পেতে ভিক্ষে কর্ব্ব? ব্রাহ্মণই হই আর দেবতাই হই,—হাত পাত্‌লেই লোকে হীনজ্ঞানে অবজ্ঞা কর্ব্বে! আর একবার—একবার বিরূপাক্ষের কাছে কিছু ঋণের জন্য যাব নাকি?

সুপ্রভা। আর সে তোমায় ঋণ দেবে? সেদিন—এই দুমাসের সুদ বাকী পড়েছে বলে,—কড়া তাগাদা করে গেছে! বলে গেছে,—সে আর টাকা ফেলে রাখ্‌তে পার্ব্বেনা! আর কত ঋণ কর্ব্বে শুনি? দেখ্‌তে দেখ্‌তে—একশো টাকা থেকে চারশো টাকার ওপোর দাঁড়িয়েছে—

কাশ্যপ। এঁ্যা—সেকি? চার শো টাকা? এত টাকা হ'ল কি করে?

(বিরূপাক্ষ বৈশ্যের প্রবেশ)

বিরূপাক্ষ। হুঁ—হুঁ—ঠাকুর! উত্তমর্ণের টাকা—ছারপোকার মত অনবরতই ডিম পাড়ে,—বাচ্ছা বিওতে থাকে! একশো টাকায় মোট চারশোটী টাকা হয়েছে,—তাই শুনেই আঁৎকে উঠ্‌লে বাবাঠাকুর? জগন্নাথ আচায্যির বেটা—বাপের শ্রাদ্ধের জন্যে পঞ্চাশটী টাকা নিয়েছিল,—তিনমাসে—পাঁচশোখানি মুদ্রা বাপের সুপুত্তুর হয়ে গুণে দিতে হয়েছিল!

সুপ্রভা। তা বাছা—আমাদের টাকাটা চারগুণ হ'য়ে দাঁড়ালো কি করে শুনি?

বিরূপাক্ষ। সোজাসুজি এইটে মাথায় নিলেই বুঝ্‌তে পার্ব্বে

মাঠাকরুণ,—তিনটী মাস স্থদ জমা হলেই—সেই স্থদের টাকাটী আসলে গিয়ে চড়ে,—আবার তারও স্থদ বাড়ে। এই রকম স্থদের স্থদ তো অনবরত তোমাদের দুবছর—আড়াই বছর চল্‌ছে! তারপর,—বাবাঠাকুর তীর্থ ভ্রমণ কর্ত্তে গেলেন;—বল্লেন,—গিন্নীঠাক্‌রুণের সংসারের জন্যে যখন যা দরকার হবে—

কাশ্যপ। থাক্—থাক্—বুঝেছি!

বিরূপাক্ষ। বুঝতেই তো হবে,—না বুঝলে আমি তো ছাড়বোনা!

কাশ্যপ। যা অদৃষ্টে আছে—তাই হবে। নারায়ণের মনে যা আছে—তাতো খণ্ডন কর্ব্বার উপায় নেই।

বিরূপাক্ষ। নারায়ণের ইচ্ছেয় আজ তিনমাসের স্থদটা ঝেড়ে দিন দিকি—

কাশ্যপ। কোথায় পাবো বিরূপাক্ষ? আজ আমাদের সপরিবারের আহারের সংস্থান নেই বলে,—ভাব্‌ছিলুম,—তোমার কাছ থেকে কিছু কর্জ্জ করে নিয়ে আস্‌বো!

বিরূপাক্ষ। ও বাবা—এই কর্জ্জের স্থদই জুগিয়ে উঠ্‌তে পাচ্ছনা—আবার কর্জ্জ তোমাকে দেবে কে? আচ্ছা ঠাকুর—মতলবখানা কি? অনবরত তো দেনা বাড়াতেই চল্লে? শোধবার উপায় কি ঠাওরাচ্ছ বল দিকি?

কাশ্যপ। ভাই! নারায়ণের ইচ্ছায়—এইবার যে ঔষধ শিখে এসেছি,—আশা করি—এইবার তোমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ কর্ত্তে পার্ব্ব!

বিরূপাক্ষ। আরে পাগল না ছন্ন? তুমি কি মনিষ্যি বল দিকি? ছুটো গাছপাতার রস নিংড়ে লোককে খাওয়াতে শিখে,—ছুটো ঘায়ের প্রলেপ তৈরী কর্ত্তে শিখে,—ছুটো ঝাড়ফুঁক্ কর্ত্তে শিখে,—একেবারে বড়লোক হয়ে যাবে? বিরূপাক্ষের দেনা শুধ্‌বে—যা আজ পর্য্যন্ত কোনো দেন্‌দার পারেনি?

সুপ্রভা। তাই যদি তুমি জানো বিরূপাক্ষ—তা'হ'লে কিসের জন্যে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে এত টাকা কর্জ্জ দিয়েছ?

বিরূপাক্ষ। ব্রাহ্মণ সজ্জন মানুষ,—বামুনের মেয়ে তুমি,—মিছে কথা বোল্‌বোনা! তোমাদের এই ভিটেটুকু,—দিব্যি নদীর ধারে,—অনেক দিন থেকে এর ওপোর আমার টাঁক্!

কাশ্যপ। এ্যাঁ—কি বল্‌ছ বিরূপাক্ষ?

সুপ্রভা। ঠিকই বল্‌ছে! নইলে,—কি উপায়ে ওর দেনা শোধ কর্ব্বে তুমি? আমিও তাই ভাবি—যে, বিরূপাক্ষ বেণে,—চাইবামাত্রই টাকা দিচ্ছে যখন,—তখন নিশ্চয়ই এর ভেতোর ওর একটা কিছু গূঢ় উদ্দেশ্য আছে!

বিরূপাক্ষ। ভাল—ভাল বলেছ মাঠাকরুণ্! অঙ্ক কষে দেখেছি,—আর ত্রিশটী মুদ্রা দিচ্ছি,—বাড়ীখানি দয়া করে অধীনকে ছেড়ে দাও। আমি মেরামত সেরামত কিছু করে নিয়ে,—রুগ্ন পরিবারটীকে এনে পবিত্র বামুনের ভিটেতে বসে গঙ্গার হাওয়া ভক্ষণ কর্ত্তে থাকি।

কাশ্যপ। বল কি বিরূপাক্ষ? সামান্য অর্থের জন্য তুমি সপরিবার এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে পথে বসাবে?

বিরূপাক্ষ। পথে বস্‌বে কেন? দিব্যি বড বড বটগাছ আছে,—চমৎকার গাছতলা সব পড়ে আছে,—খাসা হাওয়া,—রোদ-বিষ্টির আঁচটী পর্য্যন্ত লাগ্‌বেনা! সেইখানে সব তোফা চেটাই বিছিয়ে থাক্‌বে! আর নয় তো,—রাজার অতিথশালা,—ঠাকুরবাড়ী আছে;—বামুন দেখ্‌লিই খুব যত্ন করে রাখ্‌বে—খাওয়াবে দাওয়াবে!

সুপ্রভা। নারায়ণ! বাকী ছিল—গাছতলা,—তাও তোমাব ইচ্ছায় হোলো ঠাকুর!

(কাশ্যপের পঞ্চপুত্রের প্রবেশ)

সকলে। "মা—কি খাবো—বড্ড খিদে পেয়েছে মা" (বলিয়া রোরুদ্যমানা সুপ্রভাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল)

কাশ্যপ। নারায়ণ! নারায়ণ! আব কত কষ্ট দেবে ঠাকুব? ওঃ—

বিরূপাক্ষ। তা'হ'লে কি বল বাবাঠাকুব? ত্রিশটী টাকা নিযে বাড়ীখানি ছেড়ে দেবে?

সুপ্রভা। তাই নাও—ওগো—তাই নাও! তোমাব দুটী পায়ে পডি! যাক্ বাড়ী—যাক্ ঘবদোব জমীজমা—চুলায় যাক্ সব! ত্রিশ টাকা—ত্রিশ টাকা,—তবু অনেক দিন—অনেক দিন পরে বাছাদের পেট পুরে দুটী খাওয়াতে পার্ব্ব! তারপর—তারপর—ওঃ—

পুত্রগণ। কাঁদ্‌ছ কেন মা? বাবা! কি হযেছে?

১ম পুত্র। ওবে ভাই! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি,—এই বিরূপাক্ষ সুদখোরটা টাকা নিতে এসেছে! টাকা নেই—বাবা দিতে

পারেনি—তাই বোধ হয় বাবাকে মাকে এ লোকটা খুব অপমান করেছে !

২য় পুত্র। হ্যাঁ গা—সুদখোর মশাই—তুমি এত নিষ্ঠুর কেন ? বাবা তোমায় টাকা দেবে কোথা থেকে ? টাকার জন্যে বাবা-মা আমাদের খেতে দিতে পারেনা বলে কত কাঁদে !

৩য় পুত্র। যেখানে যা টাকা পাই—সবই তো তোমাকে দিই,—

বিরূপাক্ষ। আরে—যা—যা—যা—চ্যাংড়াগুলো কোথাকার ? কি বল ঠাকুর ? বাড়ীখানা দেবে ?

১ম পুত্র। কেন ? বাড়ী দেবে কেন তোমাকে ? বাড়ী দিলে আমরা থাক্‌বো কোথায় ?

বিরূপাক্ষ। চুলোয় থাক্‌বে ! যত কিছু না বলি—তত যেন বাড়িয়ে তুল্‌ছে—

সুপ্রভা। চুপ্‌ কর্‌—চুপ্‌ কর্‌ বাছারা ! আর সর্ব্বনাশের ওপোর সর্ব্বনাশ করিস্‌নি ! ওকে কিছু বলিস্‌নি—তা'হ'লে—

১ম পুত্র। কেন ? বোল্‌বোনা কেন ? টাকা ধার দিয়েছে,—সুদ নিয়েছে —আবার টাকা ফিরিয়ে নেবে ? ওকে ভয় কর্ব্ব কেন ? ওকি বাঘ না ভাল্লুক— না—মানুষখেকো কুমীর ?

সুপ্রভা। ওরে—ওরে—বাছা—তাদের বরং ভয় কর্ত্তে নেই,—ওকে দেখ্‌লে যমের মত ভয় কর্ত্তে হয় !

বিরূপাক্ষ। কি রকম কাশ্যপ ঠাকুর ? মুখের কথাটা খসাওনা ! বলি—বাড়ীখানা দেবে—না—রাজদ্বারে অভিযোগ করে আমি জোর করে বাড়ীটা দখল কর্ব্ব ?

কাশ্যপ। আর একমাস—বিরূপাক্ষ—মাত্র একটী মাস আমাকে সময় দাও ভাই। আমি তার মধ্যে যদি তোমার সমস্ত টাকা পরিশোধ কর্ত্তে না পারি,—নিও ভাই,—তুমি সচ্ছন্দে এই বাড়ীখানি অধিকার কোরো। তখন আমি একটী কথাও তোমাকে বল্‌বোনা!

বিরূপাক্ষ। আমি আর অত দিন অপেক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বনা। নিতান্তই যদি সময়ের জন্য কান্নাকাটী করো—তা'হ'লে আমি আর বড় জোর এক সপ্তাহ সময় দিতে পারি। তখন আর ত্রিশটী মুদ্রাও দোবোনা,—বাড়ীটী জোর করে দখল কর্ব্ব!

কাশ্যপ। আচ্ছা তাই হবে। নারায়ণের যদি তাই ইচ্ছা হয়,—সত্যই যদি মহাপাপের অন্ত না থাকে,—তা'হ'লে—স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে গাছতলায় আশ্রয় নোবো। কিন্তু—আর দুটো চারটে মুদ্রা,—দোহাই তোমার,—দু'একদিনের পেট চালাবার মত—

বিরূপাক্ষ। আর এক কপর্দ্দকও নয়। পয়সার মুরোদ যার নেই—তার পেট চালাবার দরকার কি? পেটে আগুন লাগিয়ে বসে থাকোনা! [বিরূপাক্ষের প্রস্থান]

সুপ্রভা। কি হবে? ওগো—কি হবে? আজ যে ঘরে সত্যিই কিছু নেই!

কাশ্যপ। কিছুই নেই? এ বেলার এই কটা ছেলেদের খাবার মত—

১ম পুত্র.। না বাবা—আমার খিদে নেই,—আজ আর আমার খাবার দরকার হবেনা!

সকলে। আমাদেরও খিদে নেই বাবা ?

২য় পুত্র। আমরা এক পেট জল খেয়ে—দিব্যি ঘুমিয়ে পোড়বো এখন ! কি বলিস ভাই ?

সকলে। ঠিক বলেছিস্ মেজদা'—

সুপ্রভা। কি কল্লে নারায়ণ—কি কল্লে মধুসূদন ! এত কষ্ট মায়ের প্রাণে সহ্য হবে কেমন করে ?

(কপালে করাঘাত করিতে করিতে রোদন)

১ম পুত্র। ওমা—ওমা—এমন করে তুমি কেঁদোনা মা—কেঁদোনা ! তোমার কান্না দেখ্‌লে আমাদের সকলের বুক ফেটে যাবে ! ঐ দেখ মা—সবাই কাঁদছে—সবাই কাঁদছে ! আমরা কেউ আর তোমাকে জালাতন কর্ব্বনা মা—

২য় পুত্র। যতদিন না বাবার খুব টাকাকড়ি হবে,—ততদিন আমরা কেউ খেতে চাইবো না মা !

সকলে। খিদে পেলে—বনের ফল খেয়ে আস্‌বো—

কাশ্যপ। নারায়ণ ! হরি ! মধুসূদন ! দীননাথ ! কে বলে তুমি আমাদের প্রতি নিদয় ? জগবন্ধু ! অনাথনাথ ! তোমার অনন্ত অসীম দয়া না হ'লে—এমন পুত্ররত্ন কেউ লাভ কর্ত্তে পারে ? এমন সতী সাধ্বী পত্নী কারও হয় ? উপার্জ্জন-অক্ষম নরাধম আমি,—একবার ভুলেও কখনো সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিনি ! আর, এই অভাগিনী, ধনবান পিতার প্রদত্ত সমস্ত অলঙ্কার হাসিমুখে—

সুপ্রভা। থাক্—থাক্ ! ওগো—তোমার পায়ে পড়ি,—ও সব কথায়

আর কাজ নেই! এখন কি কর্ব্বে—যাহোক্ একটা উপায় করো! আমি বাছাদের জল খাইয়ে শুইয়ে রাখ্‌তে পার্ব্বনা গো—

১ম পুত্র। ভাব্‌ছ কেন মা? বাবা বলেন তো—নারায়ণ কখনো কা'কেও অনাহারে রাখেন না! ডাকোনা মা—বাবার মত তুমিও নারায়ণকে ডাকোনা! আয় ভাই—আমরাও সবাই নারায়ণকে ডাকি—

পঞ্চপুত্রের গীত

আমরা কেন হে ক্ষিধেয় মরি?
তুমি অন্নদাতা—জগতের পিতা,
আমাদের কেন বিমুখ শ্রীহরি?
অন্ন তুলে দাও ক্ষুধিতের মুখে,
ব্যথা পাও প্রাণে ব্যথিতের দুঃখে;—
তোমারে যে ডাকে, দেখা দাও তাকে,
তুমি হে ভরসা দারুণ বিপাকে;—
অনাথশরণ হে মধুসূদন, দীনে দাও পদতরি॥

কাশ্যপ। সত্য বল্‌ছি গৃহিণী,—ছেলেদের মুখে হরিনাম শুনে—আমার হতাশ প্রাণে যেন শক্তির সঞ্চার হ'ল! নারায়ণের চরণ স্মরণ করে,—যাই একবার বাইরে বেরিয়ে,—কোন সুহৃদের কাছ থেকে—

চতুর্থ অঙ্ক

স্বপ্রভা। তাই করো—তাই করো! নারায়ণের নাম নিয়ে—একবার চেষ্টা করো—

(অচিনের প্রবেশ)

অচিন্। চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণের নাম! কার সাধ্যি বিফল করে?

বালকগণ। এই যে—এই যে—তুমি এসেছ ভাই?

১ম পুত্র। সেই সেদিন শুকদেব ঠাকুরের বাড়ীতে ব'ল্লে,—'একদিন তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে তোমাদের বাপ-মার সঙ্গে দেখা কর্ব্ব,—আলাপ কর্ব্ব—'

অচিন্। এইতো এসেছি! হঁ্যা—হঁ্যা—কত ঝঞ্ঝাট আমার,—তবু ভুলিনি!

স্বপ্রভা। মরি—মরি—কে এ ছেলেটী?

কাশ্যপ। যেন স্বর্গের চাঁদ—

স্বপ্রভা। দেখ—দেখ—যেন ব্রজের গোপাল এসে দাঁড়ালো! হঁ্যারে ক্ষিতু—হঁ্যারে অপু—

অচিন্। আমায় তো চিন্তে পেরেছিলে মা! আবার ভুলে যাচ্ছ কেন?

১ম পুত্র। ওকি বলে জানো মা? ও বলে,—ও তোমার ছেলে—আমাদের ভাই! হঁ্যা ভাই অচিন্! কই,—সেদিন যে ব'ল্লে,—আমাদের বাবা—আমাদের মা তোমাকে কত ডাকে,—তুমি সময় হ'লেই আস্বে—

অচিন্। কি জ্বালা—আসিনি তো কি? এইতো এসেছি!

২য় পুত্র। কই, বাবা বলে আমার বাবাকে তো ডাক্‌লে না,—মা বলে তো আমার মাকে ডাক্‌ছ না!

অচিন্। (কাশ্যপের কাছে গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া) বাবা—বাবা—উঃ তুমি আমায় বড্ড ভালবাসো,—কেমন—না, বাবা?

কাশ্যপ। (অচিন্‌কে বক্ষে ধরিয়া) ওরে—ওরে—এমন পাষাণ পৃথিবীতে কে আছে,—তোকে ভাল না বাস্‌বে বাপ আমার! আঃ—বুকটা সত্যিই জুড়োলো রে—

১ম পুত্র। আর এই যে ভাই,—আমাদের মা, তোমার দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছে—

অচিন্। (ছুটিয়া সুপ্রভাকে জড়াইয়া ধরিয়া) মা—মা! চোখের জলটা মুছে ফেলোনা মা! আমার মা হ'লেই কি কাঁদ্‌তে হবে?

সুপ্রভা। ওরে—আবার বল্—আবার বল্ আমি তোর মা! তোর মুখে মা-বলা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার ইচ্ছে হচ্ছে—আমি এখুনি মরি!

অচিন্। মা—মা—আমায় ভুলোনা মা! আমায় যখুনি ডাক্‌বে—আমি তখুনি মা বলে ছুটে আস্‌বো!

সুপ্রভা। আস্‌বি বাবা? সত্যি তুই আস্‌বি? এত ভাগ্য কি করেছি আমি?

অচিন্। সত্যি মা—সত্যি বাবা—এত ভাগ্য তোমাদের মত কেউ করেনি!

কাশ্যপ। সব সত্য—বাবা! একদিকে সত্যই আমাদের মত এমন

ভাগ্য কেউ করেনি। কিন্তু—সংসারী-হিসেবে—বড় দুর্ভাগ্য আমাদের! মা ব'লে—বাবা ব'লে—কি জানি কোথা থেকে আদর করে কাছে এলি,—আর, ঘরে এমন কিছু নেই এ হতভাগ্যদের—

অচিন্। ঐ যাঃ—বল্‌তে ভুলে গেছি! ও মা—ও বাবা—ও ভাই ক্ষিতু—অপু—শীগ্‌গির বা'রবাড়ীতে যাও—

সকলে। কেন—কেন?

অচিন্। আ আমার পোড়া কপাল! কঞ্চুকী বুড়ো রেগেই খুন হবে! (নেপথ্য পানে চাহিয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে) এস ঠাকুর—এইখানে চলে এস—

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। কথায় বলে,—ছেলেমানুষের মরণ! সঙ্গে করে এক গাদা লোককে এনে বাইরে দাঁড় করিয়ে—! বলি,—কি আক্কেল হে ছোক্‌রা?

অচিন আমার আক্কেল ঐ রকম বেয়াড়া! তোমারই বা আক্কেল কি? আমি না হয় বাবা-মা পেয়ে ভুলে গিয়েছিলুম,—তুমি বুড়ো মিন্‌সে,—একটু বুদ্ধি খরচ করে সটান ভেতরে চলে আস্‌তে পাল্লেনা?

কাশ্যপ। ব্যাপার কি কঞ্চুকী ঠাকুর?

আরে বল্লেন কেন কাশ্যপ ঠাকুর! আজ আমাদের নূতন রাজার জন্মতিথি উপলক্ষে রাজমাতা যত ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে—

সব ভারে ভারে ভোজ্য উপহার পাঠাচ্ছেন কিনা! তা এই বালক ব'ল্লে,—কাশ্যপ ঠাকুরের বাড়ী আমি চিনি, সেইখানেই আমি যাচ্ছি। তাই পথ দেখিয়ে আমাদের সঙ্গে ক'রে বরাবর নিয়ে এল! এনে নিজে বাড়ীর ভেতর বসে আনন্দ উৎসব লাগিয়েছে,—আর, মিষ্টান্ন দধি ক্ষীর ছানা —চালডাল—ফলপাকড়—শাকসব্জি নিয়ে পঞ্চাশ জন ভারবাহী বাইরে দাঁড়িয়ে প্রাণান্ত হবার উপক্রম!

কাশ্যপ। এঁ্যা—সেকি—সেকি? চলুন—চলুন—

[কঞ্চুকীর সহিত কাশ্যপ ও বালকগণের প্রস্থান]

সুপ্রভা। বাছা! বল্ তুই কে! বল্ তুই কে? আর ছলনা করিস্‌নি বাপ্ আমার—সত্যি করে বল্!

অচিন্। দুঃখে দুঃখে মার আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! শুকদেব ঠাকুরের কাছে তোমার ছেলেরাও পড়তে যায়—আমিও সেখানে পড়তে যাই! ওরাও তোমার ছেলে—আমিও তোমার ছেলে!

সুপ্রভা। তুই কাদের ছেলে—সত্যি করে বল্ বাবা! কোথায় থাকিস্ তুই বল্,—আমার কাছে গোপন করিস্‌নি—

অচিন্। গোপন কর্ব্বার আমার তো কিছুই নেই মা! কাদের ছেলে আমি? আমি এই তোমার ছেলে—

(কাশ্যপের পুনঃ প্রবেশ)

অচিন্। কাজেই—আমি এই এঁরও ছেলে! কেমন? নয় বাবা?

কাশ্যপ। জয় নারায়ণ—জয় জগদীশ্বর! অচিন্ত্য তোমার লীলা,—অব্যক্ত তোমার মহিমা—

অচিন্। কি করে জান্‌লে বাবা—আমি অচিন্?

কাশ্যপ। তুমি অচিন্?

(পঞ্চপুত্রের প্রবেশ)

সকলে। উঃ—কত—কত সিধে! কত সব খাবার! এস—এস মা—সব জিনিষপত্তর চণ্ডীমণ্ডপে ধচ্ছেনা,—শোবার ঘরে পর্য্যন্ত রাখ্‌তে হবে—

কাশ্যপ। চল ব্রাহ্মণী—রাখ্‌বার ব্যবস্থা করিগে! [সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজা পরীক্ষিতের বিরাম-কক্ষ

ইরাবতী ও রাজা পরীক্ষিৎ।

ইরাবতী। মহারাজ! বুঝিতে না পারি,
কেন আজি হেন সুপ্রসন্ন বিধি—
অভাগিনী ইরাবতী দাসীরে তোমার?
আর নিতান্তই যদি—
অদৃষ্ট-আকাশে মম—সৌভাগ্য-তপন,
এত কাল পরে—
অকস্মাৎ হলেন উদয়,—

কেন হেন মেঘাচ্ছন্ন হেরি তা'রে ?
কৃপায় যদ্যপি দেখা দেছ দুঃখিনীরে—
কার্য্য-অবসরে পশি বিরাম-আগারে,
কেন তবে তা'রে পীড়িছ মরমে—
বসি ম্লানমুখে—ব্যথিত অন্তরে যেন !
হেন গুরু অপরাধ—কি করেছে দাসী,—
মার্জ্জনা নাহিকো যার তব কাছে ?

পরীক্ষিৎ। প্রিয়ে—ইরাবতি ! অপরাধী তুমি ?
পতিব্রতা পতিরতা তুমি সতী,—
তোমার অযোগ্য স্বামী—আমি পাপাচার,-
পদে পদে অপরাধ—
করিয়াছি তব পাশে চিরদিন !
হীন ঘৃণ্য—পাশব প্রকৃতি,—
কুসংসর্গে মতি,
কুচরিত্র—নিন্দার ভাজন সবাকার,
নির্লজ্জ আমার সম কে আছে কোথায় ?
আমারে মার্জ্জনা তুমি পার কি করিতে ?

ইরাবতী। আর কত লজ্জা দিবে নরনাথ—
পদাশ্রিতা এই দাসীরে তোমার ?
জীবনসর্ব্বস্ব—দয়িত আমার তুমি !
সতী রমণীর আরাধ্য দেবতা—স্বামী,—
অপরাধ হয় কভু তাঁর—পত্নীর নিকটে ?

সত্য বটে—অভিমান হয় অদর্শনে ;—
কিন্তু বারেক দর্শনে,—
সূর্য্যের কিরণে আঁধার যেমতি,—
টুটে যায় মানিনীর মান অভিমান।

পরীক্ষিৎ। এতক্ষণে স্নিগ্ধ হোলো প্রাণ,—প্রিয়তমে-
মধুময় মিষ্ট আলাপনে তব।
তবু—জানিবার ইচ্ছা হয় প্রিয়ে—
জীবনসঙ্গিনী হয়ে অভাগার,
বরমাল্য দিয়ে মোর গলে কত সাধে,
পতিরূপে লভিয়া আমারে,
মনে মনে সত্য কি লো সুখী তুমি ?
রমণীজীবন তব—
সত্য কি সার্থক কর জ্ঞান ?
অথবা লো প্রাণেশ্বরি—
নারীজন্ম ব্যর্থ তব মম সহবাসে !

ইরাবতী। একি—একি—প্রাণধন !
কেন আজি এ রহস্যময় বাণী—
শুনি এতকাল পরে,
উচ্চারিত শ্রীমুখ হইতে তব ?
ভ্রমেও কখনো—কৌতুকের ছলে,
সংশয়সূচক প্রশ্ন হেন—
শ্রবণ-অযোগ্য সতী রমণীর,—

পতি কভু নাহি করে আপন জায়ারে !
তবে—কি চিত্ত-বিকারে,
সমুদ্ভব হইল সম্ভব—
জীবনবল্লভ ! এ সন্দেহ-তরঙ্গ প্রবল ?

পরীক্ষিৎ । প্রাণেশ্বরি—
নারীর আদর্শ তুমি ধরাতলে !
বিবাহের দিন হ'তে—আজিও অবধি,
সংশয়ের দেখি নাই কিছু—তব আচরণে !
ঐ হৃদিরত্নাকর,—
পূর্ণ পতি-প্রেম-অমূল্য-রতনে !
পূত মন্দাকিনী সম,
বহে স্নেহ-ভালবাসা-প্রবাহিনী,
পবিত্র ও হৃদয়নন্দন-মাঝে !
তাই মনে হয় প্রিয়তমে—
এ প্রেমের যোগ্য প্রতিদানে—
অক্ষমতা হেতু মোর,—
হয়তো বা আছে ব্যথা—
লুক্কায়িত কোথা প্রচ্ছন্ন অন্তরে তব !
এ জীবনে বিদূরিতে যে বেদন—
আর নাহি পাব অবসর !

ইরাবতী । শ্রীচরণে ধরি নরনাথ—
সন্দেহে না রাখ মোরে আর,—

কহ ত্বরা কিবা বিবরণ !
বল—বল প্রাণধন,—কিসের কারণ—
করেছ ধারণ আজি এই নব ভাব ?
আমি ধর্ম্মপত্নী—অর্দ্ধাঙ্গিনী—
সহধর্ম্মিণী তোমার,—
সুখে দুঃখে অংশভাগিনী সমান !
গোপন কোরোনা মম পাশে,—
কহ অকপটে—
কিবা দুঃখানলে দহে অন্তঃস্থল ?
কেন আজি বিচঞ্চল—বিকল হৃদয় ?
কেন হেরি চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণ বদন ?
কি কারণে ঘন ঘন পড়ে দীর্ঘশ্বাস,—
জড়িত রসনা রুদ্ধ করে কথাদ্বার ?

পরীক্ষিৎ। রাণি—রাণি—ইরাবতি—

ইরাবতী। বল—বল—ব্যক্ত করো অন্তরের কথা !
ব্যথা দূরে যাবে,—শান্তিলাভ হবে,
হৃদয়ের গুরুভার হইবে লাঘব !

পরীক্ষিৎ। না—না—পারিব না—প্রিয়ে !
পারিব না প্রাণ ধরে—তোমার গোচরে-
কহিতে সে মর্ম্মঘাতী কথা !
হয় হোক্ অদৃষ্টে যা আছে,
পূর্ণ হোক্ বিধাতার লিপি !

কিন্তু—আহা—সাধ্বী সতী ইরাবতী মোর!
পতির দুষ্কৃতি-ফলে—তুমি আজীবন,
ঘোর দুঃখানলে হইবে দহন,—
এ দুঃখ রাখিতে নাহি স্থান মোর?

ইরাবতী। এঁ্যা—এঁ্যা—কি কহিলে প্রাণধন?
তোমার দুষ্কৃতিফলে—
দুঃখানলে দগ্ধ হবে দাসী তব?
হোক্—হোক্—তাই হোক্ স্বামী—
আমি তিলমাত্র কাতরা না হবো,—
অনন্ত নরকানলে চিরদগ্ধ হ'তে।
বল শুধু এই কথা,—
অমঙ্গল না হবে তোমার!

(জন্মেজয়ের প্রবেশ)

জন্মেজয়। পিতা—পিতা!
একি সর্ব্বনাশী দারুণ সংবাদ?
মা—মা—কি হবে মা—কি উপায় হবে?

ইরাবতী। জয়া—জয়া—পুত্র মোর—
ওরে—বল্—বল্ ত্বরা—
শুনিলি কি নিদারুণ সমাচার?

পরীক্ষিৎ। স্থির হও রাণী—অধৈর্য্য না হও এত!
পুত্র জন্মেজয়!

শুনে থাকো যদি সে কাহিনী,—
জননীরে তব নাহি কহ এ সময় !
দুর্ব্বল হৃদয়—আহা—

ইরাবতী। হোক্ দুর্ব্বল হৃদয়,—
যাক্ বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া !
জয়া—জয়া—
মাতৃঘাতী যদি নাহি হতে চাও,
বিবরণ জানাও সত্বর !
নহে,—নিজ শির চূর্ণ করিব ভূতলে !

পরীক্ষিৎ। শান্ত হও রাণি !
ধৈর্য্যহারা এত যদি তুমি,—
শোনো তবে,—গোপনের নাহি প্রয়োজন !
সত্য বটে,
সপ্তাহ-ভিতরে প্রকাশ হইবে যাহা,—
বাতুলতা সে বারতা গোপন-প্রয়াস !
রাণি—রাণি—অতি নরাধম আমি !
কি আর কহিব প্রিয়ে,—নিজ কর্ম্মদোষে,—
ব্রহ্মশাপগ্রস্ত ভাগ্যহীন স্বামী তব !

ইরাবতী। কেন—কেন—কিবা অপরাধ এমন ভীষণ ?
কেবা সে ব্রাহ্মণ ?
কেন অভিশাপ দানিল তোমারে ?
বল—বল—কিবা অভিশাপ !

পরীক্ষিৎ। কি কহিব প্রিয়ে দুরদৃষ্ট-কথা!
বিজন কাননে—
গিয়েছিনু কালি—মৃগয়া কারণে!
শ্রান্ত পিপাসার্ত্ত হয়ে—বারিপান-আশে,
ঘটনার স্রোতে হইলাম উপনীত,
ধ্যানমগ্ন মৌনব্রতী—
তপস্বী শমীক-পাশে!
সকাতরে সাধিলাম তাঁরে,
বারিদানে রক্ষিতে জীবন।
বাহ্যজ্ঞানবিরহিত মুনি,—
জল নাহি দিল মোরে!
ভাবিলাম ইহা—
ইচ্ছাকৃত উপেক্ষা ঋষির!
ক্রোধান্ধ হইয়ে,—
তাঁরে শাস্তিদানে—ঘটিল দুর্ম্মতি মোর!
ভূতল হইতে,
ধনু-অগ্রভাগে—এক মৃতসর্প লয়ে—
স্থাপিনু মুনির গলে!
হায় দুর্ভাগ্য আমার,—
করিলাম অমর্য্যাদা নিরীহ দ্বিজের!

ইরাবতী। রাজ্যেশ্বর! এই তুচ্ছ অপরাধে—
ব্রহ্মশাপ দিল মুনিবর?

জন্মেজয়। না—না—মা জননি !
তপস্বী শমীক,
অতি ক্ষমাশীল—উদার ব্রাহ্মণ !
আছে এক শৃঙ্গী নামে তনয় তাঁহার,—
শুনিলাম,—অতি উগ্র কোপন-স্বভাব,—
কিশোরবয়স্ক—আমার সমান !
শুনি তার পিতৃ-অপমান-কথা,
আত্মহারা হয়ে ক্রোধে—
অবাধে পিতারে দিল অভিশাপ !

ইরাবতী। বল—বল্—জয়া—
কোন্ অভিশাপ-বাণী—
উচ্চারিল নিষ্ঠুর বালক ?

জন্মেজয়। জননী গো—
কি কহিব—বাক্য না যুয়ায় রসনায়,—
কি ভীষণ অভিশাপ দিয়াছে ব্রাহ্মণ !
মা—মা—নাহি প্রয়োজন—শুনিয়া সে পাপকথা,—
বড় ব্যথা পাবে মাগো কোমল পরাণে !

পরীক্ষিৎ। না—না—বৎস জন্মেজয়—
গোপনের আর নাহি প্রয়োজন !
যার যেইরূপ কার্য্য-আচরণ,—
ফলভোগ তার ঠিক সেই মত !
রাণী হও অবহিত ;—

শুনিলাম মুনিস্থ প্রেরিত শিষ্যমুখে,—
ব্রাহ্মণের অভিশাপে,
গত কল্য হতে এই সপ্তাহ-ভিতরে,
নাগেশ্বর বিষধর তক্ষক-দংশনে—
প্রাণনাশ হইবে আমার !

ইরাবতী। ওঃ—নারায়ণ— (মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িল)

পরীক্ষিৎ। রাণি—রাণি—ওঠো—ওঠো—ত্যজ ধরাসন—

জন্মেজয়। মা—মা—বৃথা আশঙ্কায় আত্মহারা এত ?
শান্ত হও—ধৈর্য্য ধরো মা জননী মোর !

ইরাবতী। ওরে—ওরে—জয়া—কি দারুণ ব্রহ্মশাপ !
বজ্র হতে এ যে কঠোর—ভীষণ !
কি করিলে—কি করিলে নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ !
কই—কই—মহারাজ ? কই তুমি ?
চলো—চলো—
পদে ধরি মুনিপুত্রে করিগে সান্ত্বনা !
চলো,—তুমি আমি—লয়ে পুত্রগণে সাথে,—
কাঁদি তাঁর চরণে ধরিয়া,—
প্রত্যাহার করাতে এ অভিশাপ-বাণী !
হায় মহারাজ—
সত্য তবে ফলিল স্বপন সে নিশার ?
তবে—সত্য—অতি সত্য ?
স্বপ্নদৃষ্ট ব্রাহ্মণের—

বদন-নিঃসৃত ভীষণ অনলে—
দগ্ধ হবে অদৃষ্ট ইহার ?
ওহো—ব্রাহ্মণকুমার !
কেন নিজহস্তে বধিলে না মোরে ?
হেন সর্ব্বনাশ কেন সাধিলে আমার ?

পরীক্ষিৎ রাণি—রাণি—সুস্থ হও প্রিয়তমে—
অসার বিলাপে কিবা হবে ফলোদয় ?
বিধিলিপি খণ্ডন না হয় কভু !
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ ব্যর্থ নাহি হবে,
অদৃষ্টের গতি কেহ নারিবে রোধিতে !
ভেবে দেখ প্রিয়ে,—
অভিমন্যু পিতা মোর—
মাত্র ষোড়শ বৎসর বয়সে তাঁহার,—
মরণেরে কি ভাবে দিলেন আলিঙ্গন !
জননী উত্তরা—
দ্বাদশবর্ষীয়া অজ্ঞান বালিকাবধূ,—
গর্ভবতী-দশায় মাতার—
ঘটেছিল বৈধব্য ভীষণ !
বল,—এ সবের চেয়ে,
মর্ম্মভেদী শোচনীয় কি আছে ঘটনা ?

ই না—না—শুনিব না অন্য কথা !
কারও ইতিহাসে—

সান্ত্বনা না পাবে ইরাবতী !
চল্ জয়া—চল্—মাতাপুত্রে মোরা—
ছুটে যাই—বিজন অরণ্য-মাঝে !
দেখিব সে কেমন ব্রাহ্মণ ?
ব্যর্থ করে দিব ব্রহ্মতেজ তার ! [উন্মত্তভাবে প্রস্থান]

পরীক্ষিৎ। রাণি—রাণি— [পরীক্ষিতের প্রস্থান]

জন্মেজয়। ব্রাহ্মণের মুখের কথায়—
প্রাণ যাবে পিতার আমার !
কেন ? বাক্‌সিদ্ধ নাকি সে ব্রাহ্মণ ?
এক অর্ব্বাচীন ক্রোধান্ধ বালক—
উচ্চারিল মুখে,—
"সর্পাঘাতে মরুক নৃপতি !"
আর তার আজ্ঞামত,
সর্প আসি দংশিবে পিতারে ?
এ রহস্য অতি চমৎকার !
ভাল—দেখি—তক্ষক কেমনে—
ব্রাহ্মণের আদেশ পালিতে,—
প্রাণনাশ করে মম জনকের !
সত্য যদি সম্ভব এ হয়,
আমি জন্মেজয়—এই প্রতিজ্ঞা আমার,—
ধরা হ'তে সর্পকুল করিব নির্ম্মূল !
ব্রহ্মতেজ !

ব্রহ্মতেজ যদি কার্য্যকরী হয়—
ব্রাহ্মণের দেখাতে প্রভাব,
ক্ষত্রশক্তি—ক্ষত্রতেজ নহেকো বিফল,—
আমিও দেখাব জগজ্জনে ! [প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

হস্তিনার প্রান্তভাগে বটবৃক্ষতল।

অনৃত ও কৃশের প্রবেশ।

অনৃত। তোমার মত নচ্ছার—বেহায়া—ঠ্যাঁটা বামুন তো আমি বাপের জন্মে কোথাও দেখিনি ঠাকুর! আবার তুমি আমাদের ডেরার চাদ্দিকে ঘুচ্ছ ?

কৃশ। আপনার তো আমি কোনো অনিষ্ট করিনি মশাই! আচ্ছা,—কেন আপনি আমার ওপোর এত রুষ্ট ? আমাকে দেখ্‌লেই যেন আপনি জ্বলে উঠেন! এর কারণ কি বল্‌তে পারেন ?

অনৃত। কারণ একটা অবিশ্যি আছে,—নিশ্চয়ই আছে! কারণ না থাক্‌লে কাজ হয়না! বলি, অকারণে পুরুষমানুষ পুরুষ-মানুষের ওপোর চটে ?

কৃশ। সে কারণটা কি,—জান্‌তে পারি ?

অনৃত। কারণটা হ'ল,—ইস্ত্রীলোক,—যুবতী,—যাকে তোমাদের ডেঁপো ছোঁড়ারা বলে,—তরুণী! আরে—তুমি তো

তুমি,—কে এক বেটা—কোথাকার উট্‌কো সন্ন্যাসী,—
তোমার সঙ্গে সাতপুরুষের কোন· কুটুম্বিতেই নেই আমার!
এই ইস্ত্রীলোকের কারণেই,—প্রাণেব বন্ধু—যারা এক
জিউ এক প্রাণ চিরকাল,—তাদের মধ্যে দাঙ্গা—মাবামাবি—
খুনোখুনি—বিচ্ছেদ,—যা' কিছু! সংসাবে এই ইস্ত্রীলোকের
জন্যে বাপ-বেটায়, ভায়ে-ভায়ে, খুড়ো-ভাইপোয়, মামা-
ভাগ্নেতে পর্য্যন্ত মন-কষাকষি। অমন যে গৌতম ঋষি আব
তাব প্রাণেব শিষ্য ইন্দ্র,—তাদেব মধ্যেও কেলেঙ্কারী হয়ে
গেছে,—এই এক ইস্ত্রীলোক নিয়ে,—তা জান তো?

কৃশ। তা—আমাব সঙ্গে স্ত্রীলোকঘটিত তো কোনো মনোমালিন্য
নেই আপনাব?

অনৃত। দেখ—ন্যাকামী কোবোনা বল্‌ছি! ইস্ত্রীলোক নিয়ে তোমার
সঙ্গে আমি মাথা বকাবকি কচ্ছি না তো কি তোমাব পৈতৃক
বিষয়েব বখ্‌রা নেবার জন্যে ঝগ্‌ড়াঝাঁটী লাগিয়েছি?
আর—বিষয় তো তোমার অঢেল! থাক্‌বার মধ্যে গায়ে
একখানা বস্তা-পচা আল্‌খাল্লা, আব বনের মাঝখানে একখানা
পাতা-ছাওয়া কুঁড়ে—

কৃশ। ভাই! আমি তপস্বী,—সংসারত্যাগী—গৃহশূণ্য—আত্মীয়-
শূণ্য—পথের ভিখারীরও অধম! আমার কিছু নেই ভাই—
সংসারে নিজস্ব বল্‌তে সত্যিই আমার কিছুই নেই! শমীক
ঋষির শিষ্য,—থাকি তাঁরই আশ্রমের একধারে পড়ে—

অনৃত। তাই থাকগে না বাবা! কে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়ে

আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরে বেড়াতে বলেছে? আর এ রকম মিছিমিছি ঘুরে বেড়িয়ে ফলই বা কি?

কৃশ। তা জানিনা। কেন যে ঘুরে ফিরে তোমাদের কাছে আসি'—

অনৃত। তা জাননা? আমার সঙ্গে দম্‌বাজি ক'চ্ছ বাবা?

কৃশ। না—না—মিথ্যে কথা বলে আমার লাভ কি? আমি আসি—ঐ সুন্দরীকে দেখবার জন্য,—তার সঙ্গে দুটো কথা কইবার জন্য! আমি জানি—আমি বুঝি,—এ কার্য্য আমার উচিত নয়,—এতে কোনো লাভও নেই,—তবু—তবু—উঃ—কি বল্‌ব—

অনৃত। বল্‌তে হবে কেন বাবা? সোজা কথা,—প্রেমে পড়েছ! কেমন?

কৃশ। কি বল্‌ছেন আপনি?

অনৃত। বল্‌ছি,—আমার বাবার মাথা,—আর তোমার পিসিমার সপিণ্ডীকরণ! তা,—এ রকম বেড়ালের মত শুধু শুধু মিউ-মিউ করে বেড়িয়ে লাভটা কি?

কৃশ। লাভ কিছু নেই—সে তো বুঝতেই পাচ্ছি! তবু না দেখে থাক্‌তে পারিনা,—তাই ছুটে ছুটে আসি—সুন্দরীকে দেখ্‌তে,—তার সঙ্গে দুটো কথা কইতে! এর জন্যে সকলের কাছে যে কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপমান সহ্য কচ্ছি,—তা আর বল্‌বার নয়! বিশেষতঃ,—আমার গুরুপুত্র—ঐ দাম্ভিক শৃঙ্গী,—কথায় কথায়—এই সুন্দরীর কথা তুলে আমাকে কি

কটু কথাই না বলে? তার মুখের গঞ্জনায—মনে হয়,—আত্মহত্যা করি!

অনৃত। এঃ—খালি গেরুয়া পরে—জটা রেখে—অং বং শং করে শাস্ত্র পড়েই মরেছ,—বুদ্ধিশুদ্ধি ঘটে একেবারে ঢু ঢু! মর্ব্বে কি বাবা? মেয়েমানুষকে পেলেনা—ছুঁলেনা,—আনন্দ কল্লেনা,—প্রেমে পড়লে আর অম্নি গলায় দড়ী দিয়ে ঝুল্‌লে? হ্যাঃ তোর বোকা বামুনের বুদ্ধির কাঁথায আগুন!

কৃশ। কি কর্ব্ব—আপনি আমায় বলুন!

অনৃত। আরে—বেটাছেলের যা কাজ তাই কবো! মেযেমানুষের জন্যে শুধু শুধু লোকের গালাগাল মন্দ খেয়ে মচ্ছ তো? আচ্ছা—লেগে যাও কোমর বেঁধে বুক ফুলিযে ঐ মেয়েমানুষ নিয়ে ফূর্ত্তি কর্ত্তে! কারও নিন্দেচর্চ্চায কাণ না দিয়ে,—চালাও ফূর্ত্তি—একেবারে চোখ্‌ কাণ বুঁজে! দেখ্‌বে,—দিনকতক বাদে কোনো ব্যাটা আব ট্যাঁ—ফোঁ কর্ব্বে না!

কৃশ। কিন্তু আমি তপস্বী—সন্ন্যাসী—

অনৃত। তবে—সিধে সরে পড়ো বাবা! দুনৌকোয় পা দেওয়া চলবেনা এখানে! হয় সোজাসুজি—আমাদের দলে এসো,—খোলাখুলি মেয়েমানুষের সঙ্গে মেশো,—আর নয় তো পথ দেখ! তুমি যে বাবা—সাধুগিরি দেখাবে বাইরে,—আর লুকিয়ে চুরিয়ে ফাঁকটী পেলে—মেয়েমানুষের আনাচে কানাচে প্রেম করে বেড়াবে,—সেটী হচ্ছেনি বাপ্‌ধন!

এবার গুপ্তপ্রেম কর্ত্তে এসেছ কি—এক লাঠিতে ঠ্যাংটা ভেঙ্গেছি—হাঁ— [অনৃতের প্রস্থান]

কৃশ। নাঃ—আত্মহত্যা করা ভিন্ন উপায় নেই! অন্ততঃ—দেশত্যাগ কর্ত্তেই হবে! ছি—ছি—কিছুতেই মনকে দমন কর্ত্তে পাচ্ছিনা? চতুর্দ্দিকে সবাই গঞ্জনা দিচ্ছে,—তবু সুন্দরীর জন্যে পাগল হয়ে তার কাছে ছুটে আসছি! ধর্ম্ম গেল—কর্ম্ম গেল,—মানসম্ভ্রম সবই গেল—

[কৃশের প্রস্থান]

(কাশ্যপ ও ছদ্মবেশে তক্ষকের প্রবেশ)

তক্ষক। কহ হে ব্রাহ্মণ,—এই সন্ধ্যাকালে
দ্রুতপদে কোথায় গমন?

কাশ্যপ। কেবা তুমি—পথমাঝে বাধা দাও মোরে;
যেতে হবে বহুদূর হস্তিনা নগরে—
গুরুতর কার্য্যব্যপদেশে!
মুহূর্ত্তেক কালব্যাজে না হব সক্ষম! (গমনোদ্যোগ)

তক্ষক। ওহে দ্বিজোত্তম,—
তিষ্ঠ ক্ষণকাল—শোনো বচন আমার!
বহু যোজনের পথ—হস্তিনা নগর,—
এই নিশাকালে—
পদব্রজে করি অতিক্রম—
সত্বর সেথায়—
উত্তরিবে কেমনে ধীমান?

হস্তিনা নগরে—আছে নিমন্ত্রণ মোর ;
আমারেও যেতে হবে সেথা—
রাজ-সাক্ষাতের তরে !

কাশ্যপ। সুসংবাদ বটে,—
পথমাঝে সাথী পাইনু তোমারে !
কিন্তু—মনে হয়,—যেই প্রয়োজনে—
যেতে হবে রাজদরশনে মোরে,—
এত গুরুতর কার্য্য নাহি সেথা তব !
ক্ষম মোরে মহাশয়,—
ক্ষণমাত্র আর বিলম্বিতে নারি।

তক্ষক। নহি—নহি আমি কার্য্যবিঘ্নকারী হে ব্রাহ্মণ !
আছে সুন্দর—সুদৃঢ় রথ মম,—
বায়ু-বেগগামী
বলবান অশ্বদ্বয় তাহে সংযোজিত !
দণ্ডার্দ্ধ ভিতরে—
উত্তরিবে দুদিনের পথ।
এ হেন সুযোগ—মিলিল যদ্যপি তব,—
কি কারণে এতদূর যাবে পদব্রজে ?

কাশ্যপ। জয় ভগবান্—জয় নারায়ণ !
সকলি তোমার ইচ্ছা মঙ্গল-নিধান !
হে মহান্—কর যদি এই উপকার,—
চিরকৃতজ্ঞতাডোরে বাঁধিবে আমারে।

তক্ষক। অপ্রত্যয় নাহি কর বাক্য মম!
হে ব্রাহ্মণ—
আছিনু আরামে রথোপরে বসি ;—
মম পথ-অভিমুখে দেখিয়া তোমারে—
দ্রুতপদসঞ্চালনে করিছ গমন,—
হ'ল মনে করুণা-সঞ্চার ;
তাই সাথে লইতে তোমারে রথোপরে,—
গতিরোধ করেছি তোমার!
চিন্তা নাহি আর,—
মাত্র অর্দ্ধদণ্ড না হ'তে অতীত—
হব উপনীত দোঁহে হস্তিনা-নগরে।
বহুক্ষণ ছিনু রথে বসি,—
রক্তচলাচল যেন বন্ধ মনে হয় ;—
ক্ষণকাল পদসঞ্চালনে হেথা—
দেহের জড়তা করি বিদূরিত,—
চিন্তিত না হও দ্বিজ—
এখনি উঠিব রথে।

কাশ্যপ। মহাত্মন্—কর তব যথা অভিরুচি,
নাহি মোর চিন্তার কারণ আর!
অর্দ্ধদণ্ডে উত্তরিব হস্তিনায়,—
শত যোজনের পথশেষে!
কল্পনায় ভাবি নাই এ সৌভাগ্য মম!

তক্ষক। হে ব্রাহ্মণ!
বন্ধুত্ব স্থাপিত এবে তোমায় আমায়,—
হস্তিনায় গমনের অভিপ্রায় তব—
জানাতে আমারে তবে নাহি কোনো বাধা!
কহ অগ্রে—কেবা তুমি—কোথায় নিবাস?

কাশ্যপ। শুন মিত্রবর!
বিষবিদ্যাবিশারদ—
কাশ্যপ আমার নাম,—
এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে বসতি আমার!
শুনিলাম সমাচার,—
শমীকতনয় শৃঙ্গী—তরুণ তাপস,
মহারাজ পরীক্ষিতে দেছে অভিশাপ,—
সপ্তাহ দিবসমধ্যে তক্ষক-দংশনে—
প্রাণনাশ হবে নৃপতির!
তেঁই চলিতেছি হস্তিনানগরে,
তক্ষক-দংশনে বাঁচাইতে রাজ্যেশ্বরে—
অব্যর্থ আমার মন্ত্রৌষধি-বলে!

তক্ষক। বাতুল হয়েছ দ্বিজ,—
তেঁই হেন অসম্ভব আশা তব হৃদে!
শ্রেষ্ঠ বিষধর—
নাগেশ্বর—তক্ষক উরগ—
কি ভীষণ—জাননা ব্রাহ্মণ?

তার তীব্র বিষানলে,—
মানুষের দেহ কোন্ ছার,—
লৌহ দগ্ধ হয়,—
শৈলখণ্ড—পাষাণ—পর্ব্বত দ্রবীভূত—
তরল পদার্থে হয় পরিণত !
সে বিষের প্রতিষেধক কোথায়—
পাইবে ব্রাহ্মণ তুমি এই ধরামাঝে ?
ছি—ছি—এত ভ্রান্ত—জ্ঞানহীন তুমি ?

কাশ্যপ। ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত আমি—মূর্খ কিম্বা জ্ঞানী,—
কার্য্যে তার দিব পরিচয় !
মহাশয় !
বৃথা বাক্য-আড়ম্বর না চাই করিতে !
কার্য্যক্ষেত্রে মন্ত্রৌষধিগুণ—
সার্থক যদ্যপি হয় মোর,—
তক্ষক-দংশনে বাঁচাইতে পারি যদি—
পাণ্ডুরাজকুলনিধি রাজা পরীক্ষিতে,—
এ ভারতে লভিব নিশ্চয়—
অক্ষয় সুনাম—সুযশ—সুখ্যাতি !
প্রীতিভরে রাজ্যেশ্বর,—
প্রভূত সম্পদ-অর্থদানে,—
দীন ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য-দুর্গতি
সুনিশ্চয় করিবেন দূর !

তক্ষক। কেন বৃথা কল্পনায় সৃজিতেছ দ্বিজ—
নিজ মনোমত এক রাজ-অট্টালিকা,—
শূণ্যমার্গে—দিগন্ত আকাশে?
বন্ধু বলি করিয়াছি সম্বোধন,—
হে ব্রাহ্মণ—
না রাখি গোপন তব কাছে—
জানাই তোমায়,—
আমি মূর্ত্তিধারী সেই তক্ষক ভীষণ!
ব্রহ্মবাক্য করিতে সফল,—
প্রমাণিতে ব্রহ্মতেজ অব্যর্থ ধরায়,—
চলি আমি দংশিতে রাজায়!
তেঁই অনুরোধ করিহে তোমায়—
ক্ষান্ত হও মিত্রবর—
অসাধ্যসাধনে না কর প্রয়াস,—
মনো-আশ পূর্ণ নাহি হবে,—
ফলে শুধু মর্ম্মব্যথা করিবে অর্জ্জন!

কাশ্যপ। নাগেশ্বর! অযাচিত উপদেশদানে—
কেন লজ্জা দেহ মোরে?
আমি ভাল জানি,—
কিবা গুণ ধরে মম মন্ত্রৌষধি!
যদি ইচ্ছা হয়—
লহ পরীক্ষা তাহার,—নাগেশ্বর!

তক্ষক। এতদূর বিশ্বাস তোমার মনে,—
তক্ষকদংশনে—বাঁচাইবে পরীক্ষিতে?

কাশ্যপ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার!
আমি বিদ্যমানে,—সাধ্য নাহি তব—
দংশনে নাশিতে নৃপে!

তক্ষক। ভাল—হে কাশ্যপ!
হের—সম্মুখস্থ ওই বটবৃক্ষপানে!
দিগন্তপ্রসারী শাখা ও প্রশাখাধারী,
অগণিত মূলসমন্বিত,
ঘনপত্র-ফলপূর্ণ—তেজবিবর্দ্ধিত,
বৃক্ষকাণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত যেন,—
ওই সুদীর্ঘ পাদপ বিরাজিত!
দংশি আমি ওরে,—
সাধ্য যদি হয়—
রক্ষা কর তব মন্ত্রৌষধি-বলে!

কাশ্যপ। করহ দংশন বৃক্ষে—তক্ষক উরগ!
দেখ আমি কেমনে জীবিত করি ওরে!

(তক্ষক—সর্পরূপে বটবৃক্ষকে দংশন করিল। বৃক্ষ চক্ষের উপরে মূল অবধি প্রজ্বলিত হইয়া—ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মস্তূপে পরিণত হইল)

কাশ্যপ। ওঃ—সত্য বটে নাগেশ্বর—
গরলের ভীষণ প্রভাব তব!

তক্ষক। হের ভস্মস্তূপে পরিণত—
সুবিশাল প্রাচীন পাদপ!
হে কাশ্যপ! কিবা কহ?
পার কি বাঁচাতে তরুবরে?
কিম্বা হেরি বিভীষিকা চক্ষের উপরে,—
হয়েছে বিস্মৃত,
মন্ত্রৌষধি—প্রয়োগপ্রণালী তার!

কাশ্যপ। তিষ্ঠ ক্ষণকাল—
অধৈর্য্য না হও বিষধর!

(ভস্মমুষ্টি লইয়া—ঔষধ ও শিকড় বাহির করিয়া—অস্ফুট মন্ত্রোচ্চারণে সেই স্থানে ছড়াইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে—বটবৃক্ষ চক্ষের সম্মুখে ধীরে ধীরে পূর্ব্বের আকার ধারণ করিল।)

কাশ্যপ। নাগেশ্বর—তক্ষক সুহৃদ!
দেখ,—ভাল করে কর নিরীক্ষণ,
এই কিনা সেই বৃক্ষ—বিরাট বিপুল,—
করেছিলে যাহারে দংশন!

তক্ষক। হে ব্রাহ্মণ!
পরাজয় করিনু স্বীকার তব পাশে,—
ধরাতলে অতুলন প্রভাব তোমার!
বিষবিদ্যাবিশারদ—অদ্বিতীয় তুমি,
সমগ্র সর্পের জাতি তব পদানত!
কিন্তু দ্বিজোত্তম,—জিজ্ঞাসি তোমায়,

কি কারণে চাহ তুমি বাঁচাতে রাজায়?
যেই আশে—আজি মহোল্লাসে
চলিতেছ হস্তিনা-নগরে—
এত ক্লেশে দীর্ঘপথ করি অতিক্রম,—
সেই অর্থ—প্রভূত সম্পদরাশি,
এই দণ্ডে আমি যদি—
তোমারে অর্পণ করি,
তবে কেন যাবে, বাঁচাইতে পরীক্ষিতে?

কাশ্যপ। একি কথা কহিছ তক্ষক?
কেন যাব বাঁচাতে রাজায়?

তক্ষক। হ্যাঁ—কেন যাবে বাঁচাতে রাজায়?
পুনঃ জিজ্ঞাসি তোমায়,—
দ্বিজকুলজাত তুমি হে ধীমান!
কেন—কেন যাবে হস্তিনায়,—
ব্রহ্মবাক্য করিতে নিষ্ফল?
প্রমাণিতে ব্রহ্মতেজ ব্যর্থ এ মহীতে—
দাম্ভিক সে পরীক্ষিতে দিবে প্রাণদান?
ব্রাহ্মণ হইয়ে—
ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা না রাখিবে জগতে?
জন্ম লভি ব্রাহ্মণের কুলে,—
সহিবে কেমনে—
লোকমাঝে উপহাস্য হইবে ব্রাহ্মণ,—

ব্রহ্মশাপে যদি প্রাণ নাহি ত্যজে রাজা—
সপ্তদিনমধ্যে আমার দংশনে ?

কাশ্যপ। সত্য যাহা কহিলে হে তক্ষক মহান্!
ব্রাহ্মণ হইয়ে—হেন কার্য্য যদি করি,
ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদা হয় যাহে,—
মহাপাপ তাহে নিশ্চয় আমার!
কিন্তু নাগেশ্বর! আমি অতি দীন,—
অতি দুঃখী,—বিপন্ন ব্রাহ্মণ।
কি কহিব,—কি দশায় যাপি হে জীবন—
স্ত্রীপুত্রসংসার লয়ে,—

তক্ষক অবশ্য করিব তব দুঃখবিমোচন!
হে ব্রাহ্মণ,—এস মম সাথে,
লহ যত ধনরত্ন তব প্রয়োজন,—
অতুল ঐশ্বর্য্য দান করিব তোমারে। [উভয়ের প্রস্থান]

(দ্বাপর ও অশ্বত্থামার প্রবেশ)

দ্বাপর। বীরবর! রাখ এ বৃদ্ধের অনুরোধ!
অবোধ বালক সম,
অকারণ প্রতিহিংসাপরায়ণ হ'য়ে—
কেন সহিতেছ এত ক্লেশ ?
ভ্রমি পথে পথে বিজনে কান্তারে,
কভু, অনাহারে অনিদ্রায় যাপি নিশিদিন,—
কি কারণে হেন দুর্গতি করিছ ভোগ?

অশ্ব। তুমি অতি হীন—নির্লজ্জ অধম,—
তাই মানা শুনেও শোননা মোর,
অহরহঃ ঘুরিতেছ ফিরিতেছ সাথে !
কি করিব,—বৃদ্ধ তুমি,
বয়োজ্যেষ্ঠ মম পিতামহ হ'তে,—
তাই বল প্রয়োগিতে নাহি চাহে মন !
নহে এতক্ষণ—অযাচিত উপদেশহেতু,
ঐ সুদীর্ঘ সেতুর পারে,
শুষ্কশীর্ণ দেহ তব—লোষ্ট্রখণ্ড সম—
করিতাম স্বহস্তে নিক্ষেপ !

দ্বাপর। হা—হা—হা—হা—করহ নিক্ষেপ ইচ্ছা যদি হয়,—
ক্ষতি নাহি তাহে মোর !
জেনো মনে,—মরিব না এত শীঘ্র আমি !
যেহেতু আমার—
মরণের এখনও হয়নি সময় !
পুনরায় আসিব তোমার পাশে,
এই মত মিষ্টভাষে বুঝাব তোমায় ;
চল হস্তিনায়,—
বীর দ্রোণাচার্য্যপুত্র তুমি,—
কেন বৃথা অভিমান ?
পাণ্ডুরাজবংশে হস্তিনানগরে,

প্রভূত সম্মান—প্রতিষ্ঠা মর্য্যাদা,
অক্ষুণ্ণ তোমার চিরদিন।

অশ্ব। ভাল—জিজ্ঞাসি তোমারে বৃদ্ধ!
সিদ্ধ হবে কি স্বার্থ তোমার,—
হীনতা স্বীকার করি,
যাই যদি আমি রাজার আশ্রয়ে?
গর্ব্বোন্নতশিরে—স্বাধীন হইয়ে,
প্রতিহিংসা-ব্রত লয়ে—
মুক্ত ভাবে আমি করি বিচরণ।
ব্রাহ্মণের এই স্বাধীনতা,
এই গর্ব্ব অহঙ্কার,—
বুঝি সহ্য নাহি হয় তব?
পাণ্ডুবংশধর—রাজা পরীক্ষিৎ,—
তুমি করিতেছ দাসত্ব তাহার,
পক্ক কেশ ধরি শিরে!
লাঙ্গুলবিহীন শৃগাল যেমতি—
প্রতি শৃগালেরে কহে লাঙ্গুল কাটিতে,
সেইমত নিজদলপুষ্টিতরে,
আসিয়াছ মোরে দাসত্ব করাতে তার।

দ্বাপর। বীরবর! অতি সত্য,—
মিথ্যা নহে তিলমাত্র অনুমান তব।
আমি আসিয়াছি,

হস্তিনায় লয়ে যেতে—হে বীর—তোমারে,
ধর্ম্মের সংসারে মোর দলপুষ্টি-হেতু !
আমি দেখিয়াছি চিরদিন যেথা—
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে,—
"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়" মহাবাণী—
প্রচারিত প্রমাণিত অক্ষরে অক্ষরে !
আমি দেখিয়াছি চক্ষে আপনার,—
ধর্ম্মসংরক্ষণহেতু—
শ্রীকৃষ্ণের অবতার ধরাপরে
নরনারায়ণরূপে !
প্রতিকার্য্যে—প্রতি অঙ্গুলিহেলনে,
প্রতি নরহত্যাসংসাধনে,—
কি অধিক,—প্রতি রথচক্র-আবর্ত্তনে,—
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য শুধু হতেছে প্রচার !

অশ্ব। কে তুমি—কে তুমি বৃদ্ধ ?
মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া আমায়—
চাহ তুমি—ব্রতচ্যুত করাতে আমারে ?
ধর্ম্ম—ধর্ম্ম—কোথা ধর্ম্ম এ সংসারে ?
ধর্ম্ম যদি থাকিতেন বিদ্যমান,
দ্রোণাচার্য্য—কুরুপাণ্ডবের গুরু—

দ্বাপর। রাখিতে ধর্ম্মের মান,
সমরে বিরত হয়ে—

অবহেলে নিজপ্রাণ দিল শিষ্যকরে !
নহে,—কার সাধ্য সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীরে,-
জগতের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধারী—
বীরেন্দ্রকেশরী—দ্রোণাচার্য্য মহাশূরে,
অস্ত্রাঘাতে কোন মতে বিনাশিতে পারে,-
প্রাণত্যাগে তাঁর ইচ্ছা নাহি হ'ত যদি !
তেঁই সাধি বীরবর,
ধর্ম্মের সেবক দ্রোণপুত্র তুমি,
ত্যজি ঈর্ষা-বিদ্বেষ—বিরোধ ভাব,—
ধর্ম্মের প্রভাব—
অক্ষুন্ন রাখিতে ভূমণ্ডলে—
সহায়তা কর মোর আজি ।

অশ্ব । শুন বৃদ্ধ,—ব্রাহ্মণ-সন্তান আমি,—
ক্রোধবশে যা বলি এ মুখে,
কভু নহি ধর্ম্মদ্বেষী—ধর্ম্মের বিদ্রোহী !
জানি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য মহান্—
প্রাণ দিয়ে গোব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের রক্ষণ !
তাই সেই একদিন—শূদ্ররাজ-করে—
হয়ে নিগৃহীত,—ক্ষতবিক্ষত শরীরে,
একা বাধা দিতে তারে অধর্ম্ম আচারে—
তিলমাত্র হইনি কাতর !
এখনও ঘুরি ফিরি নিরন্তর,—

দমিতে সে শূদ্ররাজ কলি দুরাচারে!
কিন্তু মিনতি তোমারে,
অনুরোধ করিওনা মোরে,
পাণ্ডুবংশধরসনে করিতে মিত্রতা!
ব্যথা পাব—ব্যথা দিব—সে কথা কহিলে!

দ্বাপর। কর যেবা তব অভিরুচি,—বীর!
কিন্তু—পাণ্ডুরাজবংশে দুর্ব্বলতা-হেতু—
শূদ্ররাজ কলির প্রভাব,
দিনে দিনে কি ভাবে বিস্তার
দেখিতে যদ্যপি চাও,—
চল মোর সাথে।
হবে তাহে বোধগম্য তব,—
কেন বার বার কহিতেছি দ্বিজ,
শক্তিহীন দুর্ব্বল রাজারে,
সহায়তা করিতে প্রদান!

অশ্ব। হে বৃদ্ধ ধীমান!
রাজা যদি অশক্ত দুর্ব্বল হেন,
কেন রাজদণ্ড করে তার?
কেন শোভে রাজমুকুট মস্তকে?
কেন সিংহাসন জুড়ি বসে আছে রাজা,—
প্রজার রক্ষায়—কিম্বা ধর্ম্মের রক্ষণে,
এত যদি শক্তির অভাব তার?

ক্ষত্রিয়ের বীর্য্যবল লুপ্ত যদি এবে,—
তবে, দিক্ সে ব্রাহ্মণে—রাজ্যশাসনের ভার !
জগতের শ্রেষ্ঠ কার্য্য যত,—
সম্পাদিত ব্রাহ্মণ হইতে !
জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি দৈবশক্তির প্রভাব,
বেদ-শাস্ত্র-বিজ্ঞান-আয়ুধ,
যোগ-যাগ জ্যোতিষ-গণনা,—
এ সবে অগ্রণী যদ্যপি ব্রাহ্মণ,
তবে, তুচ্ছ রাজ্যপরিচালনার কাযে—
শক্তির অভাব কেন হবে তার ?
রাজকার্য্য নহে ব্রাহ্মণের ?
স্বার্থপর অজ্ঞানের রচিত এ কথা,—
যুক্তিপূর্ণ বলি আমি কদাপি না মানি ! [উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কলিরাজ-সভা ।

সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে কলিরাজ উপবিষ্ট। স্তরে স্তরে নিম্নাসনে কলির অনুচরগণ ; যথা—পাপ, হিংসা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, সুরা, বিলাস, বাসনা, দ্যুতি প্রভৃতি যে যাহার সহচর অথবা সহচরী লইয়া পৃথক পৃথক আসনে বিহারে নিযুক্ত।

[কলির পশ্চাদ্ভাগে রক্তবর্ণ পতাকায় কৃষ্ণবর্ণ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে "যতো অধর্ম্মঃ ততো জয়ঃ !"]

কলি । হে অধর্ম্মসহজাত—
প্রিয় অনুচরগণ মম !
মাত্র তোমা সবাকার সহায়তাগুণে,
দিনে দিনে রাজ্যের বিস্তার মোর !
দ্বাপরের অবসানে—নিখিল ভুবনে—
পূর্ণপ্রায় মম অধিকার !
হেরি দিন দিন—ধর্ম্মের প্রভাব
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর ক্রমে !
হয় মনে আশার সঞ্চার,
ধর্ম্মের আসনে—
অধর্ম্ম-প্রতীক কলি আমি শূদ্ররাজ,—
হবে চিরতরে প্রতিষ্ঠা আমার !
বল সমস্বরে—কলিযুগে অধর্ম্মের জয় !

সকলে । কলিযুগে অধর্ম্মের জয় !

কলি । শুন মন দিয়া,
যাহে প্রত্যয় হইবে সবাকার,—
ধর্ম্মের বিলোপ—
কিবা হেতু হবে এইবার !
বিশ্ববাসী—পুরাতনে সতত বিমুখ ;
সনাতন ধর্ম্ম-প্রথা—রীতি-নীতি,
এ সবের প্রতি বিরাগ সবার,—
চাহে সবে পরিবর্ত্তন আমূল !

সত্য ত্রেতা দ্বাপর অবধি—এতকাল,
নিরবধি এক ধর্ম্ম সেবি একভাবে,—
ধর্ম্মে রুচি নাহিকো কাহার !
নূতনের অভিলাষী—নূতন-প্রয়াসী,
ধরাবাসী জনে জনে অধর্ম্ম-নূতনে—
সমাদরে ঘরে ঘরে করিবে বরণ !
ভুলে যাবে পুরাতন পাঠ,
"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" !
গাহিবে নূতন গান—উচ্চতান তুলি—
যতো অধর্ম্মস্ততো জয়ঃ !
সেই মহাবাণী,—
ওহে পাপ-সহচর-সহচরী মোর !
জোর কণ্ঠে করহ প্রচার—
"যতো অধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" !

সকলে। যতো অধর্ম্মস্ততো জয়ঃ !

(কৃশকে লইয়া অনৃতের প্রবেশ)

কৃশ। একি ? আমায় এ কোথায় নিয়ে এলে বন্ধু ?

অনৃত। তোমার বাবার ছাদ্দ হবে,—সভারোহণ হবে, তাই কেত্তোন শোনাতে নিয়ে এলুম ! ন্যাকা বেটা ! কথা শুন্‌লে গা জলে যায় !

কলি। হে অনৃত !
ভীত সঙ্কুচিত হেরি সুহৃদে তোমার,—

তিরস্কার নাহি কর প্রেমিকপ্রবরে,—
সমাদরে কর আবাহন!

অনৃত। আর সমাদর কি কর্ব্ব তা তো জানিনা শূদ্ররাজ! ঘট্‌কালী পর্য্যন্ত কচ্ছি,—বাপু বাছা বলে সঙ্গে করে তুতিয়ে পাতিয়ে নিয়ে এসেছি! মেয়েমানুষের ঝাঁক ছেড়ে দিয়েছি— এখনও যত চায় দোবো! আর যে কি কর্ত্তে হবে— তাতো জানিনা! কি হে? আর কি চাও বলনা বাবা! অমন কুট্টুরে প্যাঁচার মত মুখখানা করে দাঁড়ালে কেন?

কুশ। সুন্দরী কোথায় গেল?

অনৃত। ঐ—হয়েছে! আন্ মাগীর আন্ চিন্তে—আর সো মাগীর সোয়ামীর চিন্তে! বাবাঠাকুর আমার যত ভ্যাবারামই হোন্—সুন্দরীর খোঁজটী ঠিক আছে! ওরে বাবা—সে আছে—আছে! তোমারই জন্যে সে সাজ্‌ছে—গুজ্‌ছে— পোষাক বদ্‌লাচ্ছে—রং কচ্ছে—

কুশ। রং কচ্ছে কেন?

অনৃত। রং কর্ব্বেনা? বাঃ—বেড়ে কথা তো বল্লে! বনেদি রংটী তোমায় দেখিয়ে দিই,—পৈত্রিক চেহারিটী তোমার সামনে এনে ধরি—আর তুমি অম্নি আঁৎকে উঠে টেনে রড়্ দাও!

কুশ। না—না—সে অতি সুন্দর—অতি মনোহর! তার রূপ দেখে আমি আত্মহারা হয়েছি—আমি উন্মাদ হয়ে তার জন্য ছুটে ছুটে তোমার সঙ্গে এসেছি! কোথায় এসেছি—কেন এসেছি—তা জানিনা! তাকে একবার ডেকে দাও বন্ধু,—

আমি একটীবার তাঁকে দেখে—জন্মের মত চলে যাব! আর কখনো তোমাদের কাছে—তোমাদের ত্রিসীমানায় আস্‌বোনা!

অনৃত। মাইরি আর কি? তাকে বিয়ে কর্ব্বেনা? তার সঙ্গে মালা-বদল করে ঘরবসত কর্ত্তে হবেনা?

কুশ। সেকি? আমি সংসারত্যাগী—তপস্বী—ব্রাহ্মণকুমার! আমি বিবাহ কর্ব্ব কি? যারা সংসারী,—যারা গৃহী,—বিবাহ তারাই করে! আমি বিবাহ কর্ব্ব কিসের জন্য?

অনৃত। তোমার গুষ্টির পিণ্ডি দেবার জন্যে!

কলি। অনৃত—বয়স্য মোর!
আজি উৎসবের ভার তোমার উপরে!
হের উৎসুক সকলে,—
নৃত্যগীত আমোদপ্রমোদ তরে!
কেন তার বিলম্ব বা এত?
কোথায় নিকৃতি?
প্রীতিসম্ভাষণে তুষুক সুহৃদে তব!

অনৃত। নিকৃতি এখন ঘর নিকুচ্ছে শূদ্ররাজ! আজ নূতন নাগর বাবাজীবনকে নিয়ে বাসর জাগ্‌বেন কিনা! কোথায় গো—ও প্রেয়সী নিকৃতি আমার?

(নিকৃতি ও মায়াসঙ্গিনীগণের প্রবেশ)

নিকৃতি। কি বল্‌ছিস্‌ রে মুখপোড়া?

অনৃত। ব'লব্ আর কি! তোমার নিস্পরোয়ায় প্রেম-মিলনের সুবিধে করে দিচ্ছি! এই নাও ঠাকুর,—তোমার জাঁতের মানুষ নিয়ে জোড়াগাঁথা হ'য়ে মনের সুখে ঘরকর্ণা করো!

কুশ। সুন্দরি! এইবার তবে আমাকে বিদায় দাও! আমি শুধু আর একবার তোমায় দেখ্‌বার জন্য এই অপরিচিত স্থানে—বন্ধুর সঙ্গে এসেছি! তোমায় দেখেছি—এইবার যাই তবে?

নিকৃতি। কোথায় যাবে? আমাকে ফেলে তুমি যেতে পার্ব্বে? তুমি গেলে আমি কার মুখ চেয়ে থাক্‌বো?

অনৃত। পোড়ার মুখের এখানে অভাব হবেনা বটে,—কিন্তু বাবাজি—তোমার ঐ ছাঁচ—প্রেয়সীর প্রাণে একেবারে বট্‌গাছের শেকড় নাবিয়ে দিয়েছে!

কলি। লো নিকৃতি!
বাক্যব্যয়ে অকারণে রাত্রি বহে যায়!
নৃত্যগীতে—সুরাপানে,
কর প্রফুল্লিত তব প্রেমিকের প্রাণ,—
হবে লাজলজ্জা অবসান—দীন ব্রাহ্মণের!

নিকৃতি। যথা আজ্ঞা শূদ্ররাজ! ওলো সহচরীগণ! আমার প্রাণধন আজ কি জানি কেন—আমার প্রতি বড় বিমুখ! তোরা নৃত্যগীত সুরু কর্,—প্রেমময়ের নিদ্রিত প্রেমকে নাচ-গানের দ্বারা জাগিয়ে তোল্!

(সুরাপানান্তে কলির-সহচর ও সহচরীগণের গীত)

সহচরীগণ। মোরা, বিলাইয়ে দিব আজি প্রাণ।
চাও যদি নাও এস, আলসে থেকোনা ব'সে,
মরিবে হতাশে শেষে ফুরাইলে দান!
এস—কেউ নেবে যদি প্রাণ॥

সহচরগণ। দাও দাও প্রাণ, প্রাণ দাও দান,
ভালবাসি নিতে মোরা রমণীর প্রাণ;
দাও দাও দান—প্রাণ দাও দান॥

সহচরীগণ। এস—নেবে যদি প্রাণ!
তবে, ঢালো সুরা, দাও সুরা,
সুধা করি পান;
রঙ্গিলা প্রাণ, তবে দিব দান,—
চাহো যদি দিব কুল-শীল-লাজ-মান॥

সহচরগণ। করো সুরাপান, করো সুধাপান!
দাও দাও প্রাণ,—দাও দাও দান,—
রঙ্গিলা প্রাণ—চাহি মোরা দান,—
ভালবাসি নিতে মোরা রমণীর প্রাণ॥

অনৃত। গান-নাচের তো একেবারে ঝগঝম্প বাজালে! প্রেয়সী—তোমার নতুন প্রাণধনের পেঁচামুখের খাঁচা তো বদলালো না চাঁদ?

কলি। দেহ সুরা—লো নিকৃতি সুখো করে,
নবীন নাগরে তব!

নিকৃতি নাও—প্রেমিক বঁধু,—সাদা চোখে কি এখানে প্রেম জমে? এই পাত্রটী খালি করে দাও দিকি! (সুরাপাত্র সম্মুখে আনয়ন)

কৃশ। কি এ সুন্দরি?

অনৃত। শূদ্ররাজের পোষা গণ্ডারের গোচোনা! চোং করে মেরে দাও বাবা,—পিলে-যকৃতদোষ সেরে যাবে!

কৃশ। কি নরাধম? এত দূর স্পর্দ্ধা? আমায় সুরাপান কর্ত্তে বলিস্?

অনৃত। ইস্—বাবাঠাকুরের এখনও নিষ্ঠার অন্ত নেই! চোটোনা ধন্‌মণি আমার! এখানে—এই খপ্পরে যখন ঢুকে পড়েছ,—তখন চোখের পর্দ্দা না সরালে—ফূর্ত্তি হবে কেন? মেয়েমানুষ নিয়ে—ঢালোয়া ফূর্ত্তি কর্ব্বে কি করে?

কৃশ দুষ্ট—নরপিশাচ—অধর্ম্মের অনুচর! মনে করেছিস্ কি,—দুর্ব্বল ব্রাহ্মণকে আয়ত্তে পেয়ে তার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট কর্ব্বি? না—না রে দুর্ম্মতি! যা ভেবেছিস্—তা হয়না,—হতে পারেনা!

নিকৃতি। কি হতে পারেনা প্রেমময়?

কৃশ। সুন্দরি! আমায় মার্জ্জনা করো,—আর আমি তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ কর্ত্তে চাইনা।

নিকৃতি। সেকি? এর মধ্যেই প্রণয়ের পালা সাঙ্গ কল্লে?

কৃশ। কিসের প্রণয়? কুহকিনী বিলাসিনী বারাঙ্গনার সঙ্গে আবার প্রণয় কিসের? সত্য বটে,—ক্ষণেকের জন্য—রূপজ মোহে আমি অন্ধ হয়েছিলুম! তার জন্য যথেষ্ট শাস্তিও ভোগ

করেছি ! বুঝতে পেরেছি,—সে দৌর্ব্বল্যে আমি কতদূর অধঃপতিত হয়েছি ! ছি-ছি ! এ আমি কোথায়—কোন্ রাজ্যে—কাদের সংস্পর্শে এসেছি ? আর নয়—আর নয়—আমায় মুক্তি দাও—মুক্তি দাও ! আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ,—আমি ধর্ম্মের সেবক,—আমায় আর এ অধর্ম্মের রাজ্যে থাক্‌তে বোলোনা ! আমায় যেতে দাও—যেতে দাও—

কলি । রে অনৃত—
কি শুনিছ দুরাত্মার প্রলাপ বচন ?
কর বলপ্রয়োগ ব্রাহ্মণে !
বাঁধি নিকৃতির ভুজলতার বন্ধনে,
দেহ ঢালি সুরা বদনের অভ্যন্তরে,—
আকণ্ঠ করাও পান—যে কোনো উপায়ে !

অনৃত । তথাস্তু ! তবে রে ঠ্যাটা ব্যাটা বাম্‌না ! নিকৃতি ! তুই ধর্‌ বেটাকে ?

(নিকৃতি বাহুপাশে বেষ্টন করিল এবং অনৃতের সহ মিলিত হইয়া পাপ-অনুচরগণের কৃশকে সুরাপান করাইবার চেষ্টা)

কৃশ । (বাধা প্রদান করিতে করিতে) রক্ষা করো—রক্ষা করো—দোহাই—দোহাই ! ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ কোরোনা !

অনৃত । আরে—দূর তোর বামুনের নিকুচি করেছে !

কলি । অনৃত—নিকৃতি !
দুরাত্মার চীৎকার-ক্রন্দনে—
না হও বিরত—বল প্রয়োগিতে !

রাজত্বের প্রারম্ভে আমার,—আমি চাই—
ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ ওতঃপ্রোতঃ ভাবে !
ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব হইলে উৎখাত—
ধর্ম্মের নিপাত—হবে অনায়াসে !

(অশ্বত্থামা ও দ্বাপরের প্রবেশ)

অশ্ব। সে দুরাশা না হবে পূরণ—কলিরাজ—
যতদিন চন্দ্রসূর্য্য উদিবে গগনে !

কলি। কর আক্রমণ,—ঘোর শত্রু কৃতঘ্ন পামরে !

অশ্ব। তার পূর্ব্বে—শাস্তি তুমি করহ গ্রহণ কলি—

(অশ্বত্থামার সকলকে পদাঘাত পূর্ব্বক একেবারে সর্ব্বোচ্চ স্থানে গমন
এবং কলিকে আক্রমণ। কলির সহিত তাহার ভীষণ সংঘর্ষ।
অন্যান্য সকলের চীৎকারপূর্ব্বক ভয়ে পলায়ন)

অশ্ব। (কলিকে পদানত করিয়া) শূদ্ররাজ ! শোন আজ ব্রাহ্মণের বাণী !
হোক্ না যতই প্রভাব তোমার ;
প্রাধান্য কলির,
বিশ্বজন নতশিরে মানুক সকলে ;
তবু ধরাতলে—
ব্রাহ্মণ অনন্তকাল রহিবে প্রধান,—
সর্ব্বজাতি—সর্ব্ববর্ণ—
সবাকার শীর্ষস্থান করি অধিকার !

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

হস্তিনার রাজ-অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

রাজা পরীক্ষিৎকে বেষ্টনপূর্ব্বক ইরাবতী ও ভীমসেন, শ্রুতসেন, উগ্রসেন রাজপুত্রত্রয় আসীন।

(ইরাবতী রাজাকে পাখা হস্তে ব্যজন করিতেছিলেন)

ইরাবতী। মহারাজ! এইবার হয়েছে সময়—
বেশ-পরিবর্ত্তনের তব!

পরীক্ষিৎ। রাণি! সত্যই কি উন্মাদিনী হইয়াছ তুমি?
মানি,—পুত্রগণ তব অজ্ঞান বালক,—
সতত চঞ্চলমতি;
তাই—দণ্ডে দণ্ডে কহে মোরে,
কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে করিতে গমন!
কিন্তু—তুমি কি কারণে কহ বার বার,
পরিহিত বেশ ত্যজি,
নব বেশ করিতে ধারণ?
বুঝিতে না পারি,
এ সবের কিবা প্রয়োজন?
ব্রহ্মশাপ নিবারণ হইবে কি তায়?

ইরাবতী। হায় নরনাথ! তুমি কি বুঝিবে,
কেন করি—অন্যায় এ উৎপীড়ন—
তোমার উপরে সবে!
শাস্ত্রে কয়,—সাবধানে নাহিক' বিনাশ!
সদা ত্রাস মনে সবাকার,—
কোথা কোন্ ক্ষুদ্র আকার ধরিয়া,
রবে লুকাইয়া তক্ষক ভীষণ—
কালকূট-ভরা!
তাই নিজহস্তে—নিজচক্ষে—
পরীক্ষা করিয়া—প্রতি পরিচ্ছদ,—
সযতনে পরাই তোমায়—
রাত্রিদিনে কতবার!
হৃদয় আমার শান্তি নাহি মানে,
এক কক্ষে—একাসনে—এক শয্যা'পরে,—
বহুক্ষণ রাখিয়া তোমারে!

শ্রুতসেন। বাবা—আপনার পায়ে পড়ি বাবা,—আপনি এইবার দয়া করে পোষাক বদ্‌লে ফেলুন!

উগ্রসেন। অনেকক্ষণ এই কক্ষে—এই পালঙ্কে বসে আছেন,—এইবার বিরাম-কক্ষে বস্‌বেন চলুন বাবা!

ভীমসেন। তোমার কোনো ভয় নেই বাবা! আমরা তিনজনেই তরবারি খুলে তোমার চাদ্দিকে চৌকী দিচ্ছি—

শ্রুতসেন। এ পাঁচদিন আপনার গায়ে একটা মশা কিম্বা মাছি পর্য্যন্ত বস্‌তে দিইনি,—দেখ্‌ছেন্ তো বাবা ?

পরীক্ষিৎ। হায় দুর্ভাগ্য আমার !
হা রে তুচ্ছ প্রাণের মমতা !
সত্যই কি মৃত্যুভয় এতই প্রবল—
এ অসার নশ্বর জীবনে ?
রাণি ইরাবতি ! সতীসাধ্বী তুমি,—
পতিভক্তি তব—জানি আমি—
নহে তুলনীয়া ধরণীমণ্ডলে !
কিন্তু—বল দেখি প্রিয়ে,—
মৃত্যুভয়ে ভীত—কাপুরুষোচিত—
ঘৃণিত এ হেয় প্রাণ লয়ে,—
ক্ষত্রিয়ের জীবনধারণ—
বাঞ্ছনীয় কভু ?
দুগ্ধের কুমারগণ,—
সশস্ত্র সতর্ক প্রহরীসমান—
আছে মোরে অহর্নিশি করিয়া বেষ্টন,
মৃত্যুমুখ হ'তে বাঁচাতে আমায় !
পত্নীর অঞ্চলঢাকা—
ভয়ার্ত্ত ক্ষত্রিয় রাজা—যাপি মৃতপ্রায়—
মরণের নামমাত্র শুনি,—

কহ রাণি—

এর চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়ঃ নহে কি আমার ?

ইরাবতী। না—না—মহারাজ !

নিমেষের তরে নাহি ভাবি মোরা,—

মৃত্যুভয়ে তিলমাত্র ভীত তুমি !

আর,—মৃত্যু তব ?

অসময়ে কেন মৃত্যু হবে মহারাজ ?

কেবা করে উচ্চারণ—

মরণের কথা তব ?

তবে শুনিয়াছি,—ক্রোধবশে সামান্ত কারণে-

ব্রাহ্মণে দেছেন অভিশাপ ;—

তাই মহারাজ—

পরীক্ষিৎ। সুনিশ্চয় মৃত্যু ঘটিবে আমার—

অব্যর্থ সে তক্ষক-দংশনে !

সহস্র চেষ্টায়—প্রাণপণ করিয়া যতন—

আমারে রক্ষণ,—অসম্ভব—অসম্ভব রাণি !

ইরাবতী। কি বল—কি বল মহারাজ ?

ব্রহ্মশাপ নিশ্চয় ফলিবে ?

পরীক্ষিৎ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—নিশ্চয় ফলিবে !

বিশ্ব যদি রসাতল-গর্ভে পশে,

খসে যদি গ্রহতারা রবি-শশী—

নিজ নিজ কক্ষ হতে,—

পশ্চিম গগনে হয় তপন উদয়,—
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ নাহি হবে কভু !

ইরাবতী। পায়ে ধরি—মহারাজ,—
বোলোনা—বোলোনা হেন কথা !
মর্শ্মে মর্শ্মে ব্যথা পায় দাসী,—
শেল বাজে বাছাদের কোমল পরাণে !
শুনিব না—শুনিব না কাণে,—
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ নাহি হবে !
ভ্রান্তিপূর্ণ অমূলক ধারণা তোমার !
নৃপমণি ! আমি স্থির জানি,
নাহি সাধ্য সেই তক্ষকের,—
চক্ষের উপরে আমা সবাকার,
তোমারে দংশিতে কোনমতে !
ছি—ছি—মহারাজ !
কভু নাহি ছিল জ্ঞান,—
কল্পনায় অথবা স্বপনে,
কভু ভাবি নাই মনে,—
বীর তুমি ক্ষত্রিয়প্রধান,
এ হেন দুর্ব্বলচেতা—এত শক্তিহীন !
শস্ত্রকরে—গর্ব্বোন্নতশিরে—
দাঁড়ালে যে জন,
শঙ্কায় শমন নাহি হয় সম্মুখীন,—

বুঝিতে না পারি—কিসের কারণ,
এ সাদর নিমন্ত্রণ মৃত্যুরে তাহার ?
ক্ষত্রতেজ তবে—কহ নরনাথ—
বিলুপ্ত কি ধরামাঝে ?

পরীক্ষিৎ। না—না রাণি—
ক্ষত্রতেজ নহে লুপ্ত ধরণী হইতে !
তবে স্থির জানি চিতে,
এ জগতে ব্রহ্মতেজ-পাশে—
ক্ষত্রতেজ অতীব নিষ্প্রভ,
বিমলিন দীপ্তিহীন,
অতি ক্ষীণ প্রদীপের শিখা যথা—
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তুলনায় !

ইরাবতী। বুঝিলাম অতঃপর মহারাজ—

পরীক্ষিৎ। কি বুঝিলে মহারাণি ?

ইরাবতী। বুঝিলাম—
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর তুমি হৃদয়বিহীন ;
নাহি মায়া নাহিকো মমতা তব—
জায়াপুত্র সংসারের প্রতি ;
তেঁই অতি বীতরাগ এ সবার 'পরে !
জানি মহারাজ,
বহুদিন হ'তে জানি এ কাহিনী,—
ভাল নাহি লাগে আর—পত্নী-পুত্রগণে

তাই নাথ—অতি অসময়ে,
জন্মেজয়ে সিংহাসন-দান!
তাই যত নর্ত্তকীর সনে—
বিলাসভবনে বাস!
তাই—অকস্মাৎ মৃগয়ায় প্রীতি!
হে নৃপতি!
এ সবার অন্য অর্থ নাহি কিছু আর,—
উদ্দেশ্য তোমার,
বিরক্তিভাজন এই জায়াপুত্র হ'তে—
আপনারে যতনে রাখিতে দূরে।

পরীক্ষিৎ। হায় প্রিয়তমে!
মৃত্যু আসি দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর,
বিধাতার লিপিপূর্ণ হইবে অচিরে,
যেতে হবে নিরয়নগরে—
অনন্ত—অনন্তকাল করিতে বসতি,
নিরীহ দ্বিজের প্রতি অসম্মান-হেতু!
কেন এ সময়,—
মান—অভিমান—তিরস্কার এত?
কি কারণে প্রিয়ে—
এ আসন্নকালে—নহ লো প্রসন্না তুমি,
অনুতাপদগ্ধ দুর্ভাগ্য পতিরে তব?

ইরাবতী। না—না—মহারাজ—

ভ্রমাত্মক অর্থ নাহি বুঝ মম ভাষে!
নহে মান-অভিমান তব প্রতি,—
নহে তিরস্কারবাণী কহি হে রাজন!
মাত্র তব আচরণে,—হিতাহিতজ্ঞানহারা আমি!
হে স্বামীন্!
কেন কহ অকারণ—সবার সদনে,
প্রাণনাশ হইবে তোমার—
তক্ষক দংশনে,
সবাকার বিদ্যমানে—প্রাসাদভবনে?
বল দেখি মহারাজ,
তুমি জ্ঞানবান—সবার প্রধান,—
এ অসার প্রলাপ-বচন তব মুখে,
বার বার ভাল লাগে কা'র?
কোন্ পুত্র ব্যথিত না হয়,
শোনে যদি পিতৃমৃত্যু ঘটিবে তাহার?
সাধ্বী পত্নী কা'র—রোষ নাহি করে,
সুস্থ দেহে স্বামী যদি কহে নিরন্তর—
মৃত্যু হবে তার—সপ্তাহ ভিতরে?

পরীক্ষিৎ। বিকার—বিকার—
নিদারুণ মস্তিষ্ক-বিকার,—
ঘটিয়াছে মোর—শুন মহারাণি!
কহি সত্য বাণী,—করিনু শপথ,

মরণের কথা আর না আনিব মুখে !
সত্য—অতি সত্য বটে,—
মরণের কেন এত ভয় ?
মাতৃগর্ভে জন্ম নিছি যবে—
সেইদিন হতে—মৃত্যু সাথে সাথে ফেরে !
কে কোথায় আছে শক্তিমান,—
ত্রাণ পায় এ সংসারে মৃত্যুর কবলে ?
জলে স্থলে অনিলে অনলে,
শূন্যপথে কিম্বা রসাতলে—
যদ্যপি লুকায়ে রহি,—
নাহি—নাহি পরিত্রাণ তক্ষক-দংশনে,—
ব্রাহ্মণের শাপাগুণে মরিব নিশ্চয় !

(জন্মেজয়ের প্রবেশ)

জন্মেজয় । নাহি ভয় - আর নাহি ভয়—পিতা !
এই উচ্চতম প্রাসাদশিখর-কক্ষে,—
নিশ্চিন্তে এবার করুন বসতি !
শুন গো জননি !
মসৃণ মর্ম্মর প্রাচীরনির্ম্মিত,
সতর্ক সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত,
অতি নিরাপদ যদিও এ স্থান,—
তবু আরও সুরক্ষিত করেছি ইহারে,

যাহে,—অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে কোনো রন্ধ্র পথে—
বায়ুপ্রবেশের না থাকে উপায় !

ইরাবতী । কি কহিছ বৎস ?
রুদ্ধ করিয়াছ বায়ু-প্রবেশের পথ ?
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্লেশ নাহি হবে ?

পরীক্ষিৎ । হোক্ শ্বাসবদ্ধ মহারাণি !
তবু,—রক্ষা পাব আমি তক্ষক-দংশন হতে ?
কি কহ জন্মেজয় ? হা—হা—হা—হা—

জন্মেজয় । পিতা—পিতা—ধরি শ্রীচরণে,—
অবজ্ঞা না কর অবোধ নন্দনে তব !
আনায়েছি দেশদেশান্তর হতে,
প্রাসাদ-নির্ম্মাতা শিল্পী অগণন,—
প্রস্তর অথবা লৌহ-সংগঠন-কাযে,
বিশ্বকর্ম্মা সম সুদক্ষ যাঁহারা !
চমৎকৃত হবে পিতা—স্বচক্ষে দেখিলে,
কি কৌশলে করেছে আবৃত,
অষ্টধাতু দিয়া—
সমগ্র কক্ষের বহির্ভাগ !
একমাত্র মুক্তদ্বারে,
বসে আছে সারি সারি—
মন্ত্রসিদ্ধ দ্বিজগণ যত !
অগণন চিকিৎসক,—বৈজ্ঞানিক কত,

রসায়নশাস্ত্রে সুনিপুণ তাঁরা,—
কৃত্রিম উপায়ে স্নিগ্ধ সমীরণ
করিছে সৃজন রুদ্ধকক্ষ-অভ্যন্তরে,—
করি বিদূরিত—দূষিত নিঃশ্বাস-বায়ু—
প্রতি পলে পলে !

পরীক্ষিৎ। তবে আর কিবা চিন্তা রাণি ?
মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছে পুত্র জন্মেজয় !
বিধিলিপি করিতে খণ্ডন—
এত আয়োজন তার !
কি ছার তক্ষক ?
আর মৃত্যু এ জীবনে না ঘটিবে মোর !
হা—হা—হা—হা—

ইরাবতী। মহারাজ—মহারাজ—

পরীক্ষিৎ। কেন—কেন—আর দুঃখ কেন রাণি ?
রজোগুণে গুণী পুত্র জন্মেজয়—
খণ্ডন করিতে চায় নিয়তির লেখা !
ব্রহ্মতেজ-ক্ষত্রতেজ-সংঘর্ষণে,—
জগজনে দেখাবে প্রমাণ,
নিশ্চয় ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ,
বলবীর্য্য বুদ্ধির কৌশলে—
স্বত্বগুণময় ব্রাহ্মণ হইতে !

জন্মেজয়। পিতা ! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু তুমি মম !

তুমি স্বর্গ—তুমি ধর্ম্ম—তুমি পরন্তপ—
তুমি ইষ্ট—সবা' হতে পূজ্য তুমি মোর!
মিথ্যা নাহি কহিব তোমায়,—
পিতার অধিক—ব্রাহ্মণে নাহিক প্রীতি মম!
তর্ক নাহি সাজে তব সনে!
নিখিল ভুবনে,—হোক্ দ্বিজ সর্ব্বারাধ্য—
সর্ব্ববর্ণ-শ্রেষ্ঠ—পূজ্য সবাকার,—
আমার সকাশে,—কি ছার ব্রাহ্মণ,—
ভগবান নারায়ণ—
পূজ্য নন্ তোমা হ'তে!
শুন পিতা—মনে মনে প্রতিজ্ঞা আমার!
প্রকৃতির রীতি করিব বিকৃতি,
বিধির বিধান ব্যর্থ হইবে ধরায়,
ব্রহ্মতেজ করিব নিষ্প্রভ,
নিষ্ফল হইবে ব্রহ্মশাপ,—
ফিরাইব নিজহস্তে নিয়তির গতি,
রক্ষিতে আমার—জন্মদাতার জীবন।

পরীক্ষিৎ — পুত্র জন্মেজয়!
প্রশংসার্হ নিঃসন্দেহ পিতৃভক্তি তব!
ভাল,—কর যেবা অভিরুচি!
উচিত না হয় মোর—
আর বাক্‌বিতণ্ডা তোমার সনে,

যে দারুণ উত্তেজিত তুমি!
কহ শুনি,
এই কক্ষে কতদিন রাখিবে আমারে?

ইরাবতী। ক্ষুণ্ণ নাহি হও মহারাজ!
আজ পঞ্চম দিবস হইল বিগত;
আর দুই দিন,—
মাত্র দুই দিন রহ এই কক্ষমাঝে!

পরীক্ষিৎ। আর দুই দিন পরে—
অমরত্ব হবে মম লাভ?

জন্মেজয়। ওঃ—পিতা—ক্ষমা কর দাসে!
কর দেব—যাহা ইচ্ছা মনে;
বিদায় চরণে,
রাজ্যে আর স্থান নাহি মোর!
জননী গো—কুসন্তান আমি,—
দেহ বিদায় আমারে!

ইরাবতী। শোন্—শোন্ জয়া—

জন্মেজয়। জনক বিরূপ যার 'পরে,—
গৃহবাস তার উচিত না হয়! [জন্মেজয়ের প্রস্থান]

ইরাবতী। মৌন কেন মহারাজ?
পূরিল বাসনা তব—
পুত্র গেল গৃহবাস ত্যজি?
কহ,—কিবা অভিপ্রায় মনে?

এই অজ্ঞান অবোধ—পিতৃগতপ্রাণ—
শিশুপুত্রগণে সাথে লয়ে,—
আমিও কি চলে যাব—রাজ্যবাস ত্যজি—
বিজন বিপিনে কোথা ?

পরীক্ষিৎ। অবোধ রমণি !
আমি কেন নির্দ্দয় পরাণে,
নিজ-পত্নীপুত্রগণে—
রাজ্য হতে করিব বিদায় ?
নিয়তি—নিয়তি—নিয়তি-প্রভাবে—
সকলেই যাবে—গন্তব্যের রেখাপথে,
অদৃষ্টের লিপি করিতে পূরণ !
সূতিকা-আগারে—বিধির অজ্ঞাতে,
মানবের জন্মকাল হতে
মরণের দিবস অবধি,—
প্রতিদিন—প্রতি মুহূর্ত্তের গতি,
প্রতি কার্য্য,—জীবনের প্রত্যেক ঘটনা,—
ললাটে লিখিত হয়,—প্রিয়তমে !
ভ্রমে নিপাতিত মোহান্ধ মানব,
নিজ-শক্তিবলে,—
বিদ্যা—বুদ্ধি—জ্ঞান—বিজ্ঞানকৌশলে,—
ঘটাইতে চায়—
অদৃষ্টলেখার ব্যতিক্রম।

ইরাবতী। তবে—তবে কি হে মহারাজ—
সত্যই কি তবে অদৃষ্ট-লিখন,
তক্ষক-দংশনে তব—ওঃ— (ক্রন্দন)

পরীক্ষিৎ। শান্ত হও রাণি—
নিষ্ফল রোদনে কিবা কাজ ?
দুর্জ্ঞেয় অদৃষ্ট-লিপি ;
ধাতার অজ্ঞাত,—
নিজহস্তের লিখন তাঁর !
তবে কেন বৃথা এত উচাটন ?
ব্রহ্মশাপ যদি অদৃষ্ট-লিখন মোর—

ইরাবতী। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও মহারাজ,—
হেন কথা আর নাহি কর উচ্চারণ !
ধরি পায়,—দেহ আশ্বাস দাসীরে—
আশ্বস্ত হইয়া নিজে !
দৃঢ় কর মন,
কর বদ্ধমূল এই ধারণা অন্তরে,—
ক্রোধোন্মত্ত দ্বিজ-বালকের কথা,
সত্যে নাহি হবে পরিণত !
নহে,—নহে ব্রহ্মশাপ অদৃষ্ট-লিখন তব !

পরীক্ষিৎ। তাই হোক্ রাণি !
অহরহঃ করি এ প্রার্থনা,—
যেন,—রুষ্ট দ্বিজ তুষ্ট হন মম প্রতি !

বসিয়া নির্জ্জনে—ডাকি ভগবানে,
যেন—মৃত্যুভয় হয় নিবারণ।
যাও রাণি—
পুত্রগণে লয়ে সাথে—নিজ-অন্তঃপুরে ;
অনর্থক প্রহরীর কাজে—দেহ অবসর !
শ্রান্ত ক্লান্ত শিশুগণ,—
যথাকালে আহার-বিরাম নাহি লভি !

পুত্রগণ। না বাবা—আমরা আপনাকে ছেড়ে যাবোনা !

পরীক্ষিৎ। নাহি ভয় আর—প্রিয়পুত্রগণ মোর !
সুরক্ষিত কক্ষ,—
শুনিলে তো জ্যেষ্ঠের সকাশে ?
ত্রাসে পিপীলিকা হেথা নারিবে পশিতে !
যাও তব জননীর সাথে,—
বিরক্ত না কর মোরে অকারণ !

পুত্রগণ। মা—মা

শ্রুতসেন। আমরা বাবাকে ছেড়ে কেমন করে থাকব ?

উগ্রসেন। আমাদের তো কোনো কষ্ট হয়নি মা,—তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বলনা মা—

ভীমসেন। বাবার জন্যে আমাদের খিদে-তেষ্টা-ঘুম—কিছুই পাচ্ছেনা। কেমন,—না দাদা ?

ইরাবতী। ওরে—ওরে—হতভাগ্য শিশুপুত্রগণ !
মহারাজে বুঝাবার ছাবা—

নিঃশেষ হয়েছে মোর !
মার প্রাণ দিয়ে—ওরে দুর্ভাগ্য সন্তান !
মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি যাতনা তোদের !
কিন্তু—কি করিব,—উপায়বিহীনা আমি !
দুঃখ এই—বুঝিল না স্বামী মোর,
অন্তরের ব্যথা আমা সবাকার !
চল দেবালয়ে,
রেখে আসি তোমা সবাকারে ;
যেথায় উত্তরা দেবী শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী,—
তনয়ের মঙ্গলের তরে—
কাতরে ডাকেন নারায়ণে !
মিলি তাঁর সনে—তোরা কয়জনে,
উচ্চকণ্ঠে কেঁদে বল্ ভগবানে,—
'ওহে করুণানিধান !
গর্ভবাসকালে পিতারে মোদের—
করিয়াছ পিতৃহীন ;
এই দীন পুত্রগণে তাঁর,
করিবে কি পিতৃহারা—
বাল্যকাল না হইতে গত ?'

[কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রগণসহ ইরাবতীর প্রস্থান
রাজা পরীক্ষিৎ অধোমুখে পালঙ্কে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দেবালয়—মন্দিরাভ্যন্তর।

(শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি)

সম্মুখে উত্তরা করজোড়ে উপবিষ্টা।

উত্তরা। দয়াময়! শ্রীমধুসূদন!
এখনো কি বাসনাপূরণ—
হয়নি তোমার হরি?
নারীর সর্ব্বস্বধন পতি,
সংসারের গতি—মুক্তি—ভরসা—সম্বল,
যাঁর তরে রমণীর জীবনধারণ;
সেই অমূল্য রতনে—করেছ বঞ্চিত,
অতীত না হ'তে মোর দ্বাদশ বৎসর!
অসহনীয় সে দুঃখে,
নিদারুণ বৈধব্যের জ্বালা প্রশমিতে,
পুত্র পরীক্ষিতে—কোলে দিয়েছিলে মোর!
ঘোর অন্ধকার-সমাবৃত—
সর্ব্বসুখ-বিরহিত-জীবন-কারায়,
অতি ক্ষীণ আলো-রশ্মি করিলে প্রকাশ!
ওহে শ্রীনিবাস! নিরাশ জীবনে—
এই মাত্র ছিল হে আশ্বাস,—

ব্যর্থ নহে একেবারে,
পুত্রবতী বিধবার জীবনধারণ!
কিন্তু নারায়ণ!
বার বার অভাগিনী উত্তরার সনে—
এ নির্ম্মম আচরণে,—বুঝিতে না পারি,
কি উদ্দেশ্য তব হয় হে সাধিত?
করেছিলে একমাত্র পুত্রের জননী;
মাতৃস্নেহসুধারসে—
সুশীতল করেছিলে এ বিদগ্ধ প্রাণ,
ভগবান!
সে কি শুধু করাইতে পান—
মর্ম্মদাহী তীব্র পুত্রশোক-হলাহল?
হে ভক্তবৎসল!
বলবুদ্ধিভরসার স্থল—
পাণ্ডবকুলের তুমি জানি চিরদিন!
দীননাথ!
এ দীনার প্রতি একি পুনঃ বিড়ম্বনা!
ধ্যানে জ্ঞানে—
পতির চরণ করি আরাধনা,
কোন মন্ত্রে পতিশোকানল চাপি—
যাপিতেছিলাম এ ছার জীবন
নারায়ণ! নারায়ণ!

আর শাস্তি দিওনা এ অভাগীরে!
একমাত্র পুত্রধনে কোরোনা বঞ্চিত,
রক্ষা কর—রক্ষা কর পরীক্ষিতে মোর!
অভাগিনী উত্তরার এই নিবেদন,—
ওহে বিপত্তিভঞ্জন হরি!
পরিণত এ বয়সে,
পারিব না—পারিব না প্রভু—
পুত্রশোকশেল হৃদে করিতে ধারণ!

(ভূতলে মাথা রাখিয়া ক্রন্দন)

(অচিনের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

কেন দুঃখশোক—কেন তাপজ্বালা—
কিসে প্রাণে এত ব্যথা?
সব সুখদুঃখ মনের সৃজন, বোঝো এই সার কথা॥
স্রোতে তৃণ হ'য়ে ভেসে চলে যাও,
দেখনা অকূলে কূল কিনা পাও;—
তোমার যা কিছু সব তারে দাও,—(যে) এনেছে তোমারে হেথা;
করমে তোমার শুধু অধিকার, কেন ফলে আশা বৃথা?

(যখন অচিন্ আপন মনে গান গাহিতেছিল—তখন উত্তরা তাহার মুখপানে চাহিয়াছিলেন। পরে অচিন্ তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইতেই উত্তরার মুখভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল)

উত্তরা। হ্যাঁ বাবা অচিন্—এতদিন পরে দুঃখিনীকে কি মনে পোড়লো ?

অচিন্। আমিও বলি,—অ্যাদ্দিন পরে আমাকেও কি তোমার মনে পোড়লো মা ?

উত্তরা। ওরে বাপ্—আমাতে কি আর আমি আছি ? বিশ্বসংসারের কাউকে আর আমার মনে নেই ! জগৎব্রহ্মাণ্ডের কিছুতেই যে আর আমার মন নেই বাবা !

অচিন্। ইস্—তাইতো মা—মনটা তোমার হারিয়ে গেল ? তাহ'লে কি হবে ?

উত্তরা। মন হারায়নি বাবা ! সমস্ত মনটা গিয়ে পড়েছে—ছেলের ওপোর !

অচিন্। উহুঁ ! ছেলের ওপোর মনটা পড়লে—এখানে একা পালিয়ে এসে মাথা খুঁড়বে কেন ?

উত্তরা। ছেলের জন্যেই মাথা খুঁড়ছি বাবা ! নইলে,—আর যে কোন উপায় নেই !

অচিন। ও বাবা—এ তো ভারি মজার কথা ! মনটা থাকবে ছেলের কাছে,—না—না—ঠিক ছেলের কাছেও নয়,—কোথা কে সেই তক্ষকের কাছে,—আর দেহটা মাথাটা ধড়টা থাকবে ঐ মূর্ত্তির পায়ের নীচে ?

উত্তরা। কি বল্ছ অচিন্ ?

অচিন্। ঠিকই বল্ছি মা ! আমি ও রকম ভালবাসিনা ! ঐ জন্যেই তো আমি রাজবাড়ীমুখো হইনি,—কতদিন—কতদিন—

উত্তরা। কি জন্যে অচিন্? রাজবাড়ীতে যাওনা কেন বাবা?

অচিন্। কারুর মনের ঠিক নেই! কারুর মন পাইনা বলে!

উত্তরা। বাছা! তুমি তো শুনেছ,—আমার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

অচিন্। সর্ব্বনাশ কি মা?

উত্তরা। ওরে অবোধ শিশু! মায়ের যে কি সর্ব্বনাশ,—কা'কে সর্ব্বনাশ বলে,—তোকে তা আমি কথায় ব'লে বোঝাতে পার্ব্বনা।

অচিন্। হ্যাঁ মা! যদি কেউ মরে,—অম্নি তার মা বাপ ছেলে মেয়ে স্ত্রী ভাই বোন সবাই বলে,—"যাঃ, সর্ব্বনাশ হয়ে গেল!" কেন মা?

উত্তরা। বুঝ্‌বে বাবা,—বড়ো হও,—সংসারী হও,—জ্ঞানবুদ্ধি হোক্,—এসব কথা তখন বুঝবে!

অচিন্। তুমি জাননা মা। আমি নেহাৎ কচি খোকাটী নই! আমারও মস্ত ঘরবাড়ী আছে,—সংসার আছে,—ছেলে—মেয়ে—স্ত্রী—ভাই—বোন্ আছে—

উত্তরা। অচিন্! এখন তুমি যাও! আমি কিছুতেই মনস্থির কর্ত্তে পাচ্ছিনা! একবার চেষ্টা করে দেখি—মনটাকে যদি আয়ত্ত কর্ত্তে পারি!

অচিন্। এত হেনস্থায় কি কেউ রাজারাজড়ার বাড়ীতে আসে মা? কিন্তু তোমার কান্না শুনে আমি যে কোথাও স্থির থাক্‌তে পাচ্ছিলুম না!

উত্তরা। কোথায় ছিলে তুমি? এই মন্দিরে?

অচিন্‌। হ্যাঁ—তা থাকি বইকি! মন্দির—ঠাকুরবাড়ী না হ'লে—আমার আর থাকবার জায়গা কোথায়? সেইখানেই আমায় সবাই রাখে কিনা!

উত্তরা। (হঠাৎ চমকিতা হইয়া) তুমি কে—তুমি কে? বল—বল—তুমি কে?

অচিন্‌। আমি অচিন্‌—অচিন্‌! আমায় তোমরা কেউ চেনোনা—কেউ চেনোনা! আমি যত বলি—'ওগো! তোমাদের আমি চেনা লোক—তোমাদের আমি আপনার লোক',—তবু সবাই আমায় বলে,—'চিনিনা—চিনিনা!' ভাল জ্বালা বাপু!

উত্তরা। (ব্যগ্রভাবে) কিন্তু পরিচয় না দিলে কেমন করে চিন্‌বো?

অচিন্‌। একটু মাথাটা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখ্‌লেই তো পারো যে, 'সত্যি,—এ ছেলেটা গায়ে-পড়া হয়ে এসে যে এত আত্মীয়তা কচ্ছে,—এত আপনার লোক বলে পরিচয় দিচ্ছে,—এ ব্যক্তিটা কে?'

উত্তরা। তবু তুমি নিজে বল্‌বেনা?

অচিন্‌। আরে ছাই—আমি জ্ঞান হতেই চোখ চেয়ে দেখি,—আমি ভুঁইফোঁড়! ন মাতা—ন পিতা—ন বন্ধু—ন ভ্রাতা! আমার,—যাকে বলে,—কাকস্য পরিবেদনা!

উত্তরা। কেউ নেই তোমার?

অচিন্‌। আরে—তোমারই কি কেউ আছে? এখানে দেখ্‌ছি কিনা,—এই মানুষ চাদ্দিকে ঘুচ্ছে ফিচ্ছে,—কাউকে ডাক্‌ছে,—মা,—কাউকে বল্‌ছে,—ঠাকুমা,—কাউকে বল্‌ছে,—

দিদিমা! ব্যস্—ফুড়ুৎ ক'রে একদিন এমন পালিয়ে যায়—আর কারুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই! যেন কে কোথাকার কে। আমার মত সম্পর্ক পাতাতে এসেছিল;—দুদিন খুব আত্মীয়তা করে,—মায়া বাড়ালে,—খেলে—শুলে—নাচ্‌লে গাইলে,—কাজকর্ম ধুমধড়াকা,—কত কি সব ব্যাপার—বাপ্‌রে বাপ্! তারপর—যেই ওপাড়া থেকে একটা ডাক্ দিলে—অমি চক্ষু বুঁজে সটান পাড়ি! "আর কারুর" সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই।

উত্তরা। কে ডাক্‌লে?

অচিন্। ঐ যে গো—যাদের কাছ থেকে এসেছিল,—এই আমারই মত তা'রা অচিন্ লোক!

উত্তরা। কে তা'রা—কে তা'রা?

অচিন্। আরে কে তা'রা,—কোথায়—কোন্ পাড়ায় থাকে তা'রা,—সে তুমিও জাননা—তোমার আপনার লোকেরাও জানেনা!

উত্তরা। তুমি—তুমি এ সব কথা কি বল্‌ছ? এ সব কথা—এ সব কথা—তুমি—তুমি—

অচিন্। কোথা থেকে শিখ্‌লুম? কোথা থেকে জান্‌লুম? হা—হা—এই ভেবে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলে? হা—হা—হা—আরে আমি যে দেখ্‌ছি—রোজ—রোজ—রোজ—রোজ—! ঐ জন্যেই তো কেউ যখন ম'চ্ছে দেখি,—আমার বেশ আনন্দ হয়!

উত্তরা। আনন্দ হয়? সেকি অচিন্?

অচিন্। হবেনা? একখানা পুরোনো কাপড় অনেকদিন প'রে প'রে ময়লা হয়ে গেছে,—সেইটে ছেড়ে ফেলে—যখন সে দিব্যি আর একখানা নতুন কাপড় পরে,—তখন তাকে দেখ্‌লে আনন্দ হয়না? এক কাপড় অনেক দিন প'রে থাকলে,—সেটা ময়লা হয়—ছিঁড়ে যায়—তা'তে দুর্গন্ধ হয়,—শেষে হয়তো এমন অবস্থা দাঁড়াতে পারে যে সেটা পোরে বেরুনোই চল্‌তে পারেনা! মরণটা কাপড়ছাড়া বইতো নয়! তবে আর দুঃখই বা কি—আর মাথা খোঁড়বারই বা কি আছে—তার জন্যে মা? [অচিনের প্রস্থান]

উত্তরা। এ্যাঁ—কি বল্লে ও বালক? মরণে দুঃখ কি? মৃত্যুটা কিছুই নয়?

(শুকদেবের প্রবেশ)

শুকদেব। কিছুই তো নয় মা! ভগবান তোমারই শ্বশুরকে বলেছিলেন,—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী!"

উত্তরা। এ্যাঁ—কে? কে আপনি?

শুকদেব। দীন ব্রহ্মচারী। কিন্তু, হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলে মা?

উত্তরা। কা'কে? কা'কে ঠাকুর?

শুকদেব। তোমার আপনার লোককে,—জগৎব্রহ্মাণ্ডের আপনার লোককে!

উত্তরা। অচিন্‌কে?

শুকদেব। হ্যাঁ মা—ঐ সাদা চোখের অচিন্‌কে! হায় মা! তুমি চিনেও চিন্‌বে না যখন,—তখন ঐ সব চিন্—ঐ চিন্ময় তোমার কাছে অচিন্‌-ই হয়ে রইল। একবার চেন্‌বার জন্য চেষ্টা কর দিকি মা! তা'হলেই দেখ্‌বে—

শুকদেবের গীত।

সে যে দেখা দিয়েছে,
সে যে হেথা এসেছে,
(তোমার) কাছে কাছে আছে,
ফেরে পাছে পাছে,
(তোমায়) প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে।
ঘুমঘোরে তুমি আছ অচেতন,
অন্ধ হয়েছ থাকিতে নয়ন,
চিনিতে পারনা আপনার জন,
(তোমার) প্রেমস্রোতে সে যে ভেসেছে॥

(শুকদেব যখন গাহিতেছিলেন—তখন উত্তরা এক পাশে চক্ষু নিমীলিত করিয়া বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। গীতান্তে সেই অবস্থায় ভাবে বিভোর হইয়া উত্তরা বলিতে লাগিলেন)

উত্তরা। (আপন মনে—চক্ষু মুদিয়া) আহা—মরি—মরি—
একি হেরি অপরূপ!

কিবা স্নিগ্ধ সুশীতল শ্যামল সুন্দর—
কান্তি মনোহর—দিব্যজ্যোতির্ম্ময় !
করুণা-নিলয়—
ঢল ঢল বঙ্কিম নয়ন !
কিবা আনন্দতরঙ্গ বহে ওষ্ঠাধরে,—
সপ্তসুধাধারাবাহী মধুর বাঁশরী তায় !
মরি—মরি—
কিবা, লালিত্য-লাবণ্যপূর্ণ ত্রিভঙ্গিম ঠাম
শ্যামাঙ্গে শোভিত—
প্রভাময় পীতবসন উজ্জ্বল,—
জলদের কোলে যেন বিজলীর দ্যুতি !
নৃত্যশীল কোকনদ চরণযুগলে—
রুণু ঝুণু মধুর মঞ্জীর-রব !
অচিন্ ! অচিন্ ! কই—কোথা তুমি বাপ্ ?
এইবার চিনেছি রে তোরে !
ওরে—ওরে—আয় ফিরে আয়,—
আর অচেনা নহ রে তুমি !

নেপথ্যে—অচিন্। আস্‌ছি মা—আস্‌ছি !

শুকদেব। আস্‌বে বইকি মা ! তোমাদের কাছছাড়া হ'য়ে তো ওর থাক্‌বার জো নেই ! বরাবর এই ধাপরে—ও-তো তোমাদের হয়েই আছে !

উত্তরা। প্রভু—প্রভু—অন্তর্য্যামী ভগবান আপনি—দয়া করে

দুঃখিনীকে দেখা দিয়েছেন! আমি আপনার পরিচয় জানতে চাইনা। বুঝেছি,—আপনিই আমার গুরু—আপনিই আমার ইষ্টদেব—আমার উদ্ধারকর্ত্তা,—আমার ভবপারের কাণ্ডারী!

শুকদেব। ছি—ছি—অমন কথা কি বলতে আছে মা? আমি তোমার সন্তান। তোমার ইষ্টদেবই তোমাদের ইষ্টসাধনের জন্ত আমাকে টেনে নিয়ে এসেছেন! আমি ব্যাসনন্দন শুকদেব,—আমি তোমাদের জন্য এই ভবপারের তরীখানি নিয়ে এসেছি! মাগো! পারের কাণ্ডারী তিনি, এই তরীতে তোমাদের বসিয়ে উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল এই সংসার-পারাবার অবহেলে পার করে দেবেন!

উত্তরা। কৈ—কৈ প্রভু? কৈ সে ভবপারের তরী? দিন—দিন প্রভু—আমায় পার করে দিন! আমায় ভবপারে নিয়ে চলুন! আমি আর এ পারের জ্বালাযন্ত্রনা সহ্য কর্ত্তে পাচ্ছিনা! আর পাচ্ছিনা—পাচ্ছিনা!

শুকদেব। মা! অধৈর্য্য হোয়োনা,—একটু শান্ত হয়ে আমার কথা শোনো দিকি! তোমার মঙ্গল হবে!

উত্তরা। আমার মঙ্গল? ঠাকুর! তোমার কথা শুনে সত্যিই আমার হাসি পাচ্ছে! আমার জীবনটাই যে কেবল অমঙ্গলের সমষ্টি,—তা জাননা প্রভু? দ্বাদশবৎসর বয়সে—মঙ্গলনিধান শ্রীভগবানের পাশে দাঁড়িয়ে হাতের মঙ্গল খুলে,—সংসারে অমঙ্গলের সূচনা করেছি! কি বলব দেব,—পুত্রের মঙ্গলের জন্য,—পাছে মঙ্গলের সংসারে

অমঙ্গলের বাতাসে কলুষিত হয়,—সেই ভয়ে, অমঙ্গলরূপিণী নিজেকে রাজপ্রাসাদ থেকে—পুত্রপরিজনদের কাছ থেকে দূরে এনে রেখেছিলুম! কিন্তু কি দুরদৃষ্ট! মাত্র দুদিনের জন্য গ্রহের বশে পুত্রবধূর আকুল আহ্বানে—পুত্রপৌত্রদের আদর কর্ত্তে প্রাসাদে গিয়েছিলুম,—অমি সেই শান্ত মেঘাড়ম্বরশূন্য নির্ম্মল সংসার-আকাশ অকস্মাৎ ঘোর-ঘনান্ধকারময়,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রলয়ের মেঘগর্জ্জন,—সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মশাপরূপ ভীষণ বজ্র—ঐ—ঐ—ঐ বুঝি পোড়লো,—ঐ বুঝি আমার পরীক্ষিতের মাথায় পোড়লো! ঠাকুর—ঠাকুর—রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে কি—রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে কি? বাছাকে আমার— (শুকদেবের পদধারণ)

শুকদেব। ভয় কি মা—ভয় কি? একটু শান্ত হও! আমার কথা শোনো—কোনো ভয় থাক্‌বেনা! তোমার সহায় স্বয়ং ভবভয়হারী শ্রীহরি! এই দেখ মা,—জীবের ভবভয়-মোচনের জন্য—আমি ভগবানের নিয়োগে এই ভাগবত-পুরাণ এনেছি! যে শুন্‌বে,—জীবনে তার সকল ভয়—সকল ব্যথা—সকল যন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে মা! তুমি পুত্র পরীক্ষিৎকে নিয়ে একবার ভক্তিভরে মনঃসংযোগ করে শোননা দেখি মা!

শুন্‌বো—শুন্‌বো! ভগবানের কথা নিশ্চয়ই শুন্‌বো! কিন্তু —মন দিয়ে শুন্‌তে পার্ব্ব কিনা জানিনা! আমার মন যেন কোথায় হারিয়ে গেছে! অচিন্‌ও বল্‌ছিল—

নেপথ্যে—অচিন্। শোনো মা শোনো—মন দিয়ে শোনো—

উত্তরা। কই—কই অচিন্? কোথায় তুই অচিন্? ওরে—আমার মন যে তুই নিয়ে গেছিস্! দে—দে—আমার মন ফিরিয়ে দিয়ে যা—অচিন্— (উন্মত্তা হইয়া প্রস্থান)

শুকদেব। লীলাময় হরি!

অপার দুর্ব্বোধ্য লীলা সংসারে তোমার!

জ্ঞানী মুক্ত জীব,—রহস্য যে বোঝে তার,—

মনে মনে হাসে—হেরি লীলার চাতুরী!

কিন্তু, মায়ায় আচ্ছন্ন অজ্ঞ যেই জন,

বুঝিতে অক্ষম যারা—

এ নিগূঢ় তত্ত্ব,—লীলামাহাত্ম্য তোমার,—

শত মুখে দোষে তোমারে শ্রীহরি!

নিন্দা করি উচ্চকণ্ঠে কয়,—

নহ তুমি দয়াময়—

জগতের মঙ্গলনিধান!

হায়—এই সেই হস্তিনানগরী!

সাধ হয় জিজ্ঞাসি তোমারে যদুপতি,—

কোথা তব সে মথুরাপুরী?

কোথায় সে বৃন্দাবনধাম?

কোথা সেই যমুনাপুলিন,—

কোথা কুঞ্জবন,—

শ্রীরাধার সনে যুগলে মিলিতে যেথা?

কোথা নন্দ পিতা—যশোদা জননী,—
কোথায় রাখালগণ,—
কোথা গোপ—গোপিনীসঙ্গিনীদল ?
সেই সব লীলামৃতকথা,—
পিতা বেদব্যাস মোর—
করিলেন যত্নে সঙ্কলন,
এই শ্রীমদ্ভাগবত পবিত্র পুরাণে !
আহা—চক্ষের উপরে ভাসে যেন মোর,—
যদু-কুরু-পাণ্ডু-সমুদ্ভূত—
ভারতের স্তম্ভরূপ ত্রিকুল মহান !
যেন প্রত্যক্ষ নেহারি—
ঐ দীনা কুন্তী দেবী,—
বক্ষ বাহি অশ্রুধারা ঝরে,—
দুর্য্যোধন-আদি শতভ্রাতাকরে—
হেরি নিজ পঞ্চপুত্রের দুর্গতি !
আর সম্মুখে দাঁড়ায়ে ওই—
দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ সারথী,—
অতি নিরীহ অক্ষম—
নিবারিতে পাণ্ডব-দুর্গতি,—
নিরুপায়—সজলনয়ন !
সেই সমবেদনার করুণা-ধারায়,
প্রবোধ মানিল—পাণ্ডবজননীপ্রাণ।

হরি—হরি!
বারবার করি নমস্কার—
রাজীবচরণে দেব,—
ভাবি যবে—যদুপতি তুমি—
দাঁড়াইয়ে প্রভাসের কূলে,—
অবহেলে মদমত্ত যদুবীরগণে,
করি লিপ্ত আত্মদ্রোহে—প্রমত্ত কলহে,
নিজবংশ করিলে নির্ম্মূল।
ভুলি নাই হে মাধব!
ভাগিনেয় অভিমন্যু তব,
যবে প্রাণ দিল সপ্তরথীর বেষ্টনে,
অস্ত্রশূন্য—অসহায় রণে,—
সে সময় সংসপ্তকগণে দমিবারে—
ছল করে সখা পার্থে রেখেছিলে দূরে!
এবে পরীক্ষিতে তক্ষক-দংশন,—
ভুবনমোহন!
এও জানি অত্যদ্ভুত লীলার মাধুরী।

(পরীক্ষিতের প্রবেশ)

পরীক্ষিৎ। দেব গোস্বামিন্!
জগৎব্রহ্মাণ্ডপাশে আমি অপরাধী,—
কিন্তু কোন্ দোষে দোষী ও শ্রীপদে প্রভু?
যে কারণ প্রাসাদে না করি পদার্পণ,

দরশন নাহি দিয়ে অভাগারে,—
এলে পলাইয়ে নিভৃত এ দেবালয়ে ?

শুকদেব। স্বস্তি স্বস্তি হে নৃপতি !
অতি ব্যাকুলিত হয়ে তোমারি কারণে,
হিমালয়যোগাশ্রম হতে—
এসেছি হস্তিনাপুরে !
নরনাথ ! ব্যথিত এ চিত মম,
শুনি অকস্মাৎ—ব্রহ্মশাপগ্রস্ত তুমি !

পরীক্ষিৎ। দেব !
আমা সম অভাজন নাহি ধরাতলে !
শুনি—মাতৃগর্ভে মোর অবস্থিতিকালে,—
গুরুদ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা,—
করেছিল মোরে ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগ !
পিতামহসখা শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে,—
সে সময় প্রাণনাশ হ'লনা আমার,
সহিতে দুর্ব্বার এই ব্রহ্মশাপজ্বালা,—
প্রাণ দিতে অবশেষে তক্ষক-দংশনে।

শুকদেব। শান্ত হও হে রাজন—
মৃত্যুভয়নিবারণ এখনি হইবে !
পিতার আদেশে—পিতার রচিত—
আনিয়াছি এই পবিত্র পুরাণ,—
শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ—মৃতসঞ্জীবনী !

নৃপমণি—
ভগবৎভক্ত তুমি সজ্জন ধীমান,—
কর পান এই হরিনামামৃত ;
হবে বিদূরিত—
ভয়—ব্যাধি—সকল যন্ত্রনা !

পরীক্ষিৎ। হে মহাযোগীন্ !
কৃষ্ণ দয়াময় ছিলেন সদয়,
পাণ্ডবের প্রতি চিরদিন ;
প্রাণাধিক প্রিয় ছিল তাঁর—
যুধিষ্ঠির আদি মম পিতামহগণ।
বুঝিনু এখন—তৃপ্ত্যর্থে তাঁদের,—
আর স্বর্গগত পিতৃস্বস্থপুত্রগণে তাঁর—
প্রীতিদান হেতু,—
নারায়ণ প্রসন্ন এ পাপী পরীক্ষিতে !
তেঁই মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন—
ব্যাসের নন্দন তুমি পুরুষ মহান,—
নিজে উপযাচক হইয়ে,
লয়ে করে ভাগবত পবিত্র পুরাণ,
সশরীরে উপনীত হেথা,
জীবনসঙ্কটে ত্রাণ করিতে অধমে !

শুকদেব। নরনাথ ! যথার্থই ভাগ্যবান তুমি।
চল মোর সনে,—

পুণ্যতীর্থজলে স্নান করি,
শুনিবে হে ভাগবত-কথা—,
হরিলীলাগাথা—হরিনামগান।

পরীক্ষিৎ। চলুন গোস্বামী প্রভু!
বসি প্রায়োপবেশনে,
পূতমনে সুরধুনীতীরে,
প্রাণভরে শুনি হরিনাম,
পাপমুখে করি হরিধ্বনি!

[শুকদেবের সহিত পরীক্ষিতের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হস্তিনার প্রান্তভাগ—অরণ্যপথ

ব্রাহ্মণবেশে তক্ষক এবং তাঁহার পশ্চাতে দ্বাপর

তক্ষক। বৃথা অনুরোধ মোরে কোরোনা ধীমান!
ব্রাহ্মণের অসম্মান—
আমা হ'তে কভু না হইবে।
আজি সপ্তম দিবস না হ'তে অতীত,
রাজা পরীক্ষিৎ—
অবশ্যই প্রাণ দিবে আমার দংশনে।
বিধির বিধানে—
নৃপতির জীবনের আজি শেষ দিন।

দ্বাপর। জানি আমি সব—হে মহানুভব !
তাই এত করিয়া সন্ধান,
তব সন্নিধানে মম আগমন।
রক্ষা কর—রক্ষা কর রাজা পরীক্ষিতে !
গিয়াছিনু ঋষিবর শমীকের পাশে,
কত বুঝায়েছি তনয় শৃঙ্গীরে তাঁর,—
তবু,—ব্রহ্মশাপ প্রত্যাহার—
কোনমতে নারিনু করাতে।
তবে—অনুতপ্ত চিতে—
কহিয়াছে মুনিপুত্র শৃঙ্গী মোরে,—
'নাগেশ্বর তক্ষক যদ্যপি—
পরীক্ষিতে না করে দংশন,
আমি নাহি রুষ্ট হব তক্ষকের প্রতি,
নাহি কোন ক্ষতি মোর—
রক্ষা যদি পায় নৃপ তক্ষক-দংশনে।'
মহাত্মন্! তেঁই সাধি করে ধরি,
কৃপা করি রক্ষ নৃপতিরে।

তক্ষক। হা—হা—হা—হা—নিতান্ত বাতুল তুমি!
অতি অজ্ঞ—অতি মূর্খ—জ্ঞান-বুদ্ধি-হীন,—
হেরি মতিচ্ছন্ন তব এ বৃদ্ধবয়সে!
নহে কি সাহসে—
চাহ ব্রহ্মতেজ ব্যর্থ করিবারে?

ব্রহ্মশাপ হইবে নিষ্ফল,
ব্রাহ্মণের বাক্য মিথ্যা হবে,
বিধির বিধান—অদৃষ্টলিখন,—
অলীক অসার—মাত্র শিশুর কৌতুক—
হবে প্রমাণিত জগৎমাঝারে,—
এরি তরে—এত তব বিড়ম্বনাভোগ ?
হা—হা—হা—হা—
যাও—যাও হে পথিক—
পথ দাও,—ত্যক্ত নাহি কর মোরে।

দ্বাপর। না—না—ছাড়িব না—
কোনমতে নাহি দিব যেতে—
অকারণে নাশিতে সে ধার্ম্মিক রাজারে।
ইচ্ছা যদি হয়—করহ দংশন মোরে !
আমি বৃদ্ধ—আমি দীন—আমি শক্তিহীন,—
জরাজীর্ণ শীর্ণ দেহ মোর,—
তবু প্রাণপণে রোধিব তোমার গতি !
করে ধরি বার বার করিহে মিনতি—
নৃপতিরে রক্ষা কর নাগেশ্বর !
ইহাতেও যদি অন্তর তোমার—
বিগলিত নাহি হয় করুণায়,—
ধরি পায়—রাখ রাখ বৃদ্ধের বচন ! (পদতলে পতন)

তক্ষক। ছি—ছি—ছি—ছি—

একি বৃদ্ধ তব আচরণ ?
কি কারণ—এ বিপত্তি ঘটাও আমার ?
পথমাঝে কোথা হতে আসিলে জঞ্জাল,
কার্য্যে বিঘ্ন প্রদানিতে মোর ?
কহ—কেবা তুমি —কোথায় নিবাস ?
পরীক্ষিৎ-জীবন রক্ষিতে,—
এত যত্ন—এত চেষ্টা কি হেতু তোমার ।

দ্বাপর । পরিচয় কিছু নাই মোর !
আমি রাজভক্ত প্রজা,—
চিরদিন আমি পাণ্ডব-আশ্রিত,—
ধর্ম্মের সেবক—জন্মকাল হ'তে !
অন্য পরিচয় কিবা দিব আর ?
কৌরব পাণ্ডব—দুই কুলে,—
বহুদিন হতে মম আছে গতিবিধি !
পাণ্ডুবংশধরগণসনে,—
পরম মিত্রতা—চির-আত্মীয়তা মোর !

তক্ষক । আর সেই পাণ্ডবকুলের সনে—
বহুদিন হ'তে মোর শত্রুতা ভীষণ !
পাণ্ডুবংশধরগণে—
জনে জনে মহাশত্রু এই তক্ষকের !
সেই বংশ উচ্ছেদের তরে,
এত আয়োজন—এত চেষ্টা মোর !

দ্বাপর। তুমি মহাশত্রু পাণ্ডবকুলের ?

তক্ষক। হ্যাঁ—হ্যাঁ—মহাশত্রু আমি!
শুন বৃদ্ধ—কহি সুবিস্তারে—
কি কারণ তার !

অনুমানি সুনিশ্চয় জানো এ কাহিনী,-
রাজা যুধিষ্ঠির আদি সে পঞ্চ পাণ্ডব,
ছিল যবে বিদ্যমান হস্তিনায়,—
হয়েছিল সে সময় খাণ্ডবদহন।
সুবিস্তৃত সুবিশাল সে খাণ্ডববনে,
পত্নীপুত্রপরিজনসনে,
বহুকাল হ'তে ছিল বসতি আমার !
কি কহিব—অপার দুর্দ্দৈব-কথা !
একদা আমারে—দূরদেশান্তরে—
হ'য়েছিল যেতে তীর্থ পর্য্যটনে,—
রাখিয়া ভবনে প্রিয় পত্নীপুত্রে মোর !
ফিরে এসে শুনি বিবরণ,—
কুচক্রী শ্রীকৃষ্ণ আর দুষ্ট পার্থ দোঁহে,
অগ্নিদেবে তুষিবারে,
তেজোবৃদ্ধি হেতু তার,—
সহায়তা করিয়াছে খাণ্ডবদহনে।
ভীষণ সে অগ্নির কবলে—
বিদগ্ধ আমার পত্নীপুত্র দোঁহে।

মম মিত্রবর ইন্দ্র দেবরাজ,—
তাঁহারই কৃপায়—
রক্ষা হয়েছিল মম পুত্রের জীবন!
কিন্তু অভাগিনী আদরিণী প্রিয়া মোর,—
ভস্মীভূত হয়ে গেল অগ্নিদেব-কোপে!
ওঃ—ওঃ—কি আর কহিব বৃদ্ধ!
যেইরূপ—জ্বলে জ্বলে ভীষণ অনলে—
প্রাণ দেছে বনিতা আমার,—
সেইরূপ জ্বলে জ্বলে মম বিষানলে,
প্রাণ দিবে পাণ্ডুবংশধর পরীক্ষিৎ,—
তবে প্রতিহিংসাতৃষা মিটিবে আমার!

[তক্ষকের প্রস্থান]

দ্বাপর। হায় হতভাগ্য নরপতি! (অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল)

(ছদ্মবেশে কলির প্রবেশ)

কলি। হতভাগ্য নরপতি,—না—হতভাগ্য তুমি দ্বাপর?

দ্বাপর। এঁ্যা—কে?

কলি। চিন্‌তে পাল্লেনা বৃদ্ধ? আমি শূদ্ররাজ কলি!

দ্বাপর। এঁ্যা—তুমি? আবার তুমি এখানে এসেছ? ছি-ছি—এমন নির্লজ্জ তুমি?

কলি। অরাবপ্যুচিতং কার্য্যং আতিথ্যং গৃহমাগতে! আমি তো এ রাজ্যে শত্রুরূপে আসিনি! আমি যে আজ অতিথি,—ঘোর শত্রু হ'লেও তোমাদের অতিথি,—পূজনীয়!

দ্বাপর। মহারাজ পরীক্ষিৎ তোমার স্থাননির্দ্দেশ করে দিয়েছিলেন,— তবে তুমি আবার এখানে কি সাহসে এলে—আমি সেই কথাই জান্‌তে চাই!

কলি। তুমি কি বল্‌তে চাও—এখানে আমার স্থান নেই? হিংসা, দ্বেষ, দুরাশা, দর্প, গর্ব্ব, অহঙ্কার,—দ্বাপররাজের যুগে মহারাজ পরীক্ষিতের রাজ্যের সীমানামধ্যে একেবারে কি ধুয়ে মুছে গেছে?

দ্বাপর কি বল্‌ছ তুমি?

কলি। ঠিকই বল্‌ছি আমি। বিচার করেই দেখনা বৃদ্ধ,—দারুণ প্রতিহিংসা নিয়ে নাগেশ্বর তক্ষক পরীক্ষিৎকে দংশন কর্ত্তে চলেছে;—দ্রোণপুত্র দ্বিজ অশ্বত্থামা শোণিত-তৃষায় পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে;—দর্পে গর্ব্বে জন্মেজয় ব্রহ্মতেজ ব্যর্থ কর্ব্বার জন্য—কি ভীষণ ব্রাহ্মণবিদ্বেষী হয়ে মৃত্যুপথযাত্রী পিতাকে পর্য্যন্ত অবহেলা করে চলে এসেছে;—মনে মনে উদ্দেশ্য,—জগতে সে প্রমাণ কর্ব্বে যে ব্রহ্মতেজ কিছুই নয়;— ক্ষত্রিয়—বৈশ্য—শূদ্র,—এরাও মানুষ,—ব্রাহ্মণও মানুষ;— অতএব ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী অর্থহীন। অভিমানিনী সাধ্বী রাণী ইরাবতী,—রাজরাণী হয়ে তাঁর ধারণা,—তিনি চেষ্টা ক'র্লে—অর্থবলে বা কথার কৌশলে—ব্রাহ্মণকে বশীভূত করে তাঁর কার্য্যসিদ্ধি কর্ত্তে পার্ব্বেন;—তাই চলেছেন শৃঙ্গীর কাছে,—তাকে দিয়ে ব্রহ্মশাপ প্রত্যাহার করাতে! দ্বাপররাজ! এখানে কি আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানের অভাব আছে?

দ্বাপর। হায় শূদ্ররাজ! কুক্ষণে বিধাতা তোমাকে সৃজন করেছিলেন। জানিনা,—এই পুণ্যভূমি ধর্ম্মক্ষেত্র পবিত্র ভারতে ধর্ম্মের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করে,—মঙ্গলময় ভগবান তাঁর কি মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধিত কর্ব্বেন!

কলি। তুমি জাননা,—কিন্তু আমি ভালরকমই জানি,—কেন বিধাতা আমায় সৃজন করেছেন! দ্বাপররাজ! সত্যই তুমি অতি মূর্খ,—অতি জ্ঞানহীন! যথার্থই শেষ দশায় তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে! বৃদ্ধ! এটুকু বুঝ্‌তে পারনা যে, অন্ধকার যদি না থাকৃতো,—তাহ'লে পৃথিবীতে আলোর এত আদর কেউ কর্ত্তনা? চন্দ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে হয়ে একদিন ঘোর অমাবস্যা আসে বলেই তো লোকে পূর্ণচন্দ্রের জন্য এত আকুল হয়! জেনো দ্বাপর! ধর্ম্মের মাহাত্ম্য—সত্যের গৌরব—পুণ্যের সমাদর বৃদ্ধি কর্ব্বার জন্যই অধর্ম্মের নিতান্ত প্রয়োজন,—নইলে ধর্ম্মের প্রতি কারও কোনো আস্থা থাকেনা! আর স্বয়ং ভগবানকে যে মাঝে মাঝে দেহধারণ করে ধরায় অবতীর্ণ হতে হয়,—তারও কারণ এই অধর্ম! আমি কলি—শূদ্ররাজ,—পাপ আমার নিত্যসহচর! এই কলিযুগে আমি সমগ্র জগৎবাসীকে শুধু মুখের কথায় নয়,—প্রতিপদে—প্রতিকার্য্যে—প্রতিমুহূর্ত্তে চক্ষের উপর জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়ে শিক্ষা দোবো,—তাদের সাবধান করে দোবো,—'আমার এই নির্দ্দিষ্ট রেখাপথে পদার্পণ না করে—সরল সোজা পথে চলে যাও,—হে জগতের নরনারি!

তা'হ'লেই সংসারে তোমাদের ধর্ম্ম—অর্থ—কাম—মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ লাভ হবে,—তোমাদের এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম সার্থক হবে!'

[কলির প্রস্থান]

(দ্বাপর খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল)

দ্বাপর। ঠিক—ঠিক কথা! ভগবানই বলেছিলেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্!"

ঠিক—ঠিক কথা— [প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নিবিড় বন। অদূরে তপোবনে মুনির আশ্রম।

ইরাবতী।

ইরাবতী। কোথা গেল জন্মেজয়? ব'ল্লে,—নিকটেই তপোবন! শমীক ঋষির সন্ধান কর্ত্তে একা চলে গেল! অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে আমি আর চল্‌তে পাল্লুম না! কিন্তু—একা জয়াকে যেতে দিয়ে কি ভাল কল্লুম? সঙ্গে গেলেই হোতো! নাঃ—যাই—ঐ তো তপোবন—

(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্ব। এই নিবিড় কাননে—একাকিনী কোথায় যাও মা?

ইরাবতী। আমার পুত্রের সন্ধানে!

অশ্ব। কোথায় তোমার পুত্র ?

ইরাবতী। শমীক ঋষির আশ্রম—এইদিক পানে কি ?

অশ্ব। না। এখান থেকে অনেক দূরে তাঁর আশ্রম।

ইরাবতী। এ্যাঁ—সেকি ? তবে কি জন্মেজয় আমাকে না বলে বহুদূরে চলে গেল ?

অশ্ব। তা তো বল্‌তে পারিনা মা ! কিন্তু—চিন্তা কিসের ? যদি তিনি অনর্থক ঋষির সন্ধানে গিয়েই থাকেন,—তাহ'লে আমি আপনাকে রাজবাড়ীতে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দোবো !

ইরাবতী। আপনি কি আমায় চিন্‌তে পেরেছেন ?

অশ্ব। অনুমানে বুঝেছি,—আপনি মহারাণী ইরাবতী ! কিন্তু —অনর্থক এত কষ্ট স্বীকার করে এ নিবিড় অরণ্যে আস্‌বার কি প্রয়োজন ছিল মা ?

ইরাবতী। অনর্থক নয় ব্রাহ্মণ ! আমি দারুণ বিপন্না হয়ে—প্রাণের দায়ে ঋষিবরের কাছে যাচ্ছি !

অশ্ব। কেন,—তা জান্‌তে পারি কি ?

ইরাবতী। কি বল্‌ব ঠাকুর ! বল্‌তে আমার মুখে কথা সরছে না ! ঋষিপুত্র শৃঙ্গী—উদ্ধত বালক,—এক অতি তুচ্ছ কারণে ক্রোধে অন্ধ হয়ে আমার স্বামীকে ব্রহ্মশাপ দিয়েছেন।

অশ্ব। থাক্—শুনেছি। তাহলে এখন আপনারা কি কর্ত্তে চান ?

ইরাবতী। তুচ্ছ কারণে—অতি সামান্য অপরাধে—রাজ্যেশ্বরের প্রাণবিনাশের জন্য তিনি যে অভিশাপবাণী উচ্চারণ

করেছেন,—আমি রাজরাণী,—আমি ক্ষমা প্রার্থনা করে—
ঋষিপুত্রকে সে ব্রহ্মশাপ প্রত্যাহার কর্ত্তে বলব !

অশ্ব। তিনি প্রত্যাহার কর্ব্বেন কেন ?

ইরাবতী। রাজ্য দোবো,—ঐশ্বর্য্য দোবো,—ঋষিপুত্র পৃথিবীতে যে কোনো দ্রব্যের প্রার্থী হবেন,—আমি তাঁকে তাই দোবো !

অশ্ব। ব্রহ্মাণ্ডের বিনিময়ে ব্রহ্মবাক্য নিষ্ফল হবেনা—ব্রহ্মতেজও ব্যর্থ হবার নয় ! সুতরাং সে চেষ্টা বৃথা !

ইরাবতী হা দুরদৃষ্ট ! একটা তুচ্ছ অপরাধে রাজ্যেশ্বরের প্রাণনাশ কি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ?

অশ্ব। অকারণে—বিনা অপরাধে এক নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষির অমর্য্যাদা কি রাজার ধর্ম্ম ?

ইরাবতী আপনি ব্রাহ্মণ,—তাই ব্রাহ্মণের অন্যায় আপনি কিছুতেই স্বীকার কর্ব্বেন না,—তা বুঝ্‌তে পেরেছি ! তাহ'লে আপনিও অনর্থক এখানে বিলম্ব কর্ব্বেন না,—কোথায় যাচ্ছেন,—যান !

অশ্ব অসহায় অবলা স্ত্রীলোককে এই হিংস্রজন্তুসমাকুল ভীষণ অরণ্যে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া,—ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নয়। সুতরাং, আপনার আদেশ-পালনে আমি অক্ষম !

ইরাবতী। যে ব্রাহ্মণজাতি ক্ষমাগুণের মর্য্যাদা রাখেন না,—জগতে সে জাতির শ্রেষ্ঠত্বের এত দাবী কেন,—তাতো বুঝ্‌তে পারিনা !

অশ্ব মহারাণি ! ঘনবিটপীসমাচ্ছন্ন নিবিড় অরণ্য অতি স্নিগ্ধ মনোরম স্থান ! কিন্তু দাবানল প্রজ্বলিত হ'লে বনাশ্রিত

প্রাণীবর্গ যদি বিনষ্ট হয়,—তার জন্য তো অরণ্যকে অপরাধী বলা যায় না।

(জন্মেজয়ের প্রবেশ)

জন্মেজয়। সেই জন্য নিবিড় অরণ্য স্বভাবতঃই অতি ভয়ঙ্কর স্থান! আর ভয়ঙ্কর বলেই সংসারীমাত্রেই সে অরণ্য হ'তে নিজেকে দূরে রাখ্‌তে চেষ্টা করে!

অশ্ব। আর সংসারীর উপদ্রব—অত্যাচার—সঙ্কীর্ণতা হ'তে আত্মরক্ষার জন্য,—ধর্ম্মরক্ষার জন্য,—ভগবৎকৃপালাভের জন্য যোগীঋষিগণ চিরকালই সেই অরণ্যে আশ্রয়গ্রহণ করেন।

ইরাবতী। স্থির হও জন্মেজয়,—আর বাক্‌বিতণ্ডার আবশ্যক নাই! বুঝ্‌তে পাচ্ছ,—ইনি ব্রাহ্মণ!

জন্মেজয়। কথার ঔদ্ধত্যপ্রকাশে এবং রূঢ় বাক্যবিন্যাসেই বুঝ্‌তে পেরেছি মা,—ইনি ব্রাহ্মণ!

অশ্ব। আর—আপনাদের ব্রাহ্মণবিদ্বেষেই আমারও বিলক্ষণ বোধগম্য হয়েছে,—আপনারা ক্ষত্রিয় এবং রাজবংশজাত!

জন্মেজয়। অন্যায় বোলোনা ব্রাহ্মণ,—ক্ষত্রিয় কখনো ব্রাহ্মণবিদ্বেষী নয়! তবে ব্রাহ্মণের আচরণে—তাঁর প্রতি আমরা শ্রদ্ধাহারা!

অশ্ব। থাকো চিরদিন শ্রদ্ধাহারা হয়ে—
ব্রাহ্মণের প্রতি,—ওহে নৃপতিকুমার!
তিলমাত্র ক্ষতি তাহে নাহি গণে দ্বিজ!
নিজ গৌরব-সৌধের সমুচ্চ শিখরে,
নির্ভীক অন্তরে বসিয়া ব্রাহ্মণ,—

সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে,
চিরদিন জগতের সাধিছে কল্যাণ !
শ্রেষ্ঠ বিদ্যা,—শ্রেষ্ঠ জ্ঞান,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বল—ব্রহ্মবল,
সকলি আয়ত্তে তাঁর !
হও তুমি রাজপুত্র কিম্বা রাজ্যেশ্বর,
তবু তুমি ব্রাহ্মণের দাস ;—
নহ অন্য কিছু—শুধু ভৃত্য মাত্র তাঁর !
নহ শুধু তুমি হে বালক ;—
ক্ষত্রিয় রাজার—
উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ সকলে,—
ধন্য মানিয়াছে আপনারে,
এই ব্রাহ্মণের শ্রীচরণ সেবি ! (প্রস্থানোদ্যত)

জন্মেজয়। কি—কি—কি কহিলে—
দুর্বিনীত রূঢ়ভাষী দ্বিজ ?

ইরাবতী। কি কর—কি কর—বৎস ?
একদিন এই ব্রাহ্মণ হইতে,
সর্ব্বনাশ হইয়াছে পিতার তোমার,—

জন্মেজয়। কেন—কিবা সর্ব্বনাশ হইয়াছে মাতা ?
না—না—মানিনা এ কথা !
কি হইতে পারে সর্ব্বনাশ,—
ক্ষুদ্র এক বালকের মুখের কথায় ?

অশ্ব। তাই যদি মনে মনে ধারণা তোমার,
কেন তবে হস্তিনার রাজ্যেশ্বর তুমি—
রাজরাণী জননীরে সাথে লয়ে,
পদব্রজে দীর্ঘপথ করি অতিক্রম;
শমীক-আশ্রম আর শৃঙ্গীর সন্ধানে—
ফিরিতেছ এই বিজন কাননে?

জন্মেজয়। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ!
বীর জন্মেজয়—
নহে ভীত ব্রাহ্মণের রোষে,—
ব্রাহ্মণে তুষিতে তার নাহি আকিঞ্চন!
শুধু স্নেহময়ী জননীর তৃপ্তি হেতু,—
চলিয়াছি ঋষির সকাশে—
পূজনীয়া মায়ের আদেশে!
অবলা রমণী—অকারণে ভয়ে ভীতা,—
কোন মতে সান্ত্বনা না মানি,
একাকিনী চাহেন আসিতে,—
তাই বাধ্য হয়ে আসিয়াছি সাথে!
শোনো দ্বিজ!
বীরপুত্র আমি—রাজ্যেশ্বর এবে,—
হস্তিনার রাজার মুকুট ধরি শিরে!
ব্রহ্মতেজ—ব্রহ্মশাপ—
গ্রাহ্য নাহি করি আমি।

ইরাবতী — জয়া—জয়া—কি কহিছ প্রলাপ বচন ?
ওরে—ওরে—যে জ্বালায় জ্বলিতেছি আমি,—
তব জনকের বুদ্ধিদোষে—
ব্রাহ্মণের রোষে হয়ে নিপতিত,—
উচিত কি তব—
সে দৃশ্যের পুনরভিনয় ?
দ্বিজবর—দ্বিজবর—
ক্ষমা কর—রূঢ়ভাষা অবোধ পুত্রের !
বিকৃত মস্তিষ্ক ওর—পিতার বিপদে,—
তাই অকস্মাৎ এত উত্তেজিত !
মহারাণি—
পুত্র তব এত উত্তেজিত,—
এত তার ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ,—
মাত্র পিতার বিপদ উপনীত শুনি !
কিন্তু মহারাণি—
কত—কত উত্তেজিত নিশ্চয় হইব আমি,—
চক্ষের উপরে যদি দেখি,—
পুত্রের নিধনবার্ত্তা করিয়া শ্রবণ—
শোকে মুহ্যমান পিতা মোর,
অস্ত্র ত্যজি অধোমুখে দাঁড়ায়ে নীরবে ;—
দর দর বিগলিতধারে—
অশ্রু ঝরে দুনয়নে তাঁর ;—

আর সেই—সেই সন্ধিক্ষণে,—
সেই নিরীহ ব্রাহ্মণে,—
পুত্র হতে—প্রাণ হতে প্রিয় শিষ্য তাঁর,—
তীক্ষ্ণধার শরাসনে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি—
বিনাশিল বৃদ্ধ পিতারে আমার !

জন্মে ও ইরা। এঁ্যা—কে—কে—কে তুমি ব্রাহ্মণ ?

অশ্ব। আমি—আমি—কেবা আমি চাহ কি শুনিতে ?
আমি পিতৃহত্যা-প্রতিশোধ-গ্রহণ-প্রয়াসী,—
আমি পাণ্ডুবংশলোপ-দর্শনাভিলাষী,—
প্রতিহিংসাবিষে জর্জ্জরিত,—
আমি অশ্বথামা—বীর দ্রোণাচার্য্যসুত !
উত্তেজিত হয়ে—
ছুটিতেছি হস্তিনানগরে—
চক্ষের উপরে—দেখিতে প্রমাণ,—
ব্রহ্মতেজ ব্যর্থ নাহি হয় ধরাতলে ! [অশ্বথামার প্রস্থান]

ইরাবতী। জয়া—জয়া—জন্মেজয়—প্রিয় পুত্র মোর—

জন্মেজয়। মাতা—মাতা—ক্ষত্রিয়-রমণী তুমি—
রাজরাজেশ্বরী—রাজমাতা !
লাঞ্ছিত উন্মত্ত এক শত্রুর কথায়—
অধীরা হোয়োনা দেবী !
চল ধীরে ধীরে—লয়ে যাই রথে !

ইরাবতী। (পুত্রের বাহুবেষ্টনে থাকিয়া যাইতে যাইতে)

ওরে—বাপ্—জয়্ রে আমার!
ফিরে যেতে পদ আর নাহি চলে—
সর্ব্বনাশ দেখিতে সেথায়—[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাতীর।

পট্টবস্ত্রপরিধানে মধ্যস্থলে মাল্যচন্দনবিভূষিত—করজোড়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ। চারিদিকে ব্রাহ্মণগণ এবং মুনিঋষিগণ, রাজার দক্ষিণপার্শ্বে শুকদেব আসীন,—সম্মুখে ভাগবত পুরাণ।

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

পরীক্ষিৎ। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল! পূজ্যপাদ গোস্বামি! নিখিল বেদের তুল্য এই পবিত্র শ্রীমদ্ভাগবত শুনে—সত্যই আমার আর মৃত্যুভয় কিছুমাত্র নাই! আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন ইহলোক পরিত্যাগ করে পরলোকে শ্রীহরির কৃপালাভে বঞ্চিত না হই!

শুকদেব। মহারাজ! যথার্থই বিষ্ণুভক্ত আপনি,—আপনার আর কিসের চিন্তা? আপনি এই কয় দিন প্রায়োবেশন করে যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে এই ভাগবত শ্রবণ কল্লেন,—আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি,—আপনার অনন্ত কাল বৈকুণ্ঠবাস কিছুতেই রোধ হবেনা। এক্ষণে আপনি শ্রীহরির নাম জপ কর্ত্তে থাকুন,—আমি বিদায় হই।

পরীক্ষিৎ। মুনিবর! একবার শ্রীমুখে মধুর হরিনাম শোন্‌বার শেষ বাসনা হ'চ্ছে,—সে বাসনা পূরণ হবেনা প্রভু?

শুকদেব। যথা আজ্ঞা মহারাজ!

(শুকদেবের কীর্ত্তন গান)

কর কল্যাণ ভগবান।
চিরমঙ্গলময় হরি করুণানিধান॥
শান্তিনিকেতন-পথ-যাত্রী,
অন্ধ আমি—তায় আঁধার রাত্রি,—
তোমার কর-পল্লব,—ওহে জীবনবল্লভ,
কণ্টকভরা, শঙ্কট-পথে অবলম্বনে যাবো;—
ও মূরতি মোহন মানসনয়নে—দেখিতে দেখিতে যাবো,
কিছু চাহিবনা—কথাটী কবোনা,—সাথে সাথে যাবো;
বাসনা-কামনা সকলই ত্যজেছি,—শূন্য করেছি প্রাণ;
লইনু শরণ রাজীবচরণে করিনু আত্মদান॥

[গীতান্তে প্রস্থান]

(জন্মেজয়, ইরাবতী, ব্রাহ্মণবেশী তক্ষক এবং অন্যান্য অমাত্যগণ ইত্যাদির প্রবেশ)

জন্মেজয়। মা! আর চিন্তার কারণ নাই! আজ ব্রহ্মশাপের সপ্তম দিবস অতীতপ্রায়—আর অৰ্দ্ধদণ্ডপরে সপ্তাহ শেষ! আর এ স্থানে তক্ষকের আগমনেরও কোনো সম্ভাবনা নাই।

তক্ষক। ঠিক বলেছেন রাজা জন্মেজয়! তক্ষকের সাধ্য কি—এই ব্রাহ্মণসজ্জন-মুনিঋষি-আত্মীয়স্বজনবেষ্টিত স্থানে উপস্থিত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিতের অঙ্গ স্পর্শ করে?

ইরাবতী। মহারাজ! তিনদিন আপনি অনাহারী,—প্রায়োপবেশন করে আছেন,—এইবার কিছু আহার করুন।

পরীক্ষিৎ। রাণি! আমি পূর্ণ বৈরাগ্য অবলম্বন করে সংসারের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে—গঙ্গাতীরে বসতি কচ্ছি! তোমাদের প্রদত্ত আহার্য্যগ্রহণে আমার তো আর কোনো অধিকার নাই!

জন্মেজয়। পিতা! তবে কি আপনি তক্ষকের হস্তে জীবন রক্ষা করে—প্রায়োবেশনে জীবন পরিত্যাগ কর্ব্বেন?

পরীক্ষিৎ। বৎস! জীবনরক্ষায় যত্নবান হবারও আমার কোনো প্রয়োজন নাই;—কারণ,—এ জীবন প্রাণ-মন আমি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেছি। তবে যদি ব্রাহ্মণ তুষ্ট হয়ে আমাকে ফলমূল আহার কর্ত্তে প্রদান করেন—

তক্ষক। সেই কথাই ভাল মহারাজ,—সেইরূপ আহার করা আপনার পক্ষে এক্ষণে যুক্তিসিদ্ধ!

[তক্ষকের প্রস্থান]

(অচিনের প্রবেশ)

অচিন্। বটেই তো! কর্ম্মফল ভোগ করা মানেই ফল খাওয়া! আর মহারাজের ফল খাওয়া মানেই কর্ম্মফল ভোগ করা!

পরীক্ষিৎ। অচিন্—অচিন্—আয় রে—একবার তোকে দেখতে বড়

সাধ হ'চ্ছে! ওরে—আমি সকল মায়াবন্ধন ছেদন করিছি,—কেবল তোকে ভুল্‌তে পাচ্ছিনা!

অচিন্। সকলেই তো পালাবে,—কেবল আমি যে পালাতে পার্ব্বনা মহারাজ! (অচিনের প্রস্থানোদ্যত)

জন্মেজয়। পালাতে পার্ব্বেনা,—অথচ মহারাজ ডাক্‌ছেন—কাছে না গিয়ে চলে যাচ্ছ কেন অচিন্?

অচিন্। মহারাজ এখন ফল খাবেন,—আমি আর সে সময় বিরক্ত করি কেন? ফল খাওয়া শেষ হ'লেই ঠিক মহারাজকে দেখা দোবো,—ভাব্‌ছ কেন রাজা জন্মেজয়?

[অচিনের প্রস্থান]

জন্মেজয়। আসুন দ্বিজগণ! মহারাজ আপনাদের পবিত্র হস্তে প্রদত্ত ফল গ্রহণ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি কর্ব্বেন! কে মহারাজকে ফলদানে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে চান—আসুন—

(শ্রীফল হস্তে জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। ফল আহরণ করে আন্‌তে ব্রাহ্মণদের অনেক বিলম্ব হবে। মহারাজকে আশীর্ব্বাদ কর্ব্বার জন্য আমি বহুদূর হ'তে স্বহস্তে এই শ্রীফলটী আহরণ করে এনেছি। মহারাজ! আহার করে দীন ব্রাহ্মণকে কৃতকৃতার্থ করুন।

পরীক্ষিৎ। দাও দ্বিজবর!
তব দত্ত সুস্বাদু শ্রীফল,—
স্বহস্তে গ্রহণ করি—অগ্রে ধরি শিরে।

(শ্রীফল গ্রহণ ও মস্তকে ধারণ)

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! সপ্তাহ অতীত,
হৃষ্টচিত্তে কর প্রভু শ্রীফল-আহার! [ব্রাহ্মণের প্রস্থান]

পরীক্ষিৎ। যথা আজ্ঞা দেব! (শ্রীফল ভাঙ্গিলেন)
আজি—সপ্তাহ অতীত?

নেপথ্যে অশ্ব। সেকি? সপ্তাহ অতীত?

সকলে। সপ্তাহ অতীত?

জন্মেজয়। হ্যাঁ—হ্যাঁ—উপস্থিত যে আছেন হেথা,—
ব্রাহ্মণ—বৈষ্ণব—মুনিঋষি—সাধু ও সজ্জন-
করুন শ্রবণ!
শমীকতনয়—শৃঙ্গী নাম যাঁর,—
ব্রহ্মতেজদর্পে মহাদর্পী দ্বিজ,—
অতি তুচ্ছ অপরাধে—পিতারে আমার—
এই ব্রহ্মশাপ করেছিল দান,—
সেইদিন হ'তে সপ্তদিবস-ভিতরে,
নাগেশ্বর তক্ষক-দংশনে—
প্রাণনাশ হইবে পিতার!
আজি, শ্রীহরি-কৃপায় আর তব আশীর্ব্বাদে-
ওহে সমবেত সজ্জনমণ্ডলী!
নির্ব্বিবাদে নির্ব্বিঘ্নে অতীত—
অভিশপ্ত সেই সপ্তদিন!

পিতা! নাহি ভয়,—
শাপমুক্ত ভগবান করিল তোমারে!
উচ্চকণ্ঠে বল সবে,—
জয় রাজা পরীক্ষিৎ!
যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ!

পরীক্ষিৎ। জন্মেজয়!
অকারণ কেন জয়ধ্বনি?
অশনিসমান বাজে যে শ্রবণে!
কার জয়?—ক্ষত্রিয়ের জয় চাহ তুমি?
না—না—আমি নাহি চাহি তাহা!
ক্ষত্রিয়ের জয়—ব্রাহ্মণের পরাজয়?
না—না—সহিতে নারিব আমি· ধর্ম্মের সেবক!
সত্য যদি সপ্তাহ অতীতপ্রায়,—
তবে—এই যে নেহারি—
অণুপরিমাণ অতিক্ষুদ্র কীট এক—
এই দ্বিধাভগ্ন শ্রীফলের অভ্যন্তরে;
এই কৃষ্ণবরণ-নয়ন—তাম্রবর্ণ কীট,—
ভগবান্ কৃষ্ণের ইচ্ছায়,
হোক্ তক্ষকের রূপে পরিণত;
এই দণ্ডে দংশুক আমারে,—
ব্রাহ্মণের অভিশাপ হউক্ সফল!

নেপথ্যে অশ্ব। } সাধু—সাধু মহারাজ!

জন্মেজয়। কোন্ মূর্খ ব্যঙ্গ করে পিতারে আমার ?
প্রাণদণ্ড যোগ্যশাস্তি তার !
রক্ষী—কে আছ ওখানে ?
বন্দী করি লয়ে এসো তারে,—
দেখি কেবা নীচ দুষ্টমতি !

(এমন সময়—অকস্মাৎ সেই কীট ভীষণ সর্পের রূপধারণ করিয়া—মহারাজ পরীক্ষিতের গ্রীবাবেষ্টন করিয়া মস্তকের উপর ফণা তুলিয়া অনল উদ্গার করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে "রক্ষা কর—" "হরিবোল" ইত্যাদি চীৎকারে একটা ভীষণ কাণ্ড বাধিল। শূন্যে—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব)

শ্রীকৃষ্ণ। ভয় নাই মহারাজ ! এই আমি এসেছি,—আর আমি অচিন্ নই ! দেখ দিব্যদৃষ্টিতে—আমি তোমার পরম আত্মীয়,—চিরপরিচিত !

পরীক্ষিৎ। এসেছ শ্রীহরি ? দাঁড়াও—দাঁড়াও নাথ !
সাথে লয়ে যাও মোরে— [শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধ্যান]

জন্মেজয়। কি করি—কি করি ? অস্ত্রাঘাতেরও কোন উপায় নাই ! কি করি—কি করি—কেমন করে পিতার প্রাণ রক্ষা করি ?

পরীক্ষিৎ। হরিবোল—হরিবোল—হরি হরি—
ব্রহ্মশাপ ফলিল আমার !
ওঃ—ব্রহ্মতেজ— (শূন্যে তক্ষক পলাইয়া গেল)
কে জানিত—এত শক্তি তার ? (পরীক্ষিৎ পড়িয়া গেল)

পঞ্চম অঙ্ক

(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্ব। হা—হা—হা—হা—ব্রহ্মতেজ—ব্রহ্মতেজ !
দেখ দেখ মোহান্ধ মানব !
ব্রহ্মতেজ ব্যর্থ নাহি হয় এ জগতে !
হা—হা—হা—হা— [উন্মত্তবৎ অশ্বত্থামার প্রস্থান]

জন্মেজয়। ব্রহ্মতেজ ব্যর্থ নাহি হয় ধরাতলে—
শির পাতি মানিনু এ কথা !
ব্রাহ্মণ্যের শীর্ষস্থান সর্ব্বজাতিমাঝে,—
অস্বীকারে নাহিক' উপায় !
কিন্তু—আজি এই প্রতিজ্ঞা আমার,—
শোন্ দুরাচার—অধম তক্ষক !
মহাসর্পযজ্ঞ করি সম্পাদন—
সর্পশূন্য আমি করিব ধরণী !
আর সেই যজ্ঞে করিব আশ্রয়—
এই ব্রহ্মতেজ !

যবনিকা